চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister Masala
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 19 April, 2020 ■ আগরতলা, ১৯ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ৬ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

র‍্যাপিড এন্টিবডি টেস্ট কিটস পৌঁছেছে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। রাজ্যে কোভিড-১৯-এর পরীক্ষার জন্য র‍্যাপিড এন্টিবডি টেস্ট কিটস পৌঁছেছে। ৩,৮৪০টি কিটস এসেছে রাজ্যে। আগামী ২/১ দিনের মধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষা শুরু হবে।

আজ মহাকরণে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এই সংবাদ জানান। করোনা সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যের সর্বশেষ তথ্য প্রদান করে শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যে এখন পর্যন্ত ১,৫৭৯ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১,৩১৩ জনের পরীক্ষা হয়েছে। বাকিদের নমুনা পরীক্ষাধীন রয়েছে। বর্তমানে একজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার অবস্থা স্থিতিশীল। আগামীকাল আবার নমুনা পরীক্ষা করা হবে। রাজ্যে হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৫৩১ জন। প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ১৫৩ জন।

করোনা ঃ প্রথম থেকে নবম ও একাদশ শ্রেণীর সকলেই উত্তীর্ণ, স্থগিত জয়েন্টের পরীক্ষা

১৪টি ক্যাবল চ্যানেলে আজ থেকে রুটিন অনুসারে ক্লাস শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। লকডাউনজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য এ বছর ত্রিপুরায় প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠরত সকল ছাত্রছাত্রীকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, একাদশ শ্রেণির সকল ছাত্রছাত্রীও পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবে। সোশিওলোজি, স্ট্যাটিসটিক্স এবং মিউজিক বিষয়ের যে তিনটি পরীক্ষা হয়নি সে পরীক্ষাগুলি আর নেওয়া হবে না। তাঁর কথায়, ছাত্রছাত্রীদের ষাণ্মাসিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ওই তিনটি বিষয়ের নম্বরের মূল্যায়ন হবে। এদিকে, ত্রিপুরা জয়েন্টের পরীক্ষা আপাতত স্থগিত করা হয়েছে।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী জানান, আগামী ২৪ এপ্রিল থেকে আগরতলায় ১৩টি কেন্দ্রে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা দেখার কাজ শুরু হবে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গৃহীত মাধ্যমিক এবং দ্বাদশের উত্তরপত্র আগরতলায় এসে পৌঁছেছে। যে সকল বিষয়ের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে সেই সব বিষয়ের উত্তরপত্র দেখার কাজ শুরু হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, সকল ছাত্রছাত্রীদের উত্তীর্ণ সংক্রান্ত ঘোষণা হলেও তাদের নম্বরের মূল্যায়ন দফতরে নথিবদ্ধ হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষকদের বলা হয়েছে যাতে প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর নম্বর শিক্ষা দফতরের অ্যাপের মাধ্যমে আপলোড করা হয়। তিনি আরও জানান, রাজ্যের ১৪টি ক্যাবল চ্যানেলে আগামীকাল (রবিবার) থেকে নির্দিষ্ট রুটিন অনুসারে ক্লাস শুরু হবে। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ছাত্রছাত্রীরা ঘরে বসেই ক্লাস করতে পারবে। তিনি বলেন, রাজ্যের ২২টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ এবং ৭টি টেকনিক্যাল কলেজে ইতিমধ্যেই অনলাইন ক্লাস শুরু হয়েছে। এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ক্লাস চলছে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষার বিষয়ে শিক্ষা দফতরের আধিকারিকগণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, ২২ এবং ২৩ এপ্রিল পূর্ব নির্ধারিত ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে সময়সূচি জানিয়ে দেওয়া হবে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় গুরুর শেষকৃত্যে জনজোয়ার, বাড়ছে কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের আতঙ্ক

ঢাকা, ১৮ এপ্রিল (হি. স.): বাংলাদেশে ক্রমশ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে করোনা ভাইরাস। গত ২৪ ঘন্টায় তিনশো জনেরও বেশি করোনা আক্রান্তের খবর পাওয়া গিয়েছে। এই অবস্থায় শনিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক ধর্মীয় গুরুর শেষকৃত্যে হাজার হাজার মানুষের জমায়েতের ঘটনা ঘটেছে। কয়েক হাজার মানুষ অংশ নিয়েছিলেন সেখানে। ইতিমধ্যে সেখানের ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল। যা দেখে রীতিমত চমকে উঠছেন সাধারণ মানুষ।

ইতিমধ্যে গোটা ঢাকাকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে ঘোষণা করেছে হাসিনা সরকার। ঘোষণা করা হয়েছে লকডাউন। খুব একটা দরকার ছাড়া বাইরে না বের হওয়ার জন্যে নিষেধ করা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নামানো হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকেও।তবে তাতেও পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ বাংলাদেশ প্রশাসন। সমস্ত নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিশাল ধর্মীয় জমায়েত। শনিবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক ধর্মীয় বক্তা-গুরু শেষকৃত্যে হাজার হাজার মানুষের জমায়েতের ঘটনা ঘটেছে। কয়েক হাজার মানুষ অংশ নিয়েছিলেন সেখানে। ইতিমধ্যে সেখানের ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল। যা দেখে রীতিমত চমকে উঠছেন সাধারণ মানুষ। এই ঘটনার পর বাংলাদেশে কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের আতঙ্ক আরও বেড়ে গেছে।

আইজিএম হাসপাতালে গায়ে কেরোসিন ঢেলে রোগীর আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। হাসপাতালের শৌচালয়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক রোগী। হাসপাতালের কর্মী এবং অন্যান্য রোগীর পরিবার টের পেয়ে কোনক্রমে মহিলাকে উদ্ধার করেন। ওই ঘটনায় হাসপাতালে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ওই রোগীর শরীরের ২৫ শতাংশ পুড়ে গেছে।

তিনদিন আগে আগরতলায় আখাউড়া রোডের বাসিন্দা সন্ধ্যা সরকার পেটে ব্যাথা নিয়ে আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি হন। আজ শনিবার তিনি হাসপাতালের শৌচালয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এ-বিষয়ে হাসপাতালে কর্তব্যরত জনৈকা স্বাস্থ্য কর্মী জানান, আজ হঠাৎ ওয়ার্ডের অন্য রোগীরা শৌচালয় থেকে ধোয়া বের হতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ওই মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তিনি কেন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন সে-বিষয়ে এখনও কিছুই জানা যায়নি।

ওই মহিলার ভাড়াটে রাজু দাস বলেন, তিন দিন আগে সন্ধ্যা সরকারকে তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। আজ সকালে বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসে শুনেন তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, তার আত্মহত্যার চেষ্টার পেছনে কী কারণ বোঝা যাচ্ছে না, বলেন তিনি। রাজুর কথায়, ওই মহিলার স্বামী একসাথে থাকেন না। তাই, ভাড়াটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকাকে প্রেম নিবেদনে ব্যর্থ হওয়ায় সালিশি সভায় রক্তারক্তি কাণ্ড, আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল ।। শনিবার সকালে সিধাই মোহনপুরের হরিণাখলা গ্রামে লঙ্কাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। এক নাবালিকাকে প্রেম নিবেদনে ব্যর্থ হওয়ায় শালিশিসভায় রক্তারক্তি কাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। শালিশিসভায় অভিযুক্তদের ছুড়ির আঘাতে গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে তিনজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় জিবিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। অভিযুক্তদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মোহনপুরের হরিণাখলা গ্রামে নিয়তি দাসের বাড়িতে একটি ঘরে বহিরাগত দুই যুবক এবং অপর একটি ঘরে একটি পরিবার ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করছিল। বহিরাগত দুই যুবক নিজেদেরকে রাহুল এবং কৃষ্ণ নামে পরিচয় দিয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকত। পাশের ঘরের ভাড়াটিয়া নাবালিকা কন্যাকে তারা বেশ কয়েকদিন ধরেই প্রেম নিবেদন ও কু-প্রস্তাব দিয়ে আসছে। নাবালিকাটি বিষয়টি তার বাবাকে জানালে পরিস্থিতি বেগতিক আকার ধারণ করে। নাবালিকার বাবা বিষয়টি হরিণাখলা গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য ও মাতব্বরদের জানান। বিষয়টি নিয়ে নিয়তি দাসের বাড়িতে শনিবার সকালে শালিশিসভা বসে। ওই শালিশিসভাতেই অভিযুক্ত দুই যুবক উত্তেজিত হয়ে ছুড়ি দিয়ে পর পর আঘাত করতে থাকে। তাতে মনোরঞ্জন সরকার, মিঠুন সরকার এবং সুমন নমঃ গুরুতরভাবে আহত হন।

তাদেরকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে দু'জনকে জিবিতে স্থানান্তর করা হয়। উন্মত্ত দুই যুবকের হাত থেকে কোনক্রমে ছুড়িটি উদ্ধার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছেলের নাম 'লকডাউন' রাখতে চাইছেন বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। লকডাউন-এ ছেলের জন্ম। তাই বাবা চাইছেন ছেলের নাম রাখা হোক 'লকডাউন'। অবশ্য সদ্যজাত শিশুর মা এখনও ঠিক করেননি ছেলেকে কী নামে ডাকবেন। শুধু চাইছেন, এই দুর্যোগের মুহূর্তে ছেলে সুস্থভাবে বেঁচে থাকুক। রাজস্থান নিবাসী পরিযায়ী শ্রমিকের এক পরিবারকে আজ জিআরপি-র তরফে খোঁজখবর নিয়ে তাদের হাতে খাদ্য সামগ্রী, ওষুধ, শিশুদের আহার তুলে দেওয়া হয়েছে। শনিবার চিকিৎসকরা মা ও ছেলের পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। অবশ্য, লকডাউন ঘোষণা হওয়ার পর তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিল জিআরপি-ই।

সদ্যজাত পুত্রসন্তানের বাবা সঞ্জয় বাউরি বলেন, রাজস্থান থেকে কাজের সন্ধানে ত্রিপুরায় এসেছিলাম। কিন্তু করোনা-র প্রকোপে লকডাউন শুরু হয়ে যাওয়ায় তাদের বাড়ি ফেরা হয়নি। তিনি বলেন, আমরা আগরতলা রেল স্টেশনে গিয়ে জানতে পেরেছিলাম সমস্ত ট্রেন বাতিল হয়ে গেছে। তাই তখন স্টেশনের পাশেই অস্থায়ী তাবু টাঙিয়ে বসবাস শুরু করি। এর পর জিআরপি-র সহায়তায় থাকার জন্য আশ্রয় পান এবং সেই সাথে তাদের খাবারেরও ব্যবস্থা হয়ে যায়। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকারের তরফে আমাদের সমস্ত রকম সহায়তা করা হচ্ছে। কারণ, আমার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। প্রসব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারের অনুরোধে আগরতলার দুই বেসরকারি হাসপাতালে চালু বিনামূল্যে বহির্বিভাগ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। রাজ্য সরকারের অনুরোধে রাজ্যের দুটি বেসরকারি হাসপাতাল বিনামূল্যে বহির্বিভাগ পরিষেবা দিচ্ছে। শনিবার রাজ্যের মন্ত্রী রতনলাল ওই দুই হাসপাতাল সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। হাসপাতালের পরিষেবা দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

আজ শিক্ষামন্ত্রী হাপানিয়ায় অবস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং আইএলএস হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে আইন ও শিক্ষামন্ত্রী বলেন, করোনা মোকাবিলায় জিবি এবং আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই রাজ্য সরকার ওই দুই হাসপাতালকে বিনামূল্যে বহির্বিভাগ পরিষেবা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। এতে তারা দারুণ সাড়া দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, রোগী এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্তদের সুরক্ষার বিষয় মাথায় রেখে এই হাসপাতালে প্রবেশের সময় সকলকে স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, হাসপাতালে ঢোকার পর সকলের হাত ধোয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, আমি নিজেও স্যানিটাইজড হয়ে হাসপাতালে প্রবেশ করেছি। করোনা মোকাবিলায় এ-ধরনের উদ্যোগ ভীষণ উপকারি বলে মন্তব্য করেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গতকাল থেকে বিনামূল্যে বহির্বিভাগ পরিষেবা শুরু হয়েছে। গতকাল ২৯৪ জন এবং আজ সকাল ১১টা পর্যন্ত ২৩৪ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েছেন। এই সংখ্যা আজ আরও বাড়বে, দাবি করেন তিনি।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী আইএলএস হাসপাতালও পরিদর্শন করেছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে স্বাস্থ্য পরিষেবার খোঁজ নিয়েছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে আইএলএস হাসপাতালে বহির্বিভাগ পরিষেবা বন্ধ ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের অনুরোধে তারা পুনরায় এই পরিষেবা চালু করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বহির্বিভাগ পরিষেবা দিচ্ছে। তিনি জানান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন রেশন দোকান পরিদর্শন মহকুমা শাসকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল ।। রেশনিং ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সদরের এসডিএম শনিবার এলাকার বিভিন্ন রেশনসপ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে রেশন ব্যবস্থা পরিচালন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।

সরকার ঘোষিত প্রকল্পে বিনামূল্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজার থানার পুলিশ লকডাউন ভঙ্গকারীদের ফুল, মিষ্টি দিয়ে পুজা করলেন। ছবি নিজস্ব।

লকডাউন ঃ রাজ্যের অর্থনীতি চাঙ্গায় সামাজিক দূরত্ব মেনে শিল্প ইউনিট চালুর বিষয়ে খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। লকডাউনের পরবর্তী পর্যায়ে অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা করতে সামাজিক দূরত্ব মেনে শিল্প ইউনিট চালু করা যায় কিনা সে বিষয়ে শনিবার সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বোধজংনগর শিল্প ইউনিট এবং মাধববাড়ি ইটভাট্টা পরিদর্শন করেন। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত কিছু কিছু এলাকায় যেখানে কোভিড-১৯ সংক্রমণ নেই বা এখনও কম রয়েছে সেইসব সবুজ জোন চিহ্নিত এলাকায় নিয়ম মেনে শিল্প ইউনিট চালু করা যায় কিনা সে বিষয়ে রাজ্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব আজ বোধজংনগরে একটি রাইস মিলের প্রোডাকশন ইউনিট, প্যাকিং ইউনিট এবং গোডাউন ঘুরে দেখেন। শ্রমিকদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব মেনে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করা যায় কিনা সে সম্পর্কে ইউনিটের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন।

এর পর মুখ্যমন্ত্রী মাধববাড়িতে একটি ইটভাট্টা পরিদর্শন করে শ্রমিকদের সাথে কথা বলেন। করোনা মোকাবিলায় সব রকমের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ মেনে এবং কোনও অবস্থাতেই যাতে শ্রমিকদের ঝুঁকি না নিতে হয় সে বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী ইটভাট্টার শ্রমিকদের খাওয়া পরা ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। ত্রিপুরা সরকার ইটভাট্টার শ্রমিকদের জন্য এককালীন যে সহায়তা দিয়েছেন, শ্রমিকরা তা পেয়েছেন কিনা তাঁদের কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানতে চেয়েছেন।

ইটভাট্টায় কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের সাথে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

তিনি আজ এখানে কয়েকজনের হাতে সেই এককালীন সহায়তাও তুলে দেন। এছাড়া তিনি শ্রমিকদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করেন। পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে জনগণ সাড়া দিয়েছেন। এর মোকাবিলায় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সরকারি কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষের ভূমিকা প্রশংসনীয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ থেকে সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে যেন কেউ ত্রিপুরায় প্রবেশ না করতে পারে সে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। এদিন ওই সফরে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী, শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব কিরণ গিত্যে, শ্রম দফতরের বিশেষ সচিব দীপা ডি নায়ার সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বদেশে ফিরে যাচ্ছে ত্রিপুরায় আটকে পড়া বাংলাদেশীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। লকডাউনে ত্রিপুরায় আটকে পড়া বাংলাদেশী নাগরিকদের আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে স্বদেশে ফেরার জন্য অবগত করলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি বলেন, করোনা মোকাবিলায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত স্থগিত করা হলেও নির্দিষ্ট কিছু সীমান্ত দিয়ে যাতায়াতে ছাড় দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি বলেন, গত ১৩ মার্চ একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

শিক্ষমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় এখনও অনেক বাংলাদেশী নাগরিক লক ডাউনের কারণে আটকে আছেন। তারা ত্রিপুরার বিভিন্ন চেকপোস্ট গিয়ে এরাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু, কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মোতাবেক এখন শুধুই আগরতলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউন অমান্যকারীদের ফুল, মিষ্টি ও ধূপ দিয়ে পূজা শান্তিরবাজার থানার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। লকডাউন মানতে চাইছেন না মানুষ। তাই, লকডাউন অমান্যকারীদের ধূপ, ফুল ও মিষ্টি দিয়ে পূজা করছে পুলিশ। আইনি পথে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েও মানুষকে সচেতন করা যাচ্ছে না। তাই এই অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছে পুলিশ, দাবি শান্তিরবাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তীর।

করোনা-র প্রকোপে কাবু গোটা বিশ্ব। ভারতও বাদ যায়নি। কিন্তু এই মহামারি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর ডাকে লকডাউন পালন করাতে গিয়ে পুলিশকে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রতিদিন নিত্যনতুন পন্থা বের করে মানুষ বাড়ির বাইরে যাচ্ছেন। পুলিশ প্রশাসন এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেও কাজের-কাজ কিছুই হয়নি। তাই ওই সকল লোকদের বোঝানোর জন্য অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছে শান্তিরবাজার পুলিশ।

আজ অন্যান্য দিনের মতোই শান্তিরবাজার থানা সংলগ্ন স্থানে যানবাহনের কাগজ পরীক্ষার জন্য বসেন এসডিপিও অক্ষয় প্রহ্লাদ কুন্ডে ও শান্তিরবাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী। কিন্তু আজ তাদের নেওয়া অভিনব পন্থায় সকলেই অবাক হয়ে যান। বিনা কারণে বাজারে আগত লোকজনদের আটক করে ফুল, মিষ্টি ও ধূপ দিয়ে পূজা দেন তাঁরা।

এই প্রয়াস সম্পর্কে শান্তিরবাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী জানান, মানুষ কথা শুনছেন না। তাই পূজার মাধ্যমে লকডাউন অমান্যকারীদের সচেতন করতে চাইছে পুলিশ। অনেকেই পুলিশের এই অভিনব পন্থায় নিজেদের কাজের জন্য লজ্জা বোধ করবেন এবং তাদের সম্বিত ফিরবে বলে আশা করছেন তাঁরা।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৮৮ ▫ ১৯ এপ্রিল ২০২০ ইং ▫ ৬বৈশাখ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

দাপট নহে, সাহস

সংকটময় মুহূর্তে দেশকে নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে নরেন্দ্র মোদি বিশ্বব্যাপী বহু চর্চিত হইয়া উঠিয়াছেন। দাপট কাহাকে বলে, নরেন্দ্র মোদী জানেন। ভারতের মতো দেশকে ঘরবন্দি করিয়া রাখিবার আদেশ ঘোষণায়, নাগরিকদের নানাবিধ 'টাস্ক' দিবার প্রক্রিয়ায় কিংবা হাত জোড় করিয়া সহযোগিতার অনুরোধ জানাইতে গিয়াও তাঁহাদের 'অনুশাসিত সিপাহি' বলিবার সিদ্ধান্তে দাপটের কোনও অভাব ছিল না। কিন্তু দাপট আর সাহস এক নহে, এই প্রাথমিক সত্যটি প্রধানমন্ত্রী জানেন তো? না জানিলে বিপদ। বড় বিপদ। কারণ, ভয়ানক বিপর্যয়ের সম্মুখীন ভারতীয় অর্থনীতি তাঁহার নিকট, তাঁহার সরকারের নিকট যে বস্তুটি চাহিতেছে, তাহা দাপট নহে, সাহস। যে সাহস সত্যকারের নেতৃত্বের অপরিহার্য এবং অমোঘ অভিজ্ঞান। যে সাহস কঠিনতম সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়াইয়া দৃঢ় প্রত্যয়ে উত্তরণের দুর্গম পথে অগ্রবর্তী হইতে পারে। এখনও, জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর চতুর্থ ভাষণের পরেও, সেই সাহসের কোনও পরিচয় মিলিল না।বিশ্ব অর্থনীতি বাস্তবিকই কঠিনতম সঙ্কটে। লকডাউন ফুরাইলেও, এমনকি সংক্রমণের তীব্রতা কমিলেও, সেই সঙ্কট অ-নিবার্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অধিকাংশ ইউরোপসহ বিশ্ব অর্থনীতি শয্যা লইয়াছে, চিন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখনও বিপন্মুক্ত নহে। এই সার্বিক অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভারতীয় অর্থনীতিকে তাহার বিপর্যয়ের মোকাবিলা করিতে হইবে। একাধিক স্তরে। প্রথম কাজ অবশ্যই অগণিত দরিদ্র, অসহায়, কর্মহীন মানুষের জীবনধারণের ব্যবস্থা। অভিবাসী শ্রমিক বা অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী ও 'স্বনিযুক্ত' উদ্যোগী হইতে শুরু করিয়া খেতমজুর, ক্ষুদ্র চাষি, মৎস্যজীবী ইত্যাদি বহুবিধ বর্গের শ্রমজীবী এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো তাঁহাদের একাংশের দৈনন্দিন কাজ কিছুটা শুরু হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পরিকল্পনা জানাইয়াছে, রাজ্যে রাজ্যে তাহার রূপায়ণের প্রস্তুতি চলিতেছে। অত্যন্ত জরুরি উদ্যোগ।কিন্তু যথেষ্ট নহে। অর্থনীতির স্বাভাবিক শক্তি এই মুহূর্তে বিনষ্ট। এমনকি সংগঠিত শিল্প-উদ্যোগেও বিনিয়োগের স্তব্ধ স্রোতে স্বতঃস্ফূর্ত গতি সঞ্চারের সম্ভাবনা কার্যত শূন্য। এমন সময়ে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব এবং উদ্যমের কোনও বিকল্প নাই, ইতিহাসে বারংবার তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের কর্তব্য দুইটি। এক, অসহায় নাগরিকদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের বন্দোবস্ত করা। দুই, শিল্পবাণিজ্যের পরিচালকরা যাহাতে কাজ চালাইয়া যাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা। বহু সুস্থ সবল ব্যবসায়িক সংস্থার ভাণ্ডারেও ইতিমধ্যেই মা ভবানী অধিষ্ঠান করিতেছেন, অথবা শীঘ্রই করিবেন। বাজার ছন্দে ফিরিলেও অনেকে 'ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল' বা নির্বাহী মূলধনের অভাবে ব্যবসা চালাইতে পারিবেন না। তাহার সামগ্রিক প্রভাব পড়িবে বাজারের চাহিদাতেও। সরকারের দায়িত্ব প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে যাহাতে অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ব্যাহত না হয়, তাহা নিশ্চিত করা। সে জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে অংশত কাজে লাগানো আবশ্যক। পাশাপাশি, পরিকাঠামো, বিশেষত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সম্প্রসারণের কাজে বিপুল সরকারি বিনিয়োগের প্রয়োজন। এই সমস্ত প্রয়োজন মিটাইতেই সরকারকে খরচ করিতে হইবে। তাহার সংস্থানের জন্য বাজেটের ঘাটতি কিছুটা না বাড়াইয়া উপায় নাই। অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা প্রায় সমস্বরে বলিতেছেন, এমন সঙ্কটে ঘাটতি কিছু দূর অবধি বাড়িলে বাড়িবে। তাহার জন্য ঘাটতি নিয়ন্ত্রণের মৌলিক ধর্ম পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রথমত, অর্থনীতিকে ছন্দে ফিরাইতে পারিলে বিশেষ ব্যয়ের চাহিদা কমিবে। দ্বিতীয়ত, সরকারের বাজেট হইতে অনেক অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বাতিল করিবারও সুযোগ আছে। যথা, দিল্লিতে 'সেন্ট্রাল ভিস্তা' সাজাইবার ব্যয়। শেষ বিচারে, অভাব অর্থের নহে, অভাব বিচারবুদ্ধির। অভাব নূতন করিয়া ভাবিবার সাহসের। মোদী জমানায় এই গুণগুলি দুর্লভ।

লকডাউনে ভিডিও কলে বিয়ে সারলেন রাজস্থানের যুগল

জয়পুর, ১৮ এপ্রিল (হি. স.): লকডাউনের সময়সীমা বাড়ায় ভেস্তে গেল আনুষ্ঠানিক বিয়ের আয়োজন। অগত্যা টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে একটি ভিডিও কলে বিয়ে সারলেন রাজস্থানের যুগল।

চাকরি সূত্রে একজন থাকেন ইউরোপের লুক্সেবার্গে, আরেকজন প্যারিসে। দু''জনেই রাজস্থানের বাসিন্দা। তাঁদের পরিবারও এখানেই। কথা ছিল ১৬ এপ্রিল রাজস্থানেই বিয়ে হবে তাঁদের। কিন্তু কোরোনার জেরে আপাতত ইউপোরেই আটকে পড়েন তাঁরা। পাত্রীর বাবা সৌদি আরব থেকে লকডাউনের আগেই ভারতে চলে এলেও পাত্র-পাত্রী আসতে পারেননি। উপায় না পেয়ে বিয়ে হল ভিডিয়ো কলে। সোশাল মিডিয়া অ্যাপের মাধ্যমে লুক্সেমবার্গ, প্যারিস, জয়পুর, যোধপুর, বান্সওয়ারা মিলল এক জায়গায়। বান্সওয়ারার পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে বিয়ে হল যুগলের। প্রায় তিনঘন্টা চলা এই বিয়ে পালন করা হল যথাসম্ভব নিয়মে। সবশেষে ভিডিয়ো কলে বসেই ইউরোপের দুই প্রান্ত থেকে আশীর্বাদ নিলেন যুগল। আশীর্বাদ পৌঁছাল রাজস্থান থেকে।

রায়গঞ্জে ব্যাঙ্কে ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য, লুঠ ৪ লক্ষ টাকা

রায়গঞ্জ, ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুর জেলার সদর মহকুমার রায়গঞ্জ থানার বাজিতপুর এলাকায় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের একটি কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্টে(সিএসপি) হামলা চালিয়ে নগদ প্রায় ৪ লাখ টাকা ছিনতাই করে পালায় একদল দুষ্কৃতি। ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে। খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার আইসি সুরজ থাপার নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত ওই ছিনতাইকারী দলের কোনও হদিশ পুলিশ করতে পারেনি পুলিশ।

জানা গিয়েছে, বাজিতপুর এলাকায় বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের ওই সিএসপি শাখাটি বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছিল। লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে ওই সিএসপি শাখাটি মালিকের বাড়ি থেকে সরিয়ে গ্রামের এক প্রান্তে একটি ফাঁকা মাঠের মধ্যে চলছিল। শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ প্রায় ৯-১০ জন যুবক গ্রাহক সেজে এসে মালিকের উপর হামলা চালায়। সেই সময় ওই যুবকেরা তাঁর কাছ থেকে জোর করে টাকা ছিনিয়ে নিতে শুরু করে। ওই শাখায় তখন আরও বেশ কিছু গ্রাহক ছিল। কিন্তু কেউ সাহস করে তাঁদের বাধা দিতে আসতে পারেনি। ওই সিএসসি শাখার গ্রাহকদের মারধর করে ওই যুবকেরা টাকা আর মেশিন নিয়ে পালায়। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও এখনও কাউকে আটক করতে পারেনি।

আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হবে করোনার নমুনা পরীক্ষা

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (হি. স.): এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালের পর এবার আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনাভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করা হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহ থেকেই শুরু হবে নমুনা পরীক্ষার কাজ। শনিবার পরীক্ষামূলক ভাবে নমুনা পরীক্ষার কাজ হয়েছে আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের আটটি হাসপাতালের নাম ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করার কাজ চালু রয়েছে। এদের মধ্যে পাঁচটি সরকারি হাসপাতাল ও তিনটি বেসরকারি হাসপাতালে করোনা নমুনা পরীক্ষা হয়। আরও একটি হাসপাতালে করোনর নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হলে সে ক্ষেত্রে আরও বেশিসংখ্যক সন্দেহভাজনের পরীক্ষা করে তাড়াতাড়ি রিপোর্ট আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

মরকজ থেকে মোরাদাবাদ মুসলমানদের উস্কানি দিচ্ছে কে

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

দিল্লির তবলীগী মরকজে হাজার হাজার করোনা-আক্রান্তদের সঙ্গে লুকিয়ে দেশকে করোনাভাইরাসের জালে আবদ্ধকারী, তথাকথিত ঈশ্বরের সহচর শোধরাচ্ছেই না। যখন তবলীগীদের বিরুদ্ধে কঠোরতা নেওয়া হয়েছে তখন তাদের অনুগামীরা মুম্বইয়ে লকডাউন লঙ্ঘন করছে। বান্দ্রা এবং থানে-তে হাজার হাজার সংখ্যায় বিনা কারণে একত্রিত হয়ে পুলিশ এবং আইন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করে এবং মোরাদাবাদ থেকে শুরু করে বিহারের মোতিহারি এবং ঔরাঙ্গাবাদে পুলিশ ও চিকিৎসকদের লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে। এদের সাহস তো দেখুন! এখন কারও এটা বলা উচিত নয়, সরকার এদের ভিন্ন শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বোঝে। এরা তো সরকার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের মাথায় উঠে প্রকাশ্যে প্রস্রাব করছে। চিকিৎসকদের সঙ্গে মারামারি, মহিলা নার্সদের সঙ্গে অভব্য আচরণ এবং সাফাই কর্মীদের লক্ষ্য করে থুতু ফেলছে। এদেরই মহিলারা আবার ছাদ থেকে পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে ইট নিক্ষেপ করছে।

উত্তর প্রদেশ এবং বিহার সরকার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মানুষদের সুরক্ষিত রাখার জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করছে, অথচ মুসলমানদের একটি নির্দিষ্ট বর্গ সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার চেষ্টা করছে। নিজেদের মোল্লার নির্দেশকে দেশ, সংবিধান এবং প্রধানমন্ত্রীর উর্দ্ধে রাখছে তারা এবং সে অনুযায়ী আচরণ করতেও বদ্ধপরিকর। মোরাদাবাদে যেভাবে ডাক্তার ও পুলিশ বাহিনীর উপর সুপরিকল্পিতভাবে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তা কাশ্মীরের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। কাশ্মীরে যেভাবে সুরক্ষা বাহিনীর উপর নির্লজ্জভাবে পাথর নিক্ষেপ করা হত। কাশ্মীর এখন শান্ত। সেখানে সম্পূর্ণ লকডাউন রয়েছে এবং পাথর ছোঁড়ার কোনও ঘটনা ঘটছে না। কিন্তু, মোরাদাবাদে তো মহিলারাই ছাদ থেকে ইট পড়ছেন। মোরাদাবাদের মেডিকেল কর্মী ও পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারার ঘটনা এতটাই মারাত্মক ছিল যে পুলিশও অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সাহসী জওয়ানরা পাথর নিক্ষেপকারীদের ভিডিও ফুটেজের ভিত্তিতে পাকড়াও করেছে। যদিও অনেকগুলি পুলিশের গাড়ি এবং অ্যাম্বুলেন্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোনও ক্রমে বেঁচে গিয়েছেন ডাঃ আগরওয়াল। মোট ১৭ জন হামলাকারীকে কারাগারে বন্দী করা হয়েছে এবং ১২ জন এখনও হেফাজতে রয়েছে। মোট ২২১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, যার মধ্যে ২১ জন কুখ্যাত। বাকিদের শনাক্ত করা হচ্ছে। মোরাদাবাদের এসএসপি অমিত পাঠক বলেছেন, কোনও অপরাধীকে রেয়াত করা হবে না এবং কোনও নিরপরাধকে কারাগারে পাঠানো হবে না। যারা পাথর ছুঁড়েছিল তাদের মধ্যে মহিলারাও ছিল। এই বোকাদের একটু বোঝান, সরকারী কর্মচারী যারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এবং স্বাস্থ্যকর করতে আসছেন, তাদের উপর পাথর ছুড়তে আপনাদের লজ্জা হয় না? আপনাদের বিবেক নেই? তাদের এও জেনে রাখা উচিত যে সরকারী কর্মচারীরা তাদের চাকর নয়। তারা দেশের সেবক। তাদের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করে নিজেদের আসল চেহারাই প্রকাশ্যে আনল।

হেলথ টিমের উপর পাথর নিক্ষেপকারীদের কী রাতে ঘুম আসছে? পাথর নিক্ষেপের আগে তাদের মরে যাওয়া উচিত ছিল না? প্রকৃতপক্ষে, নিজেদের পরামর্শদাতাদের নির্দেশেই চিকিতক এবং পুলিশ বাহিনীকে আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এই চক্রান্তের জন্য ইট-পাথর বাড়ির ছাদে বিপুল পরিমাণে জমা করা হয়েছিল। মহিলাদের সামনে রাখাও এই ষড়যন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল যাতে পুলিশ হতবাক হয় এবং মহিলা পুলিশ সদস্যদের অনুপস্থিতিতে কেউই মহিলাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে না পারে।

মোরাদাবাদের এই লজ্জাজনক ঘটনা আবারও প্রমাণিত করল যে জাহালাতই ভারতীয় মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু। যদি মাদ্রাসাগুলি ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে আধুনিক প্রশিক্ষণ অথবা কর্মমুখী প্রশিক্ষণ অর্জনে মনোনিবেশ করে তবেই শুধুমাত্র তারা দেশের মূলধারায় যোগ দিতে পারে এবং নিরক্ষরতা ও বেকারত্বকে দূরীভূত করে দেশের সেবায় এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে। ইসলামকে বিশ্বাস করি এই দাবি যারা করে, তাদের এতটুকুও লজ্জা নেই, যে চিকিৎসকরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের কাছে আসছে, পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করে তাদেরকেই আক্রমণ করছে।

অবশ্য ইন্দোরের ঘটনার পরে মুসলমানদের ব্যাপক নিন্দা হয়েছিল। তবুও কিছু মুসলমান ছাড়া বাকি সবাই চুপ করে রইল। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে শাহীনবাগ আন্দোলন, তবলীগী মরকজের ঘটনা এবং পরবর্তী সময়ে মৌলানা সাদের নিজের শিষ্যদের প্রতি আহ্বানে সমগ্র মুসলিম সমাজের বদনাম হয়েছে। দেশ এবং গোটা বিশ্বে প্রচারিত হয়েছিল যে তারা কোনও পরিস্থিতিতেই আইন মানতে প্রস্তুত নয়। এখন করোনা বিপদের কারণে গোটা বিশ্ব ভয়ে রয়েছে। তবে মনে হয় মুসলিম সমাজের একটি অংশ বুঝতেই চাইছে না। এমতাবস্থায় শিক্ষিত মুসলমানদের ভাইদের উচিত নিজেদের আশেপাশের অঞ্চলে গিয়ে উগ্র মুসলমানদের সচেতন করে তোলা। তাদের জানান, চিকিৎসকদের টিম তাদের মধ্যে করোনার বিস্তার করতে আসেনি, শুধুমাত্র করোনার হাত থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য এসেছিল। চিকিতক টিম এবং প্রশাসনের সঙ্গে পুরোপুরি সহযোগিতা করা উচিত মুসলমানদের, এতে তাদেরও ভালো হবে এবং দেশেরও ভালো হবে। যদি অবিলম্বে এমনটা না হয় তাহলে, সারা বিশ্বে একটি ভুল বার্তা পৌঁছে যাবে যে দেশের সাধারণ মুসলিম তবলীগী জামাতে বদলে গিয়েছে, এমনটা তো কখনই নয়। সচেতন না হলে আসল বিপদ হল মুসলমান বসতিতে ডাক্তার এবং অ্যাম্বুলেন্স আর যাবে না। আর এভাবেই ছেড়ে দেওয়া হলে তাদের বস্তির গলি মৃতদেহে ভরে যাবে এবং দাহ করার জন্য কেউ থাকবে না। তবলীগী কী এটাই দেখতো চাইছে?

এই পরিস্থিতিতে বলিউডের সুপারস্টার সলমন খান নিজের ৯ মিনিটের ভিডিও বার্তায় কট্টরপন্থীদের তীব্র নিন্দা করেছেন। লকডাউনের জন্য নিজের ঘর থেকে দূরে ফার্ম হাউসেই সময় কাটাচ্ছেন দাবাং, পুলিশ এবং চিকিৎসকদের উপর পাথর হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন সলমন। তিনি বলেছেন, কিছু জোকারের জন্য করোনা রোগ ছড়াচ্ছে। মানুষ এখনও গুরুত্ব না বুঝলে, সেনাবাহিনী ডাকা হতে পারে। ৯ মিনিটের ভিডিও বার্তায় করোনা আক্রান্ত রোগীদের দুঃখ যারা বুঝছেন না তাদের মানবতার বিরোধী আখ্যা দিয়েছেন। নামাজ পাঠ করতো চান, পুজো করতে চান, বাড়িতেই করুন। সলমন আরও বলেছেন, সরকার ঘর থেকে না বেরোনোর জন্য এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বলেছেন। আপনারাই বলুন চিকিৎসক, পুলিশ এবং ব্যাঙ্কে কর্মরতদের পাশে থাকা উচিত কী নয়। তারা ১৮ ঘন্টা ধরে কাজ করছেন। এই রোগ ধনী-গরিব, জাত-ধর্ম দেখে আসে না। চিকিৎসক ও পুলিশ কর্মীদের উপর নিক্ষেপকারীদের নিন্দা করে সলমন বলেছেন, চিকিৎসক ও নার্সরা আপনাদের জীবন বাঁচাতে এসেছিলেন, তাদের উপরই পাথর ছুড়লেন। পালিয়ে যাবেন কোথায়? জীবনের দিকে পালাচ্ছেন নাকি মৃত্যুর দিকে। যদি চিকিৎসকরা আপনাদের চিকিৎসা না করতেন এবং পুলিশ রাস্তায় না থাকত তাহলে কিছু মানুষের জন্য, যাদের মাথায় চলছে আমাদের শরীরে করোনাভাইরাস সংক্রমিত হবে না তারা ভারতের প্রচুর সংখ্যক মানুষকে নিয়ে যাবে।

এটা মেনে নিতেই হবে যে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোদ্ধাদের সাথে দিন-রাত কাজ করছেন। অথচ সমর্থন করার পরিবর্তে কিছু মুসলিম এখনও দুষ্টামি থেকে বিরত হচ্ছে না। তারা মনে করে, করোনা তাদের সংক্রামিত করতে পারবে না। তবে, তারা কড়া জবাবও পেয়েছে। যারা মোরাদাবাদে ডাক্তারদের উপর হামলা চালিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সরকার ভিডিও প্রমাণের ভিত্তিতে মোরাদাবাদের দাঙ্গাপ্রবণ অঞ্চল ঘিরে এবং দুষ্কৃতীদের ঘর থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করেছে। প্রথমে পাথর ছুড়ে প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়েছিল, এখন তাদের নেতারা হাত জড়ো করছে এবং মহিলারা দয়া প্রার্থনা করছে। মুখ্যমন্ত্রী সবার উপরে এনএসএ চাপিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাত, প্রত্যেককে কমপক্ষে এক বছরের জন্য কারাগারে থাকতে হবে। এদিকে, তারা এনএসএ আইনে জামিনও পাবে না। সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের সম্পত্তি বিক্রি করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দরিদ্র এই মানুষেরা নিজেদের অপকর্মের জন্য পথে বসবে। মৌলানা সাদকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি কি তাদের ক্ষতিপূরণ দেবেন? বলা বাহুল্য যে এ জাতীয় পথভ্রষ্ট অজ্ঞ মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে। নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যারা করোনার বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছেন, তাদের আক্রমণ করা কখনই বরদাস্ত করা হবে না।

এটা স্পষ্ট যে এই সময়ে, যারা করোনা-যোদ্ধাদের আক্রমণ করবে তারা দেশ এবং সমাজের শত্রু। তারা মোটেও মানুষ নয়। তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। যারা পশুর মতো আচরণ করবে, তাদের কী একইভাবে জবাব পাওয়া উচিত নয়? এখনও সময় আছে, শিক্ষিত মুসলমানরা সবকিছু বুঝুক। অন্যথায় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে যে যখন দেশে সঙ্কটের সময় এলো তখন এই সমস্ত মানুষজন দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। যদি তাদের সামাজিক বয়কট করা হয়, তাহলে তারা কি কখনও বাঁচতে পারবেন? তারা এখানেই জন্মেছেন। ভারতের নাগরিক। তাদের কর্তব্য হ''ল অনুগত নাগরিকের দায়িত্ব পালন করা। যদি তারা এই সুবর্ণ সুযোগটি হাতছাড়া করেন তাহলে না দেশ না পৃথিবীর থাকবেন। এখন তারা বাংলাদেশি মুসলমানদের আপ্যায়ন করছে, যারা নিজেরাই বাংলাদেশ অথবা পাকিস্তানে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। ১৯৭১ যুদ্ধের সময় আমি কয়েকমাস বাংলাদেশে কাটিয়েছিলাম, সেখানে হিন্দি ও উর্দুভাষী ''বিহারী মুসলিম''দের যেভাবে আচরণ করা হয়েছে তা উত্তর প্রদেশের মুসলমান যারা পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল তাদের চেয়েও খারাপ। এই সময়ে শুধুমাত্র মুসলমান নয়, প্রত্যেককে এটা বুঝতে হবে যে চিকিৎসকদের টিম তাদের এলাকায় করোনাভাইরাস রোগীদের শনাক্ত করতেই আসছে। তারাও প্রথমে জিজ্ঞাসা করে, সময় নিয়ে আসছেন। যাদের মধ্যে করোনার লক্ষণ রয়েছে, সদর্থক ভূমিকা নিয়ে নিজেকেই কোয়ারেন্টিনে যাওয়া উচিত, এভাবেই তার পরিবার এবং প্রতিবেশীরা করোনা থেকে বাঁচবেন। নিশ্চিতভাবে এই পরিস্থিতির জন্য মুসলমানদের অশিক্ষায় দায়ী। নিরক্ষতার জন্য বহু সমস্যার সূত্রপাত হয়, যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অজ্ঞতা, গোঁড়ামি, স্বল্পজ্ঞান, স্বাস্থ্য, সামাজিক-অর্থনৈতিক পতন প্রভৃতি। এখন ভারতীয় মুসলমানদের নেতাদের বসে ভাবতে হবে, কী কারণে তারা পথভ্রষ্ট। (লেখক প্রবীণ সাংবাদিক, কলামিস্ট ও প্রাক্তন সাংসদ)

মাও সে তুংয়ের হনুমান

সুমন ভট্টাচার্য

দিল্লির বিধানসভায় জিতেই হনুমান মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল নতুন করে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছেন। এবং এবার হনুমানের লেজের আগুনে সোনার লঙ্কা নয়, বামপন্থী এবং তথাকথিত প্রগতিশীলদের হৃদয়ে ছ্যাঁকা পড়েছে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল, যিনি দিল্লির নির্বাচনে হারালেন কিনা 'হিন্দুত্ববাদী' বিজেপিকে, তিনিই জেতার পরে বিজয়ীর অভিভাষণে মনে করিয়ে দিলেন দিনটা 'বজরঙ্গবলি'-র , আর সেজন্যই তিনি ধন্যবাদ জানাচ্ছেন হনুমানজিকে। 'ধন্যবাদ জানাচ্ছেন হনুমানজিকে। 'ধর্মনিরপেক্ষ' বামপন্থীরা 'আপ' নেতার এইরকম 'হনুমান ভক্তি' দেখে স্তম্ভিত। এহেন গুস্তাখি কোনওমতে মাফ করতে রাজি নন। অতএব সঙ্গে সঙ্গেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়ে গিয়েছে সমালোচনা, টীকাটিপ্পনী। কেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল হনুমানজির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন? কেনই বা মন্দিরে পুজো দিতে চলে গেলেন? হনুমানকে নিয়ে বামপন্থীদের এই যে ছুঁৎমার্গ, তার আসল কারণ কী? এদেশের বামপন্থীরা কি জানেন, তাঁদের অন্যতম 'আইনক' খোদ মাও সে তুং 'হনুমান'-এর মস্ত ভক্ত ছিলেন। ২০১৮ সালে প্রকাশিত 'ট্রান্সফর্মিং মাঙ্কি। অ্যাডাপটেশন অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেশন অফ আ চাইনিজ এপিক' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন চিনের এই কিংবদন্তি বামপন্থী নেতা কীভাবে সেদেশের বিখ্যাত উপকথা, 'মাস্তি কিং'-কে নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন।

'মাস্কি কিং' একটি বিখ্যাত চিনা চরিত্র, যাঁর উলেল্খ আমরা প্রথম পাই ষোড়শ শতাব্দীর চিনা বই (জার্নি টু দ্য ওয়েস্ট'-এ । পরে চিনের বিভিন্ন লেখায়, গল্পে, উপন্যাসে, উপকথায় এই 'মাস্কি কিং' বারবার ফিরে এসেছে। মাথায় রাখতে হবে এই তথ্যটিও যে, ষোড়শ শতাব্দীর ওই চিনা উপন্যাসে যে 'ওয়েস্ট' বা পশ্চিমের কথা বলা হয়েছে, তা প্রকৃত প্রস্তাবে ভারত। মে-দেশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে 'মাস্তি কিং' যাচ্ছেন বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের অনুসন্ধানে। আমেরিকার বিভিন্ন গবেষকরা 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' বা 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর বিভিন্ন নিবন্ধে বারবার দেখিয়েছেন কমরেড মাও কীভাবে হনুমান থুড়ি 'মাস্তি কিং'-এর উপকথা ব্যবহার করেছেন তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ বা অনেক সময় সশস্ত্র সংগ্রামের বিস্তারেও (সূত্র- দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, অক্টোবর ২০১৭)।

যদি এটাকে ভারতীয় বামপন্থীরা নেহাতই 'পশ্চিমের অপপ্রচার' বলে উড়িয়ে দিতে চান, তাহলে না হয় তাঁরা ১৯৪২-এর ৭ সেপ্টেম্বর মাও সে তুংয়ের লেখা একটা সম্পাদকীয় পড়ে দেখতে পারেন। সেখানেও কমরেড মাও জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে 'মাস্কি কিং'-এর কৌশল অনুসরণ করতে বলেছেন ভীষণ স্পষ্টাস্পষ্টি। কমরেড মাও লাল ঝান্ডা নিয়ে যা করতে পারেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল সেটাই 'জয় বজরঙ্গবলী' বলে করলে দোষ? হনুমানকে নিয়ে বামপন্থীদের এত গোঁসা হওয়ার কারণ অনুমান করা মুশকিল। এমনিতে অবশ্য ভারতীয় রাজনীতিকরা কারণে-অকারণে হনুমানজির স্মরণ নিয়ে থাকেন। সংবাদপত্রের আর্কাইড দেখলে আমরা দেখতে পাব, সিবিআই কিংবা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটজেরায় ডাকলে ডাকাবুকো রাজনীতিকরা বুকপকেট 'হনুমান চালিশা' নিয়ে প্রবেশ করেন। কারণ বজরঙ্গবলী বা হনুমানজি তো সাক্ষাৎ 'সংকটমোচন'। তাহলে হনুমানজি চিনে আছেন, ভারতে আছেন, হাই প্রোফাইল এনকোয়ারিতে ডাকলে আছেন, নির্বাচন জিতলে আছেন এবং অবশ্যই পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতিতেও আছেন শুধু শুধু বামপন্থী বা তথাকথিত প্রগতিশীলরা হনুমানজির শরণ নেওয়া একদম পছন্দ করতে চান না। কেন? তাঁরা বোধহয় নিশ্চিত নন এ বিষয়ে, হনুমানজি ঠিক করা।

সত্যিই তো হনুমানজি কার? এই প্রশ্নটা অবশ্য মাঝে মাঝেই ভারতীয় রাজনীতিতে ফিরে ফিরে আসে। ২০১৮-তে যেমন উত্তরপ্রদেশে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রাজস্থানে প্রচার করতে গিয়ে বলেছিলেন, হনুমানজি আসলে 'দলিত'। তিনি যদিও বজরঙ্গবলিকে 'দলিত' বলে বিজেপির রাজনীতিকে 'সার-অলটার্ন' চেহারা দিতে চেয়েছিলেন। তবে তার থেকেও এক কদম এগিয়ে দলের বিধানসভার পরিষদ সদস্য বুক্কাল নবাব বলেছিলেন, হনুমান আসলে মুসলমান। এবং তাঁর যুক্তিও 'অকাট্য' ছিল। মুসলমানদের সবার নাম যেহেতু 'মান' দিয়ে শেষ হয়, যেমন সুলেমান, রহমান---সেহেতু হনুমানও মুসলমান। হনুমানজি যে একেবারে হিন্দুদের 'হাতছাড়া' হয়ে যাচ্ছে---এই দেখে সেই সময় আসরে নামেন উত্তরপ্রদেশের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী, লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী। তিনি বলেন, 'হনুমানজি আসলে জাঠ। কারণ যেভাবে তিনি সকলের সাহায্যে এগিয়ে যান, সেটা একমাত্র জাঠেদের পক্ষেই সম্ভব'। লাও ঠেলা বোঝো। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন নেতা যখন হনুমানজিকে নিজের মতো করে 'আইডেনটিটি' দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তখন নাকি বিভিন্ন ধর্মগুরুঃ এবং মন্দিরের পুরোহিতরা খেপে গিয়ে একেবারে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে, এইভাবে হনুমানজিকে নিয়ে টানাটানি করা টিক নয়। বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত উত্তপ্রদেশ সরকারের তরফে মুখপাত্র এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থনাথ সিংহ বিবৃতি দিয়ে বলেন, হনুমানজি আসলে সবার। দলিতেরও, মুসলমানেরও। সেজন্যই তো সবাই নিজের মতো করে হনুমানজির 'আইডেনটিটি' নির্ধারণ করতে চান।

ফলে হনুমানজি বিজেপির হতে পারেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল তো দেখিয়েই দিয়েছেন হনুমানজি 'আপ' -এরও হতে পারেন। রাহুল গান্ধী তো গুজরাত নির্বাচনের আগে মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে পুজো করে বজরঙ্গবলিকে একেবারে হৃদয়ে নিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু কমরেড মাওয়ের হনুমান ভক্তির কথা জানার পরেও এদেশের বামপন্থীরা বজরঙ্গবলির নাম সুনলেই রেগে যাচ্ছেন কেন।

বামপন্থীরা যাঁকে সংখ্যালঘুদের 'মসিহা' ভাবেন, উত্তরপ্রদেশের সেই দাপুটে নেতা মুলায়ম সিং যাদব কিন্তু বেনারস গেলেই সংকটমোচন মন্দিরে পুজো দিতে যেতেন। মুলায়মের ব্যবস্থাপনায় এবং অমর সিংহর তদারকিতে অমিতাভ বচ্চন তাঁর পুত্র অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে ঐশ্বর্য রাইয়ের বিয়ে দেওয়ার আগে এই সংকটমোটন মন্দিরেই বজরঙ্গবলির স্মরণ নিতে গিয়েছিলেন। সব খবরের কাগজে ছবি ছাপাও হয়েছিল, 'মাঙ্গলিক' ঐশ্বর্য রাইয়ের 'দোষ' কাটাতেই নাকি সংকটমোচন মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন সপরিবার 'বিগ বি'। আর সেই নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন 'মৌলানা' মুলায়মের পুলিশ। দিল্লির নির্বাচনে জিতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল -ও তো সংকটমোচনের পুজো দিলেন। পশ্চিমবঙ্গের পুরসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক প্রচার শুরু করার আগে কি সিপিএম হনুমান মন্দিরে পুজো দেওয়ার ঝক্কি নেবে?

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

শনিবার সদর মহকুমা শাসক রাজ্যের বিভিন্ন রেশনশপগুলিতে হানা দেয়। ছবি- নিজস্ব।

শিলচর-সহ অসমে আরও ১১ জন করোনা-মুক্ত, ছুটি পেলেন বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে, আক্রান্তের সংখ্যা কমে ১২

গুয়াহাটি, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : অসমের কয়েকটি হাসপাতাল থেকে শনিবার আরও ১১ জন কোভিড-১৯ সংক্রমিত রোগীকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া করিমগঞ্জের ১৩ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আজ কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের সবাইকে আরও ১৪ দিন তাঁদের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। আজ আরও ১১ জনকে সংক্রমণ-মুক্ত বলে ঘোষণা করার পর কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১২-য় নেমেছে। এঁদের মধ্যে অবশ্য একজনের ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে। অসমে করোনার আক্রান্তের সংখ্যা ৩৪-এ পৌঁছেছিল।

আজ সকালে রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাকে সঙ্গে নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা গুয়াহাটির মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মহম্মদ আরশাদ এবং মহম্মদ রিজুয়ান নামের দুই কোভিড-১৯ রোগীকে বরণ করেন। হাসপাতাল চত্বরে তাঁদের হাতে পুষ্টিকর খাদ্য-সহ অন্যান্য উপহার সামগ্রীর একেকটি ঝাঁপি তুলে দিয়েছেন। মন্ত্রী জানান, তাঁদের নমুনা রুটিনমাফিক চারবার পরীক্ষার পর নেগেটিভ ফল আসায় বোর্ড এই দুজনকে ছুটি দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। এঁরা দুজনেই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। অসমেই তাঁদের আরও ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে।

মন্ত্রী ড় শর্মা জানান, এই দুজনকে নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে মোট ১১ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীকে আজ ছুটি দেওয়া হয়েছে। সুস্থদের তালিকায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন রয়েছেন। আজ কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বোর্ডের সুপারিশেই তাদের সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাঁরা সকলেই অন্য সাধারণ মানুষের মতো এখন জীবনযাপন করতে পারবেন। তবে তাঁদের সকলকে করোনা বিধি অনুযায়ী আগামী ১৪ দিন তাঁদের বাড়িতে স্বাস্থ্য কর্মীদের তদারকির মধ্যে নিভৃতবাসে থাকতে হবে, জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এদিকে গুয়াহাটি থেকে শিলচরে গিয়ে কোভিড-১৯ সংক্রমিত জনৈক সাজিবুর রহমানকে সুস্থ শরীরে বরণ করেছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বরাক উপত্যকার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়, বিধায়ক দিলীপ পালদের সঙ্গে নিয়ে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোভিড-১৯ বিজয়ী সুস্থ সাজিবুরের হাতে পুষ্টিকর খাদ্য ও উপহার সামগ্রী তুলে তাঁকে স্বাগত জানান মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব। তিনি জানান, সাজিবুর রহমানের তিন বার টেস্ট হয়েছে। সব রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাছাড়া এক্স-রেতেও তিনি নিউমোনিয়া-মুক্ত বলে রিপোর্ট এসেছে, জানান মন্ত্রী

প্রসঙ্গত, গতকাল গোলাঘাটের কুশল কেঁ ওর অসামরিক হাসপাতাল থেকে চারজন যথাক্রমে হায়দর আলি (৬২), ওয়াহিদা বেগম (৩০), ইয়াকুব আলি (৫১) এবং রুমা বেগম (৩৮)-কে কোভিড-১৯ সংক্রমণ-মুক্ত বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এর আগে ১৫ এপ্রিল গুয়াহাটির পার্শবর্তী সোনাপুর হাসপাতাল থেকে দুই, পরেরদিন ১৬ তারিখ গোয়ালপাড়ার তিন রোগীকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। সেই হিসাবে অসমে এ মুহূর্তে কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা ১২। তবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হাইলাকান্দি জেলার আলগপুর বিধানসভা এলাকার বড়জুরাই গ্রামের বাসিন্দা ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁর গত ৯ এপ্রিল শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে করিমগঞ্জের গিরিশগঞ্জ মডেল হাসপাতালের কোয়ারেন্টাইন থেকে ১৩ জন সন্দেহভাজন সংক্রমিত ব্যক্তিকে আজ ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১০ জন অসমের প্রথম করোনা-আক্রান্ত রোগী জেলার বদরপুর বিধানসভা এলাকার হাসানপুর গ্রামের জামাল উদ্দিনের নিকট আত্মীয় এবং বাকিরা তাঁর সংস্পৃষ্ট বলে জানা গেছে। জামাল উদ্দিনের এখনও মচিকিৎসা চলছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

করোনা মোকাবিলায় স্যানিটাইজেশন করা হল চোপড়ার একাধিক জায়গা

চোপড়া, ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় স্যানিটাইজ করা হল এলাকা। শনিবার প্রশাসনের তরফে দমকল কর্মীদের সাহায্যে সদর উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার একাধিক জায়গায় স্যানিটাইজ করা হয়।

এই বিষয়ে যদিও আগের দিন প্রশাসনিক স্তরে একটি বৈঠক করা হয়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন স্যানিটাইজেশনের পাশাপাশি এলাকায় পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধে ব্লিচিং পাউডার সহ কীটনাশক ছড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এলাকাভিত্তিক ভিআইপিরা কাজ করবেন। ইসলামপুর থেকে দমকল কর্মীদের ডাকা হয়। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহম্মদ আজহারউদ্দিন বলেন, এদিন প্রথম দফায় সদর চোপড়া এলাকায় স্যানিটাইজেশনের কাজ হল। পরবর্তীতে আলোচনানার মাধ্যমে দিন ঠিক করে এলাকার সবকটি বড় বাজার, ব্যাংক ও গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে স্যানিটাইজেশনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বিপদসীমার বাইরে রয়েছে কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক

কালিম্পং, ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্য জুড়ে থাবা বসিয়েছে করোনা। সংক্রমণ এড়াতে দেশ জুড়ে জারি হয়েছে লকডাউন। তবে গত ১৪ দিনে দেশের ২২ টি জেলায় নতুন করে কোনও করোনা আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি। এমনকি বিপদসীমার বাইরে রয়েছে কালিম্পং ও জলপাইগুড়িও। অবশেষে এমনটাই স্বস্তির খবর শোনাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

নতুন করে দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়েছে নদীয়া। ১৪ দিনের পর এই জেলায় পাওয়া গিয়েছে করোনা সংক্রমণ, দাবি কেন্দ্রের। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী সারা দেশে গত ২৪ ঘন্টায় ৯৯১ জন সংক্রমিত হয়েছেন। এবং মারা গিয়েছেন ৪৩ জন। সবমিলিয়ে সরকারি হিসেব মতো এখনও পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ১৪ হাজার ৩৭৮ জন। এবং মারা গিয়েছেন ৪৫০ জন।

লকডাউনের নাগাল্যান্ড, পুলিশের দলবদ্ধ হামলার শিকার ডাক্তার, অভিযোগ

কোহিমা (নাগাল্যান্ড), ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : মহামারি নোভেল করোনা ভাইরাসের প্রকোপে সারা দেশে লকডাউন চলছে। এই পরিস্থিতিতে নাগাল্যান্ডের কোহিমায় সংগঠিত হয়েছে এক অবাঞ্ছিত অপ্রীতিকর ঘটনা। পুলিশ বাহিনীর দলবদ্ধ হামলায় শারীরিকভাবে হেনস্তার শিকার হয়েছেন জনৈক ডাক্তার। ঘটনা গতকাল (১৭ এপ্রিল) শুক্রবার সংঘটিত হলেও এর জের আদ শনিবার পর্যন্ত চলছে। বিষয়টি তদন্ত করছেন খোদ ওখার পুলিশ সুপার। ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার।

ওখা-র পুলিশ সুপারের কাছে ঘটনার বর্ণনা করে এক অভিযোগপত্র প্রদান করে সুবিচার চেয়েছেন নিগৃহীত ডাক্তার মংশিথুং মুরি। অভিযোগপত্রে ডা. মুরি লিখেছেন, গতকাল ১৭ এপ্রিল বেলা ১১ টা নাগাদ সুমাং থেকে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে তিনি জেলাশাসকের অফিস সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে তাঁর আবাসে ফিরছিলেন। তখন সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ তাঁকে এসুতসুকা রোড হয়ে তাঁর বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তিনি পুলিশের নির্দেশ অনুযায়ী এসুতসুকা রোড ধরে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু ওই পথে টহলদারি কতিপয় স্থানীয় যুবক নাকি তাঁকে ঘুরিয়ে আগের রাস্তায় পাঠিয়ে দেয়।

তিনি ফের এসুতসুকা রোডের তেমাথায় আসতেই পুলিশের টহলদারি এক দল আচমকা তাঁর ওপর হামলা করে বসে। অভিযোগপত্রে ডাক্তার লিখেছেন, ঘটনাস্থল থেকে তাঁর বাড়ির দূরত্ব মাত্র একশো মিটার। উপস্থিত জনৈক পুলিশ ইনস্পেক্টরের হাতেপায়ে ধরেও নিস্তার পাননি, তাদের দলবদ্ধ শারীরিক হেনস্তার শিকার হয়েছেন। এখন পুলিশের কর্তব্যরত ইনস্পেক্টর তাঁর বিরুদ্ধে ট্রাফিক আইন ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছেন।

ডা. মংশিথুং মুরি পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগপত্রে আরও লিখেছেন, ঘটনা তা সবিস্তারে তিনি উল্লেখ করেছেন, গতকাল তিনি কোনও ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করেছেন বলে মনে করেন না। কিন্তু রাস্তায় এভাবে হেনস্তার ঘটনা মেনে নিতে পারছেন না। তিনি লিখেছেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ বাহিনী হ্যান্ড স্যানিটাইজ না করে কর্তব্য সম্পাদনে নিয়োজিত করছিলেন, মদ্যপান করতে তাঁকে প্ররোচিত করেছেন। এমতাবস্থায় আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির অবনতি যাতে না হয় তার জন্য পুলিশকর্মীদের সংবেদনশীল হতে পুলিশ সুপারকে পরামর্শ দিয়েছেন ডা. মংশিথুং মুরি। তাঁকে শারীরিক নিগ্রহকারী কয়েকজন পুলিশের নামও অভিযোগপত্রে লিখেছেন ডা. মুরি।

ডা. মুরি অভিযোগপত্রে আরও উল্লেখ করেছেন, স্থানীয় থানায় ওই সব পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২০০ ধারায় অভিযোগ দায়ের করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। তাই তিনি পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়ে ঘটনার সুবিচার দাবি করছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে ডিমাপুরে এসটিএফ-এর কাছে জনৈক ডাক্তার শারীরিকভাবে হেনস্তার শিকার হয়েছেন। তার পর অবশ্য সশ্লিষ্ট এসটিএফ নিগৃহীত চিকিৎসকের কাছে নিঃশর্তে ক্ষমা চাইলে ব্যাপারটি মিটমাট হয়ে যায়।

লকডাউন : আর্তজনের কাছে খাদ্য সম্ভার নিয়ে শিক্ষক দম্পতি ও বন্ধ কাগজকলের কর্মচারী

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসের মতো অদৃশ্য ঘাতকের হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চলা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মারণ ভাইরাস করোনার কড়াল থাবা থেকে দেশের জনগণকে রক্ষা করতে সমগ্র দেশে লকডাউন বিধি জারি করেছেন। প্রথম মেয়াদে ২১ দিনের লকডাউন শেষ হওয়ার মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী ৩ মে পর্যন্ত দ্বিতীয় মেয়াদে ফের সমগ্র দেশে ১৯ দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছেন। এক নাগাড়ে ২৫ দিনের লকডাউনের ফলে পরিস্থিতির শিকার অসহায় বহু মানুষ চরম খাদ্য সংকটে ভুগছেন। সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে চালের ব্যবস্থা করা হলেও, আনুষঙ্গিক অত্যাবশ্যক নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য অসহায় গরিবদের মধ্যে হাহাকার শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন অসহায় লোকদের সাহয্যে এগিয়ে না আসলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করত। প্রতিদিন করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ও অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি তাঁদের নিজস্ব তহবিল থেকে অসহায় মানুষজনদের আহারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। এর উদাহরণ করিমগঞ্জ জেলায় সাম্প্রতিককালে প্রচুর দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম বন্ধ কাগজকলের জনৈক কর্মচারীর উদ্যোগ।

এরালিগুলে অবস্থিত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড় জয়শ্রী চক্রবর্তী ও তাঁর স্বামী অধ্যাপক মিথিলেশ চক্রবর্তী এবং করিমগঞ্জের সেটেলমেন্ট এলাকার বাসিন্দা তথা পাঁচগ্রামের বন্ধ কাগজকলের কর্মচারী অরিজিত (পার্থ) রায়ের মতো বেশ কয়েকজন সদাশয় ব্যক্তি তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগে নানা জায়গায় আর্তজনের মধ্যে অত্যাবশ্যক ও তৈরি খাদ্য সামগ্রী বিলি করে চলেছেন। প্রচারবিমুখ পার্থ রায়ের মতো মানুষ গত কয়েকদিন ধরে তৈরি

ছয়ের পাতায়

লকডাউন : করিমগঞ্জের ইটভাটায় অনাহারক্লিষ্ট পরিযায়ী শ্রমিক-সন্তানদের আর্তনাদ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : ইটভাটা শ্রমিকদের ক্ষুধার্ত শিশুদের আর্তনাদে করিমগঞ্জ জেলার কালিগঞ্জ এলাকার আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। লকডাউনের ফলে কোকরাঝাড় ও পার্শবর্তী রাজ্য বিহার থেকে আগত প্রায় দেড় শতাধিক পরিযায়ী শ্রমিকের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করে তাঁরা তাঁদের পরিবারের ভরণ-পোষণ করেন। খরার মরশুমে ইট তৈরি করতে প্রতি বছর সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জে এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের আগমন ঘটে। ঘরের পুরুষ মহিলা সবাই একযোগে ছুটে আসেন ইটভাটার কাজে। আবার শীতের মরশুম শেষে চৈত্রের পড়ন্ত বেলায় ফের ছুটে যান তাদের নিজ নিজ বাড়িতে।

কিন্তু এবার বিধি বাম। চৈত্র মাস শেষ হয়ে কালবৈশাখীর দাপট শুরু হয়েছে। কিন্তু করোনা ভাইরাস নামক অদৃশ্য শক্তির সংক্রমণ রোধে দেশ জুড়ে লকডাউন শুরু হওয়ায় এই সব পরিযায়ী শ্রমিকরা এখন ঘরে ফিরতে না পেরে চোখে শস্য ফুল দেখছেন।

কালিগঞ্জ অঞ্চলের সূর্যদাস গ্রামের "বিশাল ব্রিক্স ইন্ডাস্ট্রিজ"-এ কাজ করতে আগত নিম্ন অসমের কোকরাঝাড় জেলা কিংবা বিহারের প্রায় দেড় শতাধিক শ্রমিকের জীবন বর্তমানে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। ২৪ মার্চ লকডাউন ঘোষণা হওয়ার পর তাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়ে। ঘরে ফেরা দূরের কথা, এখন অর্ধাহারে অনাহারে দিন অতিবাহিত করা এদের নিত্যসঙ্গী হয়ে পড়েছে। তাদের প্রত্যেকের হাত রিক্ত। উনুনে চড়ছে না হাঁড়ি। অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিকদের মুখ দেখলেই তাদের ক্ষুধার যন্ত্রণার ছবি ফুটে ওঠে। কালবৈশাখীর দাপটে ভাটার ছাউনি উড়ে যাওয়ার ফলে বর্তমানে তারা বাগবাড়ি গ্রামের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাইজিং সান ইনস্টিটিউটে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

ইটভাটার স্বত্বাধিকারী আব্দুল হাই চৌধুরী ছাড়া আজ পর্যন্ত কেউ তাদের প্রতি কোনও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেনি। কোলের দুগ্ধপোষ্য শিশু কিংবা অবোজ ছেলেমেয়েদের কান্নার রোল এলাকার আকাশবাতাস ভারি করে তুলেছে।

শনিবার বিকেলে শ্রমিকদের সর্দার রহম আলি মণ্ডলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ২৫ মার্চ ভাটার শ্রমিকদের ঘরে ফেরার কথা ছিল। কিন্ত সেদিন থেকে লকডাউন শুরু হওয়ায় তাদের আর ঘরে ফেরা হয়ে উঠেনি। পরে টিকিট পাল্টে ১৫ এপ্রিলের টিকিট বুক করা হয়। কিন্ত সেদিন থেকেও শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় মেয়াদের লকডাউন। শ্রমিকদের হাতে যা টাকাপয়সা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে। এখন খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে একরাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া বিকল্প কোনও উপায় নেই তাঁদের। এখন কৃষিখেতের মরসুম শুরু হয়েছে। বাড়ি ফিরে খেতের কাজে হাত দেওয়ার জন্য সবাই উদগ্রিব। কিন্ত উপায় নেই।

এমতাবস্থায় এখন শ্রমিকদের সঙ্গে অবস্থানকারী পরিবার পরিজনদের প্রাণ রক্ষা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়েছে। রহম আলি মণ্ডল বলেন, আজ পর্যন্ত সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনও সংস্থা তাঁদের প্রতি

ছয়ের পাতায়

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালের পরিষেবা

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (হি. স.): অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালের পরিষেবা। শনিবার সকাল থেকেই হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এক রোগীর করোনা ধরা পড়তেই আতঙ্ক ছড়ায় ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে। শনিবার সকাল থেকেই হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু পরিষেবা নয়, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল সংলগ্ন সব দোকানপাটও। এলাকার সমস্ত রাস্তা বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। বাইরের কাউকে এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে।

করোনা পরিস্থিতিতে অন্যান্য দেশকে সাহায্য করায় ভারতের প্রশংসা করল রাষ্ট্রসঙ্ঘ

রাষ্ট্রসঙ্ঘ, ১৮ এপ্রিল (হি. স.): করোনা পরিস্থিতিতে অন্যান্য দেশকে সাহায্য পাঠাচ্ছে ভারত। যার প্রশংসা করল রাষ্ট্রসঙ্ঘ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাহায্য পাঠানোর জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ভারত সহ অন্যান্য দেশকে স্যালুট জানালেন।

কুয়েত, মালদ্বীপের মত দেশে সেনা চিকিৎসকদের পাঠিয়ে করোনা মোকাবিলায় সহায়তা করছে ভারত। শুধু সেনা চিকিৎসক পাঠানোই নয়, সার্ক এবং আমেরিকা, ব্রাজিল, ইজরায়েল সহ বেশ কয়েকটি দেশে ওষুধ পাঠাচ্ছে ভারত। ভারত বিভিন্ন দেশে করোনা মোকাবিলায় যে সাহায্য পাঠাচ্ছে সে ব্যাপারে গুতেরেসের মুখপাত্র জানান, মহাসচিব এই জীবাণুর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হাতে হাত মিলিয়ে লড়াইয়ের পক্ষপাতী। অর্থাৎ যে দেশই অন্য দেশকে সাহায্যের জায়গায় আছে, তার সেটা করা উচিত। যারা তা করছে, তাদের আমরা স্যালুট জানাচ্ছি।

ভারতে আটকে পড়া বিদেশী নাগরিকদের ভিসার মেয়াদ বাড়ালো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (হি. স.): করোনার জেরে দেশের অন্দরে আটকে পড়া বিদেশিদের ভিসার মেয়াদ ৩ রা মে পর্যন্ত বাড়াল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কোনও রকমের অর্থ না নিয়ে বিনামূল্যে এই ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব পূণ্য সলিলা শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, লকডাউনের জেরে বহু বিদেশি নাগরিক ভারতে আটকে পড়েছেন। তাদের উদ্দেশ্যে ভাল বার্তা দেওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাদের প্রতি যে ভারত সরকার সমব্যথী সেই বার্তাই এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। বিনামূল্যে তাদের ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।প্রয়োজন পড়লে ১১২ টোল ফ্রি নম্বর ফোন করে তারা নিজেদের অভাব অভিযোগ জানাতে পারেন। করোনা পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের প্রতিটি মন্ত্রক নিজেদের মতো করে সাধারণ মানুষকে সাহায্য করে চলেছে।

করোনা পরিস্থিতিতে অসুস্থ হয়ে পড়লে আর্থিক সাহায্য পাবে ডাক কর্মীরা

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (হি. স.): করোনা পরিস্থিতিতেও নিজেদের কর্তব্যে অবিচল ডাক বিভাগের কর্মীরা। এমন সময় কর্তব্যরত অবস্থায় যদি তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে ১০ লাখ টাকার অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। যতদিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই নির্দেশিকা বলবৎ থাকবে।

করোনা মোকাবিলায় লকডাউন চলছে এমন পরিস্থিতিতে ডাক বিভাগের কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। গ্রামীণ ডাক সেবকরা নিজেদের কাজ করে চলেছেন। প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে চিঠি বিলি করা পাশাপাশি ডাকঘর খোলা রেখে ব্যাঙ্কিং, জীবন বীমা পরিষেবা, এইপিএস পরিষেবা সহ একাধিক কাজ ডাক কর্মীরা দিয়ে চলেছে।এছাড়াও করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসা সরঞ্জাম, খাবারের প্যাকেট, রেশন ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে সরবরাহ করে চলেছে তারা। নিজের কর্তব্য সম্পাদনের সময় যদি কোন ডাক কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে তাদের প্রশাসনের তরফ থেকে অর্থ সাহায্য করা হবে।

হাওড়ায় নতুন করে কোরোনায় আক্রান্ত আরও সাতজন

হাওড়া, ১৮ এপ্রিল (হি. স.): হাওড়ায় নতুন করে কোরোনায় আক্রান্ত আরও সাতজন। শনিবার এমনটাই জানিয়ে হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ভবানী দাস।শনিবার জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় কোরোনায় আরও সাত সংক্রমিতের খোঁজ মিলেছে। তাঁরা বর্তমানে আইএলএস হাওড়া, সত্যবালা আইডি ও এমআর বাঙুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এর পাশাপাশি অন্য কারও শরীরে সংক্রমণ রয়েছে কি না সে ব্যাপারে খোঁজ চালাচ্ছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ভবানী দাস বলেন, 'শেষ ২৪ ঘণ্টার যে তালিকা এসেছে তাতে দেখা গেছে নতুন করে সংক্রমিত আরও সাতজন।

এদিকে গতকালই নবান্ন থেকে হাওড়াকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের নিরিখে হাওড়া রেড জোন। সংক্রমণ ঠেকাতে মুখ্যমন্ত্রী আগামী ১৪ দিনের মধ্যে হাওড়াকে অরেঞ্জ জোনে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। সেই মোতাবেক কড়া হাতে লকডাউন সফল করতে আজ সকাল থেকেই নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। তবে ১৪ দিনের মধ্যে হাওড়ার মতো এলাকাকে রেড জোন থেকে অরেঞ্জ জোনে আনাটা এখন প্রশাসনের কাছে চ্যালেঞ্জ।

অসম করোনা ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ বিজয়ী হবে, দাবি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দেব

ওদালগুড়ি (অসম), ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল শনিবার ওদালগুড়িতে এসে জেলার কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রশাসনিক প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। জেলার সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সোনাইগাঁও কোয়ারেন্টাইন সেন্টার পরিদর্শন করে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোনাইগাঁও কোয়ারেন্টইন সেন্টার পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল বলেন, রাজ্য সরকার করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাই অসমে করোনা ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ বিজয়ী হবে বলে দাবি করেছেন তিনি।

এদিকে, আজ জেলায় অবস্থিত চা বাগানগুলিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শ্রমিকরা কাজ করছেন দেখেও সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সামাজিক দূরত্বের পাশাপাশি মাস্ক পরার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি চা শ্রমিকদের জন্য আজ ৫০ হাজার মাস্ক দিয়েছেন।

এখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আটক অসমের বাসিন্দাদের সুরক্ষাজনিত বিষয়ে নজর দিতে তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ইতিমধ্যে টেলিফোনে কথা বলেছেন। এর মধ্যে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরালা ইত্যাদি রাজ্য রয়েছে। ওদালগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী রিহন দৈমারি।

প্রয়োজনে বাজার বন্ধ করে দেওয়া হবে, হুঁশিয়ারি মেয়রের

কলকাতা, ১৮এপ্রিল (হি. স.): জমায়েতের ক্ষেত্রে রাশ টানা না গেলে বাধ্য হয়ে বাজার বন্ধ করে দিতে হবে। শনিবার এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সারাদিনে লকডাউন মানার ছবি চোখে পড়লেও সকালবেলা বাজারে লকডাউন ভেঙে সামিল হচ্ছেন বহু মানুষ। সেই ঘটনায় বারবার চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে প্রশাসনের কপালে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার জানিয়েছেন নিত্য প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিষেবা পাওয়া যাবে সব সময়।বাজারে বা দোকান নেই অযথা করার কোনও প্রয়োজন নেই। এমনকি বাজারে গেলেও বিক্রেতা ও ক্রেতাদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিয়ে না গেলে বাজারে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলাশাসক ও স্থানীয় প্রশাসনকে। এমনকি জানিয়েছেন, মাত্র পাঁচজন করে ক্রেতাদের বাজারে ঢুকতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সেই কথাকে কার্যত গুরুত্ব না দিয়ে সকাল হলেই বাজারে গিয়ে ভিড় জমাচ্ছেন মানুষ।

ইতিমধ্যেই বাজারে জমায়েত এড়ানোর জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। পুরসভার অধীনস্থ বাজারগুলিতে ঢোকার মুখে বসানো হয়েছে লোহার গেট। বাজার গুলিকে নির্দিষ্ট দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাজার সংলগ্ন খোলা পরিসরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বাজার গুলিকে। নির্দিষ্ট ফুটপাতে নামিয়ে বসানো হয়েছে বিক্রেতাদের। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাজারে সকাল হলেই ভিড় থাকছে চোখে পড়ার মতো। অন্যান্য সময় সাধারণ মানুষকে রাস্তায় বেরোনো থেকে বিরত রাখতে সফল হলেও সকালে বাজারে ভিড় ঠেকাতে কার্যত ব্যর্থ হচ্ছে প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে মেয়র ফিরহাদ হাকিম প্রয়োজন হলে বাজার বন্ধ রাখার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা বাজারগুলোকে রাস্তায় সরিয়ে দিয়েছি। মানুষ আছেন যারা সকালে বাজার করতে বের হচ্ছেন। উদ্দেশ্যে বলব সারাদিন বাজার খোলা আছে কেউ কেউ বিকেল বেলা গিয়ে বাজার করুন।' এ বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি জানান, 'প্রত্যেক বাজারের সামনে পুলিশকে দিয়ে ব্যারিকেড করানো হয়েছে। যাতে একসাথে বেশিরভাগ লোক বাজারে ঢুকতে না পারে। এছাড়া কোন কোন বাজারে সমস্যা হচ্ছে। পুলিশ সেটা দেখছে। তাহলে আমরা বাজার বন্ধ করে দেবো যদি সাথে দেখি এই ভিরটা বেশি হচ্ছে'।

এবার স্যানিটাইজ করা হল হাওড়া ব্রিজ

হাওড়া, ১৮ এপ্রিল (হি. স.): এবার স্যানিটাইজ করা হল হাওড়া ব্রিজকে। শনিবার হাওড়া জেলা পুলিশের তৎপরতায় ব্রিজের রেলিং, পিলারসহ রাস্তায় বিশেষ রাসায়নিক জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়। স্যানিটাইজ করা হয়েছে ব্যারিকেডগুলিও। কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা জানান, কোরোনা সংক্রমণ রুখতে হাওড়া ব্রিজকে প্রতিদিন স্যানিটাইজ করা হবে। কোরোনা মুক্ত করতে স্যানিটাইজ করা হবে ব্রিজের রাস্তা-সহ সংলগ্ন পথেও।

রাজ্যে একের পর এক কোরোনায় আক্রান্তের কথা জানা যাচ্ছে। কোরোনা সংক্রমণ প্রসঙ্গে গতকাল নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী জানান, হাওড়া জেলা রেড স্টার জোনে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশ, কোরোনা সংক্রমণ ঠেকাতে হবে প্রাশাসনিক সহায়তায়। আগামী ১৪ দিনের মধ্যে হাওড়া জেলাকে অরেঞ্জ জোনে আসতে হবে। নির্দেশমতো প্রশাসনিক কড়াকড়ি শুরু হয়েছে সকাল থেকেই। হাওড়া ব্রিজে চলছে নাকা চেকিং। অযথা রাস্তায় বেরোনো মানুষকে গ্রেফতার করছে পুলিশ।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

করোনার দুঃসময়েও কয়েকটি আশার কথা

সারা বিশ্বে যেভাবে করোনার প্রকোপ এখনো বাড়ছে, তাতে এটা পরিষ্কার যে সামনের সময় এখনো কঠিন। প্রায় সব দেশেই কমবেশি লকডাউন চলছে। ইউরোপ-আমেরিকায় সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার স্থিতাবস্থা বা কমের দিকে হলেও এখনো বিপদ কাটেনি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই রোগ ঠেকাতে আরও কয়েক মাস সময় লাগবে। তারপরও সেটা হয়তো কয়েক মাস পরপর ঘুরেফিরে হানা দেবে। তাহলে বিশ্বের সব মানুষই তো এক অবিরাম ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। আমাদের প্রিয় পৃথিবী কি এক অভিশপ্ত গ্রহে পরিণত হবে?

অবশ্য এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও কিছু সুসংবাদ আছে। যেমন, সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা করোনাভাইরাসের ওষুধ ও টিকা আবিষ্কারের জন্য দিনরাত গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। প্রথমে ধরুন ওষুধের কথা। মানে, করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলার কোনো ওষুধ। এখন পর্যন্ত এ রকম নিশ্চিত কিছু নেই। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা বলছেন অবশ্য কিছু ওষুধের কথা। কিন্তু ওই সব ওষুধের পার্শপ্রতিক্রিয়া নিয়ে এখনো আরও পরীক্ষা দরকার।

এরই মধ্যে একটি সুখবর এসেছে আমেরিকার শিকাগো থেকে। করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় শিকাগো হাসপাতালে রেমডেসিভির নামে একটি অ্যান্টি ভাইরাল ওষুধ সুফল দিচ্ছে। সুখবরটি দিয়েছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান গিলিয়াড সায়েন্সেস। তাদের ওষুধে যদিও সুফল পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এখনো সেটা পরীক্ষা পর্যায়েই রয়েছে। কারণ যথেষ্টভাবে পরীক্ষিত হয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঘোষণা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত ফল পেতে এখনো কিছু সময় দরকার। ওরা অবশ্য আশাবাদী যে সাফল্য দোরগোড়ায়। এই আশা সত্য হলে, বলতে হয় অন্তত করোনায় মৃত্যুঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের একটি পরীক্ষিত ওষুধ আমরা পেয়ে যাব। অন্তত এই আশা থাকবে যে বিনা চিকিৎসায় কাউকে মরতে হবে না। এখন তো ভেন্টিলেশন আর কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের ওপর নির্ভর করাই একমাত্র চিকিৎসা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ওষুধ আবিষ্কার হলেই পরিস্থিতি বদলে যাবে।

শুধু শিকাগোতেই নয়, একই সঙ্গে আরও বেশ কয়েকটি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দাবি করছে যে ওরা ওষুধ আবিষ্কারের খুব কাছাকাছি। হয়তো শিগগিরই বাজারে আমরা ওষুধ পাব।

কিন্তু শুধু ওষুধেই কাজ হবে না। কারণ, এই রোগটা কিছুদিন পরপর ঘুরেফিরে আসবেই। তাই টিকা দরকার। এবং এখানেও একটা বড় সুখবর আছে। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাঁদের আবিষ্কৃত একটি টিকা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে। এটা অবশ্য এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে রয়েছে। ৫১০ জন আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর এই টিকা প্রয়োগ করা হবে। অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে তাঁদের টিকা শিগগিরই বাজারে আসবে। যদি টিকা আবিষ্কার হয়ে যায়, তাহলে সারা বিশ্বই করোনার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। বিশ্বের অন্য কয়েকটি দেশেও টিকা আবিষ্কারের গবেষণায় সাফল্যের কথা শোনা যাচ্ছে। এটা আজ বলা যায়, বিশ্ব করোনা-রোধী টিকা আবিষ্কারের খুব কাছাকাছি এসে গেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে আরেকটি বিতর্ক চলছে। প্রশ্নটি আমাদের দেশের জন্য বেশ খাটে। এটা আমরা অনেকেই শুনেছি। কেউ বলেন গরমের দেশে করোনাভাইরাসের দ্রুত ছড়িয়ে পড়া কঠিন। গরমের দেশে এদের দ্রুত সংক্রমণ সম্ভব নয়। অন্যদিকে আরেক দল বিজ্ঞানী বলছেন, করোনাভাইরাসের কাছে শীত-গরম কোনো ব্যাপারই না। এরা সব আবহাওয়ায় বাঁচে। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে করোনাভাইরাস এমনকি ৬৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেও বেঁচে থাকতে পারে। তাহলে আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে করোনার তো কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

অন্য বিজ্ঞানীরা বলেন, করোনাভাইরাস ৬৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও ওই ভাইরাসের পক্ষে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে রোগের বিস্তার ঘটানো কঠিন। কারণ ওরা মূলত হাঁচি-কাশির সময় মুখ থেকে বের হওয়া ড্রপলেটের মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ায়। এই ড্রপলেটগুলো খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির কণা। তাই আবহাওয়ার তাপমাত্রা যদি বেশি থাকে, তাহলে কয়েক সেকেন্ডেই এই ড্রপলেটগুলো গরমে উবে যায়, তখন করোনাভাইরাস আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ভাইরাসটি মারা যায়। ফলে করোনা রোগ অন্যদের মধ্যে ছড়াতে পারে না। অবশ্য খুব কাছ থেকে হাঁচি-কাশি বা ছোঁয়াছুঁয়িতে সংক্রমণ ছড়ায়। কিন্তু রোগের ছড়িয়ে পড়ার গতি কমে যায়।

আমরা জানি না এ কারণেই আমাদের দেশে সংক্রমণ ছড়ানোর হার অন্য দেশের তুলনায় কিছুটা কম কি না। আরও সময় নিয়ে দেখতে হবে। অন্তত আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই বোঝা যাবে বিজ্ঞানীদের কোন কথাটি আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খাটে।

কিন্তু আমাদের পূর্ণ সতর্কতা মেনে চলতে হবে। আমরা যদি লকডাউন মেনে চলি, একে অপরের থেকে একটু দূরে থাকি, দিনে অন্তত ১০ থেকে ১৫ বার শুধু সাবান দিয়ে হাত ধুই, তাহলেই কোভিড-১৯ কুপোকাত।

কারণ, তার আশ্রয় থাকবে না। এ অবস্থায় সে মারা যাবে। অবশ্য পিচঢালা বা পাকা রাস্তায় এরা প্রায় পাঁচ দিন পর্যন্ত বাঁচে। আক্রান্ত ব্যক্তি ঘরের বাতির সুইচ, টেবিল-চেয়ার স্পর্শ করলে সেখানেও ভাইরাসটি বেশ কয়েক ঘণ্টা বেঁচে থাকে। কিন্তু ক্ষারযুক্ত সাবান এর যম। কারণ, ভাইরাসটির চারপাশের আবরণটি যে লিপিড বা চর্বি জাতীয় পদার্থে ঢাকা থাকে, সাবানের স্পর্শে সেই লিপিড গলে যায় আর তখনই ভাইরাসটির মরণ। তাই সাবান দিয়ে বারবার হাত ধোয়ার কোনো বিকল্প নেই।

এক অর্থে, যে করোনার ভয়ে আমরা কাবু, সেটা এক জায়গায় খুব দুর্বল। আর যেখানে সে দুর্বল, সেখানেই আমাদের আঘাত হানতে হবে। তাহলে করোনা আমাদের সহজে ধরতে পারবে না। এ জন্য দরকার লকডাউন মেনে চলা এবং সেই সঙ্গে প্রতিদিন আমরা যে সতর্কতা মেনে চলার কথা শুনছি, ওগুলো প্রত্যেকের জীবনের স্বাভাবিক চর্চার মধ্যে নিয়ে আসা।

আগামী এক বছর বড় অনুষ্ঠান করবে না ফেসবুক

ফেসবুকের প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের এ বছরের গ্রীষ্মকাল ধরে ঘরে বসে কাজ করার সুযোগ থাকবে। এ ছাড়া আগামী বছরের জুলাই মাসের আগ পর্যন্ত কোনো বড় অনুষ্ঠান ফেসবুক আয়োজন করবে না।জাকারবার্গ ফেসবুকে এক পোস্টে লিখেছেন, অধিকাংশ ফেসবুক কর্মী ভাগ্যবান যে তারা বাড়ি থেকে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। আমরা এটাকে দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছি। আমরা মনে করছি এতে করোনা বিস্তার ঠেকানো যাবে এবং আমাদের কমিউনিটি নিরাপদ থাকবে। আমরা দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারব।জাকারবার্গের ঘোষণা অনুযায়ী, ফেসবুকের কর্মীরা মে মাসের শেষ পর্যন্ত বাড়িতে বসে কাজ করবেন। এ ছাড়া চলতি বছরের জুন মাসের আগে কোনো ব্যবসায়িক ভ্রমণ অনুমোদন করবে না ফেসবুক।জাকারবার্গ লিখেছেন, 'আমরা জানি যে, আমাদের বেশির ভাগ কর্মী যত সহজেই বাড়ি থেকে কাজ করতে পারেন অধিকাংশ মানুষ তা পারেন না। লকডাউন পরিস্থিতি থেকে যখন আবার সমাজ খুলতে শুরু করবে তখন তা ধীরে ধীরে খুলতে হবে। যাতে কাজে ফিরে আসা লোকজন নিরাপদে কাজ করতে পারে এবং ভবিষ্যতের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা কমে।ফেসবুক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ৫০ বা তার চেয়ে বেশি মানুষ জড়ো হয় এমন কোনো অনুষ্ঠান আগামী বছরের জুনের আগে আয়োজন করা হবে না। এর বদলে ভার্চুয়াল মিটিং হবে।করোনাভাইরাস মহামারিতে কর্মীদের সুরক্ষা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এটা হালনাগাদ ঘোষণা। দুই মাস আগে ফেসবুক তাদের বার্ষিক ডেভেলপার সম্মেলন 'এফ ৮' বাতিল করেছে। এ ছাড়া অধিকাংশ কর্মীদের বাড়ি থেকে অফিসের পাশাপাশি এক হাজার ডলার বোনাস, পোর্টাল ভিডিও কলিং ডিভাইস দিয়েছে।

ভুয়া মেইলে সতর্ক থাকুন

করোনাভাইরাসের আতঙ্ক কাজে লাগাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সাইবার দুর্বৃত্তরা। এ সময় ভুয়া মেইলে আপনার ইনবক্স ভরে উঠতে পারে। কোনোটিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার কথা বলতে পারে, কোনোটিতে ভয় দেখাতে পারে, আবার কোনোটিতে প্রলোভন দেখিয়ে লিংকে ক্লিক করতে বলতে পারে। এখন করোনাভাইরাস---সম্পর্কিত লিংকযুক্ত মেইলে ক্লিক করা মানেই বিপদ।টেক জায়ান্ট গুগল বলছে, শুধু গত সপ্তাহে ১ কোটি ৮০ লাখের বেশি ম্যালওয়্যার ও ফিশিং মেইল দেখেছে তারা। এসব মেইল করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯---সংক্রান্ত স্ক্যাম মেইল। গুগল জানিয়েছে, তাদের দৈনিক ২৪ কোটি স্প্যাম মেসেজের সঙ্গে করোনাভাইরাস নিয়ে প্রচুর স্ক্যাম মেসেজ যুক্ত হয়েছে।

গুগলের এক অফিশিয়াল পোস্টে বলা হয়েছে, মেইল ব্যবহারকারীদের প্রলোভন দেখিয়ে ফিশিং আক্রমণ ও স্ক্যাম মেইল ছড়ানো হচ্ছে। মেইল ব্যবহারকারীকে ভয় দেখানো বা আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে দ্রুত সাড়া দিতে বলছে সাইবার দুর্বৃত্তরা। অনেক মেইলের ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতো বিশ্বাসযোগ্য সংস্থার ছদ্মবেশ নেওয়া হচ্ছে। এসব মেইলে দান করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। কিছু কিছু মেইল ম্যালওয়্যার ছড়ানোর হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এসব মেইলের কোনো লিংকে ক্লিক করা হলে ম্যালওয়্যারযুক্ত ফাইল ডাউনলোড হয়ে ব্যাকডোর ইনস্টল হয়ে যেতে পারে। যাতে দূরে বসেই ডিভাইসের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে সাইবার দুর্বৃত্তরা।গুগল জানিয়েছে, অধিকাংশ ম্যালওয়্যার ও ফিশিং হুমকিগুলো একেবারে নতুন নয়, তবে করোনাভাইরাসের ভীতি ও বিভ্রান্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে দুর্বৃত্তরা।

এ ধরনের স্ক্যাম থেকে রক্ষা পেতে গুগলের পরামর্শগুলো হলো

১. ই-মেইলে আসা কোনো লিংকে নিশ্চিত না হয়ে ক্লিক করবেন না। যে ধরনের মেইল সচরাচর আপনি প্রত্যাশা করেন না, এমন মেইলে কোনো প্রলোভন বা হুমকি দেওয়া হলে সেসব মেইল খুলেও দেখবেন না।

২.কোনো মেইল স্ক্যাম বা ফিশিং মেইল হিসেবে সন্দেহ হলে তা রিপোর্ট করুন। জিমেইলে সন্দেহজনক মেইলটি নির্বাচন করে রিপোর্ট স্প্যামে পাঠিয়ে দিন।

৩. কোনো মেইলের প্রেরক সম্পর্কে নিশ্চিত হোন। মেইলে পাঠানো কোনো লিংক বা ইউআরএলের সত্যতা পরীক্ষা করুন।

৪. গুগলের অ্যাডভান্সড প্রোটেকশন প্রোগ্রাম চালু করুন। সম্প্রতি ফেসবুক, গুগল ও অন্য বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলো অ্যালগরিদম ব্যবহার শুরু করেছে। ক্ষতিকর করোনাভাইরাস তত্ত্ব, ক্ষতিকর বিজ্ঞাপন ও অপরীক্ষিত ওষুধ বিষয়ে সতর্ক করার ব্যবস্থা চালু করেছে তারা।

তরুণদের জন্য 'অ্যাক্ট কোভিড-১৯' অনলাইন হ্যাকাথন

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'অ্যাক্ট কোভিড-১৯' অনলাইন হ্যাকাথন। বর্তমান ও ভবিষ্যতের জাতীয় সংকট মোকাবিলার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে 'কল ফর নেশন' নামে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। এ প্ল্যাটফর্মের প্রথম কার্যক্রম হিসেবে এই হ্যাকাথন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ বলেন, 'আমাদের দেশে অনেক প্রতিভাবান তরুণ আছে। তাদের কেউ কেউ বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। করোনাভাইরাসের ফলে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাতে তরুণদের উদ্ভাবন ও নেতৃত্ব দিয়েই এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। কল ফর নেশন প্লাটফর্মে তাদের কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।'

জানা গেছে, অনলাইন হ্যাকাথনে সর্বমোট ৬টি বিষয় নিয়ে কাজ করা যাবে। বিষয়গুলো হচ্ছেস্যোশিও ইকোনোমিক্যালি ডিজঅ্যাডভানটেজ পিপল, বিজনেস অপারেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন, হেলথ কেয়ার ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট, অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন, মেন্টাল হেলথ ও আদারস। এর মধ্যে 'আদারস' ক্যাটাগরিতে বর্তমান পরিস্থিতিতে সৃষ্ট হওয়া যেকোনো সমস্যা নিয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। সমস্যা সমাধানে তরুণদের কাছ থেকে উদ্ভাবনীমূলক ধারণা, প্রকল্প, পরিকল্পনা প্রভৃতি চাওয়া হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নির্বাচিত ১০টি উদ্ভাবনকে আর্থিক সহযোগিতার জন্য সিড ফান্ড, কাঁচামালের জোগান বা জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত করার সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

থেকে হ্যাকাথন সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়ম কানুন জানা ও নিবন্ধন করা যাবে। অংশগ্রহণকারী এককভাবে বা দলগত ভাবেও হ্যাকাথনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। উদ্ভাবনীর প্রোটোটাইপসহ ২০ এপ্রিলের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্প জমা দিতে হবে।

ছবি এঁকে ফারাহর কন্যার আয় ৭০ হাজার রুপি, সব দান করল

করোনাভাইরাসের সংক্রমণে বিপদে পড়েছেন নিম্ন আয়ের মানুষেরা। তাঁদের সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বলিউড তারকারা। কে এগিয়ে আসেননি! শাহরুখ খান, সালমান খান, আমির খান, অক্ষয় কুমারবলিউডের সব নামকরা তারকা এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের নিয়ে মাতামাতি হয়েছে গণমাধ্যম থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। তারকাদের আড়ালে পড়ে গেছে অন্য তারকারা। যাদের সম্বল খুবই অল্প, কিন্তু সেটুকুই দিয়ে দিয়েছে করোনা—সহায়তায়। বড়দের মতো তারাও এগিয়ে এসেছে মানুষের পাশে। অন্যা সেই ছোট্ট তারকা। বাসায় বসে পোষ্য প্রাণীর ছবি আঁকল। প্রতিটি ছবির দাম ছিল এক হাজার রুপি। এই ছবিগুলো বিক্রি করে সে পেয়েছে ৭০ হাজার রুপি। সেই অর্থ সে ব্যয় করবে অসহায় মানুষ ও প্রাণীর সহায়তায়।

অন্যাকে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। 'ম্যায় হু না', 'ওম শান্তি ওম' কিংবা 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' ছবিগুলো দেখা আছে নিশ্চয়ই। বলিউডের এই ছবিগুলো বানিয়েছেন নির্মাতা ও কোরিওগ্রাফার ফারাহ খান। ফারাহ খানের ১২ বছরের মেয়ে অন্যা। সম্প্রতি টুইটারে একটি ভিডিও শেয়ার দিয়েছেন ফারাহ। সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি পোষ্যর ছবি আঁকছে অন্যা। ভিডিওর ক্যাপশনে ফারাহ খান লিখেছেন, 'আমার ১২ বছরের মেয়ে অন্যা ৭০ হাজার রুপি মাত্র পাঁচ দিনে আয় করেছে। আমাদের ঘরের পোষ্যর ছবি এঁকে প্রতিটা ছবি থেকে এক হাজার রুপি করে আয় করেছে ও। এসব অর্থ ব্যয় হবে অসহায় প্রাণী ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য। ওই সব মানুষদের সবাইকে ধন্যবাদ, যাঁরা অন্যার এই স্কেচ নিয়ে এক হাজার রুপি দান করেছেন।'

ভারতজুড়ে এখন লকডাউন চলছে। তারকারা সবাই ঘরবন্দী। সেখান থেকেই যে যা পারছেন সহায়তা করছেন করনোভাইরাস মোকাবিলায়। সেই সহায়তায় অন্যার ছোট্ট উদ্যোগও বড় হয়ে দেখা দিল শাহরুখ-সালমান-আমিরদের উদ্যোগের পাশে।

করোনাভাইরাস বাতাসে কত দূর ছড়ায়

করোনাভাইরাস বাতাসে কমপক্ষে ১৩ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য যে নির্দেশনা দেওয়া হয় এ দূরত্ব তার দ্বিগুণ। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) এ বিষয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। নিউইয়র্ক পোস্টের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ফেডারেল এজেন্সির 'ইমার্জিং ইনফেকশাস ডিজিজ জার্নালে' প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধে দেখানো হয়েছে ভাইরাসটি আগে অফিশিয়াল নির্দেশনার চেয়ে বেশি দূর ছড়াতে পারে। এ ছাড়া ভাইরাসটি মানুষের জুতার মাধ্যমেও ছড়াতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার বৈশিষ্ট্য এটাই নির্দেশ করে যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ দূরত্ব কমপক্ষে ৪ মিটার যা ১৩ ফুটের চেয়ে বেশি। এ ছাড়া আইসিইউয়ের মেডিকেল কর্মকর্তাদের জুতার সোলের নমুনা করে দেখা গেছে অর্ধেকের বেশি জুতায় করোনাভাইরাস পাওয়া গেছে। উহানের হুশেনশান হাসপাতাল থেকে ওই নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এতে ধারণা করা হচ্ছে, স্বাস্থ্যকর্মীদের জুতার সোল করোনাভাইরাস ছড়ানোর কারণ হতে পারে।

বেইজিংয়ের অ্যাকাডেমি অব মিলিটারি মেডিকেল সায়েন্সেসের একটি দলের গবেষণার ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এতে এ আশঙ্কাকে আবারও নিশ্চিত করে দেখা হচ্ছে যেখানে বর্তমান ৬ ফুট দূরত্বের দিকনির্দেশনা যথেষ্ট নাও হতে পারে।এটি ব্যক্তি বা বিশেষত সামনের সারির মেডিকেল কর্মীদেরও পরামর্শ দেয় যাতে অজান্তে ভাইরাসের উৎস হিসেবে এটি ছড়িয়ে না পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে কঠোর জীবাণুনাশক ব্যবস্থা নিতে হবে।

সিডিসির পক্ষ থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে ৬ ফুট দূরত্বের কথা বলা হলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিওএইচও) মনে করে ৩ ফুট দূরত্ব যথেষ্ট। বর্তমান গবেষণায় ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার দূরত্বের চেয়ে যা অনেক কম।

এর আগে গত মাসে গবেষকেরা বলেছিলেন, ভাইরাস ২৭ ফুট পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ও আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যান্ড ইনফেকশন ডিজিজেসের পরিচালক অ্যান্থনি এস ফাউসি অবশ্য একে 'ভয়ানক বিভ্রান্তিকর' বলেছেন। তিনি বলেছেন, বাস্তবে খুব জোরে হাঁচি না হলে এত দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

প্লাস্টিকের বোতল এখন সহজেই ধ্বংস হবে

প্লাস্টিকের পণ্য আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে গেছে। সেই প্লাস্টিক নিয়ে সুখবর দিলেন ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্লাস্টিক ভেঙে ফেলে তা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা কম্পোস্ট করা পাতা থেকে খোঁজ পাওয়া একটি এনজাইম এ কাজে ব্যবহার করছেন।

ফ্রান্সের কারবায়োস নামের একটি কোম্পানি প্লাস্টিক ভাঙার পদ্ধতিটির আবিষ্কারের নেপথ্যে রয়েছে। তারা ইতিমধ্যে পেপসি ও এল ওরিয়েলের সঙ্গে যৌথভাবে এ উপাদান শিল্প খাতে ব্যবহারের জন্য উৎপাদন ও বাজারজাত করার পরিকল্পনা করেছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ উপাদানটি শিল্প খাতে ব্যবহারের উপযোগী করে উৎপাদন করবে তারা।কারবায়োসের উপপ্রধান নির্বাহী মার্টিন স্টেফান যুক্তরাজ্যের গার্ডিয়ান পত্রিকাকে বলেছেন, 'বাজারে আমরা প্রথম কোম্পানি হিসেবে নতুন প্রযুক্তিটি আনছি। ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে বাজারে আনার লক্ষ্য আমাদের।গত এক দশকে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। নতুন এই আবিষ্কার এ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে দাবি করছেন উদ্ভাবকেরা।ফ্রান্সের তুলুস ইউনিভার্সিটির গবেষকেরা তাঁদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার বা রিসাইক্লিং করার বিষয়েও প্রয়োগ করছেন। প্লাস্টিক অবশ্য সরাসরি রিসাইকেল করা যায়। প্লাস্টিকের ধরনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন উপকরণ ও তাপমাত্রায় প্লাস্টিক ভাঙা হয়। অনেক প্লাস্টিক রিসাইকেল করা গেলেও তার বাজারদর কম থাকায় তা রিসাইকেল করা হয় না।গবেষণা---সংক্রান্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'নেচার' সাময়িকীতে। গবেষকেরা বলেছেন, সবচেয়ে পরিচিত প্লাস্টিক পলি (ইথিলিন টেরেফথ্যালেট) বা পিইটি তাপ দিলে বা রিসাইকেল করতে গেলে এর অধিকাংশ রাসায়নিক কার্যকারিতা হারায়। নতুন উপাদান তৈরি করতে গেলে বর্জ্য বাড়তে থাকে।

নতুন উদ্ভাবিত এনজাইমটি ১০ ঘণ্টার মধ্যে কমপক্ষে ৯০ শতাংশ ডি-পলিমারাইজেশন সম্পন্ন করতে পারে। অর্থাৎ, এটি পলিমার বা বড় আকারের জটিল কণাকে ক্ষুদ্র কণায় রূপান্তর করতে পারে এক দিনেরও কম সময়ে। এটি জৈব ডিপলিমারাইজড প্লাস্টিকে রূপ নেয়, যা প্লাস্টিক বোতলের মতো প্লাস্টিক তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কো-এনজাইম সংশ্লেষিত হতে পারে, সংস্থাগুলো আরও সাশ্রয়ী পুনর্ব্যবহারযোগ্য অবকাঠামো তৈরি করতে পারে। এতে কম খরচে রিসাইকেল করা প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করা যেতে পারে।

কারবায়োস সাধারণভাবে অপ্রয়োজনীয় প্লাস্টিকের ফিল্ম সমস্যার সমাধান করতে শুরু করেছে।

ইউরোপের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জোট বেঁধে 'কারবায়োলিস' নামে গত বছরে প্লাস্টিক কম্পোট করে দেখিয়েছিল। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, প্লাস্টিক ফিল্ম ও একবার ব্যবহৃত ব্যাগ সমস্যার সমাধান করা।

কারবায়োসের কর্মকর্তারা বলেন, 'আমাদের এই উদ্ভাবনের লক্ষ্য হচ্ছে বাজার উপযোগী অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান, যা একই সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ও পরিবেশবান্ধব। এটা প্লাস্টিক ও টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।'

উচ্চ ক্ষমতার সোলার সেল আবিষ্কার, বিদ্যুতে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার

দেশে দেশে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ছে। কিন্তু যে সোলার সেল বা সৌরকোষের মাধ্যমে সৌরশক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা হয়, তার কার্যক্ষমতা এত দিন অনেক কম ছিল। এখন আরও বেশি কার্যক্ষমতাসম্পন্ন সোলার সেল তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা।নতুন আবিষ্কৃত সোলার সেল তার অসাধারণ কার্যক্ষমতার জন্য বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে। গুড নিউজ নেটওয়ার্কের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি ল্যাবরেটরির (এনআরইএল) বিজ্ঞানীরা নতুন অধিক কার্যক্ষমতাসম্পন্ন এই সোলার সেল তৈরি করেছেন। এই সোলার সেলের কার্যক্ষমতা ৫০ শতাংশের কাছাকাছি।

আগে গড়পড়তা সোলার সেলের কার্যক্ষমতার হার সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ছিল। এর অর্থ হলো, আগে সোলার সেল বা সৌরকোষ শোষিত সৌরশক্তির সামান্য অংশকে বিদ্যুতে রূপান্তর করতে পারত। এখন এই ক্ষমতা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে।

নতুন আবিষ্কৃত ছয়টি সক্রিয় ফটো অ্যাকটিভ স্তরের (সিক্স জংশন) সোলার সেলের কার্যক্ষমতা অনেক বেশি। এই সোলার সেলের রূপান্তর ক্ষমতা সর্বোচ্চ ৪৭ দশমিক ১ শতাংশ। এটা একটা বিশ্ব রেকর্ড।

গবেষণা প্রকল্পের মুখ্য বিজ্ঞানী ও গবেষণাপত্রের প্রধান লেখক জন গেইজ বলেন, নতুন আবিষ্কৃত সোলার সেল সত্যিই অসাধারণ কার্যক্ষমতা প্রদর্শন করছে।

প্রকল্পের বিজ্ঞানী ও গবেষণাপত্রের সহলেখক রায়ান ফ্রান্স বলেন, তাঁদের আবিষ্কৃত সোলার সেলের কার্যক্ষমতা ৫০ শতাংশ অতিক্রম করার সম্ভাবনা আছে। আর এই লক্ষ্য অর্জন করা খুবই সম্ভব।তবে মৌলিক সীমাবদ্ধতার কারণে ১০০ শতাংশ কার্যক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হবে না বলে জানান রায়ান ফ্রান্স।

বিজ্ঞানী জন গেইজ জানান, তাঁরা সোলার সেলের উৎপাদন খরচ কমানোর বিষয়ে কাজ করছেন। সেটা করা গেলে উচ্চ কার্যক্ষমতার সোলার সেলের ডিভাইসের নতুন বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

এটা হলে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিরাট পরিবর্তনের আসবে, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। কারণ, এর ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার আরও কমানো সম্ভব হবে।

শনিবার আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ আগরতলা টিএমসি পরিদর্শন করেন। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে করোনায় আরো ৯ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ২ হাজার ছাড়িয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৮।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আরও ৯ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৪জনে। এছাড়া, করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২হাজার ছাড়িয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় আরও ৩০৬ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ২ হাজার ১৪৪ জনে।এ ছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন আরো ৮ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৬৬ জন। শনিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে নিজ বাসা থেকে যুক্ত হয়ে রোগতত্ত্বল, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা এ তথ্য জানান। অধিদপ্তর থেকে অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা ও এমআইএস পরিচালক ডা. হাবিবুর রহমান।

ডা. ফ্লোরা বলেন, ২ হাজার ১৪৪ জন শনাক্ত রোগীদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন ৫৬৪ জন। বাকিরা হোম আইসোলেশনে আছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১১ জন আছেন আইসিইউতে। বাকি সবার অবস্থা মোটামুটি স্থিতিশীল।তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টা ২ হাজার ২১৪ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। আর নমুনা পরীক্ষা করা হয় ২ হাজার ১৯০ জনের। এতে নতুন ৩০৬ জন শনাক্ত হন।আইইডিসিআর পরিচালক বলেন, যে ৯ জন মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে ষাটোর্ধ ৪ জন। ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে আছেন ১ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছর বয়সের মধ্যে আছেন ২ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছর বয়সের মধ্যে ১ জন এবং আরেকজনের বয়স জানা যায়নি। এদের মধ্যে ৬ জন ঢাকার, ২ জন নারায়ণগঞ্জের এবং ১ জন সাভারের।তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় যারা শনাক্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে ২১ থেকে ৩০ বছরের কোটায় শতকরা ২৭ ভাগ, ৩১ থেকে ৪০ বছর বয়সী ২২ ভাগ, ৪১ থেকে ৫০ বছর বয়সী আছেন ১৯ ভাগ। নতুন সংক্রমিতদের মধ্যে পুরুষ শতকরা ৬২ ভাগ, বাকিরা নারী।

ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন,জেলা ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ঢাকা শহরে, যা শতকরা ৩২ ভাগ। এরপর আছে গাজীপুর। গাজীপুরে নতুন শনাক্ত হয়েছে। এর আগে যারা শনাক্ত হয়েছিলেন তারা বেশিরভাগই নারায়ণগঞ্জ থেকে গেছেন। গাজীপুরের পরই নতুন সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ।তিনি জানান, এখন পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২১ হাজার ১৯১টি। গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে আছেন ৬৬ জন। মোট আইসোলেশনে আছেন ৫৯৯ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে মুক্ত হয়েছেন ৩২ জন। সব মিলিয়ে মোট মুক্ত হয়েছেন ৫১২ জন।তিনি বলেন,আজ ভালো খবরের মধ্যে হলো নতুন করে ল্যাব সংযোজিত হয়েছে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। যশোরের আশেপাশের জেলার নমুনা এখন থেকে সেখানেই পরীক্ষা করা হবে।ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ৩ হাজার ৬৪১ জন। এখন পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ১ লাখ ১৪ হাজার ৯২৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে আছেন ১৭৪ জন। এখন পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে আছেন ৪ হাজার ৮৩৪ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মোট কোয়ারেন্টিনে নেয়া হয়েছে ৩ হাজার ৮১৫ জনকে। এখন পর্যন্ত ১ লাখ ১৯ হাজার ৭৬৪ জনকে কোয়ারেন্টিনে নেয়া হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড় পেয়েছেন ৪ হাজার ২৬ জন। মোট ছাড় পেয়েছেন ৭১ হাজার ৩৯৩ জন। বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টিনে ৪৪ হাজার ২২৭ জন এবং ৪ হাজার ৮৪ জন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে আছেন। এখন পর্যন্ত মোট কোয়ারেন্টিনে আছেন ৪৮ হাজার ৩৭১।

করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় কোনও সমস্যা তৈরি হলে সেটার বিস্তারিত তথ্য ই-মেইলের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদফতরকে জানানোর পরামর্শ দিয়ে অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা বলেন,কোভিড-১৯ চিকিৎসায় যেসব স্বাস্থ্যকর্মী কাজ করছেন তারা চিকিৎসা প্রদানে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হলে বিস্তারিত বিবরণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ ই-মেইল করতে পারেন। আপনাদের পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বুলেটিন উপস্থাপনকালে করোনার বিস্তাররোধে সবাইকে বাড়িতে থাকার এবং স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলার আহান জানানো হয়।

বাংলাদেশে মৃত ঘোষণা করলেন চিকিৎসক দাফনের আগে নড়েচড়ে উঠল নবজাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৮।। সিজারিয়ান অপারেশনে জন্ম নেয়া নবজাতককে মৃত ঘোষণা করলেন চিকিৎসক। পরে কার্টনে ভরে হাসপাতালের বারান্দায় মৃত নবজাতককে ফেলে রাখা হয় চার ঘণ্টা।পরে কার্টনভর্তি মৃত নবজাতককে স্বজনদের হাতে তুলে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এরপর কার্টনভর্তি নবজাতককে বাড়িতে নিয়ে যান স্বজনরা। নেয়া হয় দাফনের প্রস্তুতি। শেষ গোসল দেয়ার জন্য কার্টন খুলতেই দেখা যায় পা নাড়াচ্ছে নবজাতক। তাৎক্ষণিক তাকে ভর্তি করা হয় নগরীর বেসরকারি একটি প্রাইভেট হাসপাতালের শিশুদের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (এনআইসিইউতে)। চিকিৎসক-নার্স ও আয়াসহ সংশ্লিষ্টদের অবহেলায় চাঞ্চল্যকর এমন ঘটনা ঘটেছে কুমিল:া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (কুমেক)। হাসপাতালে চিকিৎসা অবহেলার এমন ঘটনায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন নবজাতকের স্বজনরা।

শনিবার বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর তদন্তপূর্বক সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন কুমিল:া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক।খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কুমিল:ার বুড়িচং উপজেলার চড়ানল গ্রামের জামাল হোসেনের স্ত্রী শিউলী আক্তারের প্রসবব্যথা উঠলে বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকালে কুমিল:া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার সকাল ৬টায় সিজারিয়ান অপারেশন করা হয় তার। জন্ম দেন এক পুত্রসন্তান। কিন্তু জন্মের পর নবজাতককে মৃত ঘোষণা করেন হাসপাতালের চিকিৎসক। এরপর হাসপাতালের এক আয়া স্বজনদের কাছ থেকে একটি কাঁথা নিয়ে নবজাতককে মুড়িয়ে মেঝেতে ফেলে রাখেন।কিছুক্ষণ পর নবজাতককে একটি কার্টনে ভরে হাসপাতালের বারান্দায় আরও চার ঘন্টা ফেলে রাখা হয়। পরে নবজাতককে দাফনের জন্য স্বজনদের হাতে তুলে দেয়া হয়। কিন্তু বাড়িতে যাওয়ার পর দাফনের প্রস্তুতি নেয়ার সময় কার্টন খুলে দেখা যায় পা নাড়াচ্ছে নবজাতক।

নবজাতকের বাবা জামাল হোসেন বলেন, শুক্রবার সকাল ৬টায় শিউলীর অপারেশন করা হয়। এতে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু জন্মের পর নবজাতকের দিকে নজর দেননি কোনো চিকিৎসক-নার্স। উল্টো মৃত ঘোষণা করা হয়। এরপর কার্টনে মুড়িয়ে নবজাতককে হাসপাতালের মেঝেতে ফেলে রাখা হয়। এভাবে চার ঘণ্টা পড়ে থাকে নবজাতক। পরে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। বাড়িতে এনে দাফনের প্রস্তুতি নেয়ার সময় নড়েচড়ে উঠে নবজাতক। পরে সিএনজিযোগে কুমিল:া মুন হাসপাতালে এনে নবজাতককে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নবজাতকের স্বজনরা। তারা জানান, চিকিৎসক নবজাতককে মৃত ঘোষণা না করলে মায়ের কাছেই থাকতো। আমরা তো বাড়িতে নিয়ে আসতাম না। কার্টন খুলে দেখি পা নাড়াচ্ছে নবজাতক। শিশুর স্বজন সাইফুল ইসলাম বলেন, সরকারি হাসপাতালে বড় বড় চিকিৎসক আছেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছ থেকে আমরা এ ধরনের ভুল চিকিৎসা আশা করি না। চিকিৎসকরা যদি সেবা দিতে ব্যর্থ হন তাহলে আমরা সাধারণ মানুষ কোথায় যাব? যেহেতু তাদের ভুলের কারণে নবজাতকের জীবন বিপন্ন হতে বসেছিল সেহেতু এ ঘটনায় জড়িত চিকিৎসকের শাস্তি দাবি করছি।বর্তমানে নবজাতক মুন হাসপাতালের এনআইসিইউতে রয়েছে। তার মা কুমিল:া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তিনতলায় অপারেশন থিয়েটারের পাশে পোস্ট অপারেটিভ কক্ষের ৫ নম্বর বেডে চিকিৎসাধীন।মুন হাসপাতালের শিশু বিভাগের চিকিৎসক তাপস চৌধুরী বলেন, চিকিৎসকের মৃত ঘোষণা ছাড়া একজন আয়া কীভাবে নবজাতককে কার্টনে মুড়িয়ে রাখেন। চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। ২৮ সপ্তাহের আগে প্রি-ম্যাচিউর এই নবজাতক অলৌকিকভাবে বেঁচে আছে। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছি তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য।মুন হাসপাতালের এনআইসিইউর মেডিকেল কর্মকর্তা রাব্বি হোসেন মজুমদার বলেন, শিশুটি এখন শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। সাধারণ শিশুদের থেকে অনেক কম শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে সে। তাই আমরা অক্সিজেন দিয়ে শিশুটিকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করছি।

একাধিক সূত্র জানায়, কুমেক হাসপাতালে এর আগেও গাইনি বিভাগে চিকিৎসা অবহেলায় একাধিক নবজাতক ও প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে। কিছু ঘটনা উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও যথাযথ তদারকির অভাবে প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটে।এ বিষয়ে কুমিল:া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. মুজিবুর রহমান বলেন, বিষয়টি যেহেতু আমার নজরে এসেছে তাই সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে কথা বলব। এক্ষেত্রে কারও গাফিলতি পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

লাশ গায়েবের রাজনীতি চলছে রাজ্যে, অভিযোগ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৮এপ্রিল (হি. স.): রাজ্যে করোনা আক্রান্তের মৃতদের দেহ লুকিয়ে ফেলা হচ্ছে। শনিবার এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এই ঘটনার জন্য এদিন রাজ্য সরকারকে দায়ী করলেন তিনি।

করোনা পদক্ষেপ নিয়ে রাজ্য সরকারের গাফিলতির দিকে আঙ্গুল তুলে দিলীপ ঘোষের অভিযোগ, 'করোনায় আক্রান্ত মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলা হচ্ছে। আমার কাছে খবর আছে একেকটি হাসপাতালে ১০-১২জন করে মারা যাচ্ছেন। অথচ সরকারি হিসেবে তা অন্য। সরকার শুধুমাত্র মৃতদের সংখ্যা প্রকাশ করছে। কিন্তু তার নাম ঠিকানা বা কোন হাসপাতালে মৃত্যু হচ্ছে তার বিস্তারিত জানাচ্ছেন না'। মৃতদেহের সংখ্যা কমানোর জন্যই এই কৌশল নিয়েছে রাজ্য সরকার বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি তাঁর মতে, 'সরকার মৃতদের যে সংখ্যা দেখাচ্ছে তার থেকে চার গুণ বেশি মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে।'

এরপরেই নন্দীগ্রামের কথা টেনে করোনায় আক্রান্ত মৃতদেহ লোপাট প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলেন, 'নন্দীগ্রামে গুলি চালানোর সময় সিপিএম যেভাবে লাশ গায়েব করেছিল তৃণমূল সরকার আজ সেইভাবেই করোনায় মৃতদের লাশ গায়েব করছে। মানুষের সঙ্গে এইভাবে দ্বিচারিতা করছে তৃণমূল। যা ভয়ংকর অপরাধ।'

ইতিমধ্যেই রাজ্য বিজেপির পর্যবেক্ষক কৈলাস কৈলাস বিজয়বর্গীয় কাছে এই অভিযোগ গুলি বিস্তারিত জানানো হয়েছে বলে জানান দিলীপ ঘোষ। এবিষয়ে এদিন রাজ্য বিজেপি বলেন, ''রাজ্যে ঠিকমতো রেশন পাওয়া যাচ্ছেনা, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, এইসব কিছুই জানানো হয়েছে কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে। আমরা চাইছি কেন্দ্র থেকে যে সাহায্য পাঠানো হচ্ছে সেইটা যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয়। এছাড়াও কিট নিয়ে দ্বিচারিতা হচ্ছে, সাংসদকে গৃহবন্দী এই সমস্ত কিছুই জানানো হয়েছে।'

করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য তৈরি করা হল বিশেষ ধরনের সেফটি স্যুট

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (হি. স.): চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার জন্য কাপড়ের তৈরি বিশেষ ধরণের সেফটি স্যুট তৈরি করল কাউন্সিল অফ সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর)। এই ধরণের স্যুট ২৪ ঘন্টা পরে থাকতে পারবেন চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালুরুতে সিএসআইআরের জাতীয় পরীক্ষাগারে এই সেফটি স্যুট তৈরি করা হয়েছে।

পলি- প্রোপাইলিনের আস্তরণ ব্যবহার করার পাশাপাশি এতে বিভিন্ন স্তরের কাপড় ব্যবহৃত হয়েছে। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে ও কাঁচামাল ব্যবহার করে এটি তৈরি করা হয়েছে। সিএসআইআর, এনএল এবং এমএএফ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে এই সেফটি স্যুটের উৎপাদন প্রতিদিন ৩০ হাজার করা হবে।

করোনায় দেশ ও বিদেশে মৃতদের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৮।। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশ ও বিদেশের মৃত্যুবরণকারীদের জন্য জাতীয় সংসদ গভীর শোক প্রকাশ করছে। সেই সাথে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সকলের সুস্থতা কামনা করছে।

শনিবার জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের শুরুতেই এই শোক জানানো হয়। অধিবেশনের শুরুতেই সভাপতিত্বে থাকা স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, আমি গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, সমগ্র বিশ্ব আজ করোনা ভাইরাস সংক্রমণে এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে। বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে। চীনের উহান রাজ্যে শুরু হয়ে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। লক ডাউনে অচল হয়ে পড়েছে বিশ্ব। প্রাণঘাতী করোনায় বিশ্বে এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণের সংখ্যা তুলে ধরেন স্পিকার।তিনি বলেন, এছাড়া আমরা হারিয়েছি, একজন সাবেক মাননীয় সংসদসদস্য ও প্রতিমন্ত্রী, একজন সাবেক মাননীয় সংসদসদস্য ও হুইপ, ছয়জন সাবেক মাননীয় সংসদসদস্য এবং সংসদ সচিবালয়ের একজন কর্মচারীকে। উলি:খিত ব্যক্তিবর্গের জীবনবৃত্তান্ত সম্বলিত শোকপ্রস্তাব আমি এ মহান সংসদে উত্থাপন করছি।

সিঙ্গাপুর থেকে আসছে দুই লাখ পিপিই কিট

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় এবার সিঙ্গাপুর থেকে পিপিই কিট আনছে ভারত। জানা গেছে সিঙ্গাপুর থেকে শীঘ্রই আসতে চলেছে দুই লাখ পিপিই কিট । ইতিমধ্যে চার লাখ ১২ হাজার ৪০০টি পিপিই কিট বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রের তরফ থেকে ।

দেশে দিন দিন বাড়ছে কোরোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বাড়ছে মৃত্যুও। পরিস্থিতি যাতে জটিল না হয়, সে কারণে ২১ দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি সেই লকডাউন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৩ মে পর্যন্ত। তবে ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে পরিস্থিতি। এই অবস্থায় দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত করতে সিঙ্গাপুর থেকে আমদানি করা হচ্ছে পিপিই কিট।

করোনার কারনে আমি নিজেও মেসেজ পাই, আপা আমার ঘরে খাবার নাই : সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

করোনার কারনে আমি নিজেও মেসেজ পাই, আপা আমার ঘরে খাবার নাই : সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনানিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৮।। করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে কেউ যেন খাবারে কষ্ট না পায় সেজন্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'অনেক সময় আমি নিজেও এসএমএস পাই, এসএমএস করে- 'আপা আমার ঘরে খাবার নাই'। সাথে সাথে আমরা উদ্যোগ নিই। শুধু তার (ওই মেসেজদাতা) নয়, আশপাশে কোথাও কারা এভাবে কষ্টে আছে, যারা হাত পাততে পারবে না, কিন্তু তাদের ঘরে খাবার নেই, চাইতে পারছে না- তাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দেয়ার সেই ব্যবস্থাটাও কিন্তু আমরা নিয়েছি এবং নিচ্ছি।

শনিবার (১৮ এপ্রিল) জাতীয় সংসদের সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে চলতি সংসদের সপ্তম এ অধিবেশন বিকেল ৫টায় শুরু হয়।করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষায় ব্যতিক্রমী এ অধিবেশন শুরু হয় বাছাইকৃত সংসদ সদস্যদের (এমপি) নিয়ে। সম্ভব সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে এতে অংশ নেন এমপিরা। এসময় তাদের অধিকাংশের মুখে মাস্ক ও হাতে গ্লাভস দেখা যায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে দেশে যেন খাদ্য ঘাটতি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখছে সরকার। বর্তমানে ৫০ লাখ মানুষকে রেশন কার্ড দেয়া হচ্ছে। আরও ৫০ লাখ লোককে রেশন কার্ড দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন হলে এক কোটি লোক খাদ্য সহায়তা পাবেন। আর এই এক কোটি লোকের পরিবারের সদস্য সংখ্যা যদি পাঁচজন হয়, তাহলে পাঁচ কোটি লোক খাদ্য সহায়তার আওতায় আসবেন। খাদ্যে যেন কোনো সমস্যা না হয় সে ব্যবস্থা আমরা করতে পারবো।শেখ হাসিনা বলেন, এই করোনা নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। অনেক চিন্তা হচ্ছে। অনেকেই বলছে শীত হলে বেশি হয়, গরম হলে কমে। আবার বলে গরম হলেও থাকবে। এর স্থায়িত্ব কী, অদ্ভুত একটা অবস্থা সারাবিশ্বে। কত শক্তিশালী দেশ, কত তাদের শক্তিশালী অস্ত্র। কোনো কিছুই কাজে লাগছে না। একটা ভাইরাস যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তার কারণে সারাবিশ্ব স্থবির। সারাবিশ্বের মানুষ ঘরে বন্দী। এরকম অদ্ভুত পরিস্থিতি বোধ হয় আর কখনো হয়নি।এজন্য আমরা আশু করণীয় হিসেবে মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা নিয়েছি। আগামী তিন বছর অর্থনৈতিকভাবে দেশের মানুষ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্য আমরা প্রণোদনা প্যাকেজ ইতোমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছি। এই সংকট যেন কাটিয়ে উঠতে পারি সেভাবে ব্যবস্থা নিয়েছি। অর্থনৈতিকভাবে যে নেতিবাচক দিকগুলো সামনে আসতে পারে সেটা যেন আমরা মোকাবেলা করতে পারি, মানুষের কর্মসংস্থান, মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা দেয়া, মানুষের জীবনটা যেন চলতে পারে এজন্য সর্বস্তরের যেমন- শিল্প, কৃষি, একেবারে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক, তাঁতি, ব্যবসায়ী- সবার কথা বিবেচনা করে আমরা এই প্যাকেজ তৈরি করেছি।তিনি বলেন, আমরা যে ৯৫ হাজার ৬১৯ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ দিয়েছি, তা জিডিপির ৩ দশমিক ৩ শতাংশ। আমি আজকে দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি, আমাদের ৩৩৩ যে হটলাইন আছে সেটিতে সংযোগ রেখে এই ধরনের পরিস্থিতিতে যারা পড়বে তাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে। সেটা ইনশাল:াহ আমরা করবো। আল:াহর রহমতে আমাদের খাদ্যের অভাব নেই এবং হবে না। সেই সাথে কৃষি কাজ যেন অব্যাহত থাকে এজন্য ৫ শতাংশ সুদের কথা বলেছিলাম ওটা এখন কমিয়ে ৪ শতাংশ করেছি। তাছাড়া দুই কোটি কৃষক ১০ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তাদের ভর্তুকি পাবেন। এছাড়া কৃষি শ্রমিকরা কোথাও কাজ করতে যেতে চাইলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া আছে, তারা যেন ধান কাটার শ্রমিকদের পৌঁছে দেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বল্পতম সময়ের সংসদ অধিবেশন, প্রধান ইস্যু ছিল করোনাভাইরাস সংক্রমণের সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৮।। মাত্র সোয়া ঘণ্টা স্থায়ী ছিল একাদশ জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশন। এর মাধ্যমে দেশের ইতিহাসে স্বল্পতম সময়ের সংসদ অধিবেশনের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো এই সংসদ। করোনাভাইরাসের প্রকোপের মধ্যেই সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে শনিবার বিকেল ৫টার পর স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই অধিবেশন শুরু হয়। সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় শেষ হওয়া এই অধিবেশন প্রধান ইস্যু ছিল করোনাভাইরাস সংক্রমণের সতর্কতা।

করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও সাধারণ ছুটির মধ্যে আহুত এই অধিবেশনে সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ স্বল্প সংখ্যক সংসদ সদস্য অংশ নেন। তবে সংসদ উপনেতা সাজেদা চৌধুরী এবং বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ ও উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদেরসহ সিনিয়র সংসদ সদস্যরা অনুপস্থিত ছিলেন।উপস্থিত সংসদ সদস্যরা বিগত দিনের আসন বণ্টন এড়িয়ে করোনা সতর্কতা মেনে আসন গ্রহণ করেন। অধিবেশন কক্ষে এক থেকে দুটি আসন পরপর তারা বসেছিলেন। অধিকাংশের মুখে মাস্ক, হাতে গ্লাভস ও মাথায় ক্যাপ ছিল। সংসদ পরিচালনায় দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও একই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সংসদ ভবনের প্রবেশমুখে সকলকেই জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়। সংসদ সদস্যসহ সংশ্লিষ্টদের তাপমাত্রা মাপা হয়। এছাড়া নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি মাথায় রেখে সকল পদক্ষেপ নেয়া হয়।

স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে সংসদ অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি শুরুতেই বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরেন। করোনা আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকসহ মৃত্যুবরণকারী অন্যান্যদের জন্য শোক প্রকাশ করেন। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও অধিবেশন ডাকার কারণও ব্যাখ্যা করেন। সম্ভাব্য সকল স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে অধিবেশন আহান করা হয়েছে বলেও উলে:খ করেন স্পিকার। এরপর তিনি স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনার জন্য সংসদ সদস্য আ স ম ফিরোজ, আবুল কালাম আজাদ, এবি তাজুল ইসলাম ও মেহের আফরোজ চুমকিকে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত করেন। পরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন সরকারি কর্মকমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট উত্থাপন করেন।

স্বল্প সময়ের অধিবেশনের প্রধান কার্যসূচি ছিল শোক প্রস্তাবের ওপর সাধারণ আলোচনা। চলতি সংসদের সদস্য শামসুর রহমান শরীফসহ কয়েকজন সাবেক সংসদ সদস্য ও বিশিষ্টজনের মৃত্যুতে এই শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধীদলীয় প্রধান হুইপ মশিউর রহমান রাঙ্গা একইসঙ্গে শোক প্রস্তাবের ওপর সাধারণ আলোচনা ও অধিবেশনের সমাপনী ভাষণ দেন। শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় আরও অংশ নেন প্রবীণ সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নাসিম, বেগম মতিয়া চৌধুরী ও শাহাজান খান।আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিতে শোক প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়। এরপর প্রয়াতদের স্মরণে নীরবতা পালন ও মোনাজাত করা হয়। শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনা শেষে দিনের অন্যান্য কার্যসূচি স্থগিত করে অধিবেশন সমাপ্তি সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির আদেশটি পড়ে শোনান।

সংবিধানে এক অধিবেশন শেষ হওয়ার পরবর্তী ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে আবার সংসদ বসার বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে এই অধিবেশন আহান করা হয়। সর্বশেষ ষষ্ঠ অধিবেশন শেষ হয়েছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি। তাই করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতার মধ্যে এই অধিবেশন আহান করা হয়।অতীতের মতো এই অধিবেশনে কোনো প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল না। কোনো বিল উত্থাপন ও পাস হয়নি। অধিবেশন চলাকালে সংসদ ভবনে সমাগম এড়াতেও নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়। গণমাধ্যমকর্মীদের অধিবেশন কাভার করতে না যাওয়ার জন্য সংসদ সচিবালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়। দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া অধিবেশনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যতীত অন্যদের উপস্থিত না হতে নির্দেশনা দেয়া হয়।

করোনা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সব করছে রাজ্য, দাবি মুখ্যসচিবের

কলকাতা, ১৮এপ্রিল (হি. স.): করোনা সংক্রমণ রুখতে যা যা করা প্রয়োজন রাজ্য সেই সব কাজ করছে। শনিবার নবান্নে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা। রাজ্য করো না সংক্রমণ ছড়ানো শুরু করতেই বিরোধী শিবির গুলির অভিযোগ তুলেছে রাজ্য যেমন একদিকে সঠিক করোনা আক্রান্ত ও মৃতদের তথ্য প্রকাশ করছে না ঠিক তেমনই অন্যদিকে পর্যাপ্ত করোনার নমুনা পরীক্ষা হচ্ছে না। এই অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন মুখ্যসচিব জানান যা যা করণীয় রাজ্য সেসব কাজই নিয়মঅনুযায়ী করছে।

এ দিন নবান্নে মুখ্যসচিব বলেন, 'নমুনা পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে রাজ্যের। আইসিএমআর পরিমাণ টেস্ট কিট পাঠায় তার উপর নির্ভর করেই নমুনা পরীক্ষা করতে হয়। ছাড়া রাজ্যে মাত্র চারটি হাসপাতালে নমুনা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে।' একইসঙ্গে মুখ্যসচিব আরও জানান, ইতিমধ্যেই বাঁকুড়া জেলা হাসপাতাল ও আর জি কর হাসপাতাল এর নমুনা পরীক্ষা করার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের কাছে। প্রস্তাব অনুমোদন হয়ে গেলেই এই হাসপাতালগুলিতে নমুনা পরীক্ষার কাজ শুরু হবে। ফলে আরও বেশি সংখ্যক নমুনা একসঙ্গে পরীক্ষা করা সম্ভব হবে বলে জানান তিনি।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, সম্প্রতি এক পত্রিকায় লেখা হয়েছিল প্রতিদিন ৫০০ বা এক হাজার নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হয় ল্যাবরেটরীতে। তবে এই তথ্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে এদিন জানান মুখ্যসচিব। তিনি বলেন, কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতাল ও নাইসেড সহ আরও যে নমুনা পরীক্ষা করার হাসপাতাল রয়েছে সেখানে দিন প্রতি ১০০ টি করে নমুনা পরীক্ষা করা যায়। সেইমতো রাজ্যে প্রতিদিন ৪০০ টি করে নমুনা পরীক্ষা করা হয় বলে দাবি করেন তিনি। তার আরও বক্তব্য, 'সাধারণ প্যাথলজি টেস্টের মত মাইক্রোবায়োলজি টেস্ট নয়। তাই এই ধরনের টেস্ট করতে সময় লাগে।'

শনিবার রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপার, সিএমওএইচ, স্বাস্থ্য ভবনের উর্দতন আধিকারিক ও মেডিকেল অফিসারদের নিয়ে এক ভিডিও বৈঠকের ডাক দিয়েছিলেন মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা। সেই বৈঠকে তিনি স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রয়োজনে ডবল শিফটে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানান এদিন। একইসঙ্গে জানান, অনেক দূর থেকে নমুনা আসার জন্য পরীক্ষা করতে সময় লাগছে। যদি প্রতিটা জেলার কাছাকাছি নমুনা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে অনেক দ্রুত

ছয়ের পাতায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন অমিত শাহর

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি ঠিক কী, তা নিয়ে খোঁজ নিলেন কেন্দ্রীয় স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করেন তিনি।

রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি কী, প্রশাসন কী করছে, কোনও সহায়তা প্রয়োজন কিনা, সেই সব বিষয় নিয়েই এই দুজনের মধ্যে কথা হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। যদিও এই নিয়ে করোনার আবহে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দু''বার কথা হল মুখ্যমন্ত্রীর।

সূত্রের খবর, শনিবার দুপুরের দিকেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই ফোন আসে দিল্লি থেকে। দু''জনের মধ্যে প্রায় মিনিট পাঁচেক কথা হয় বলেই জানা গিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, মুর্শিদাবাদ-সহ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক মসজিদে লকডাউন সত্বেও সমাবেশ হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ গিয়েছে। তবে, আলোচনায় এই প্রসঙ্গ আদৌ উঠেছিল কিনা, জানা যায়নি। সরকারিভাবে কোনও পক্ষ থেকেই কিছু জানানো হয়নি এখনও পর্যন্ত।

রেড রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে বাম প্রতিনিধিদের আটক

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা চিকিৎসার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ জানানোয় শনিবার শীর্ষ বাম নেতাদের পুলিশ আটক করে। তাঁদের হেনস্থা করার অভিযোগ করা হয়েছে পুলিশের বিরুদ্ধে। বাম নেতৃবৃন্দর ২৪ জনকে পুলিশ ধরে লালবাজারে নিয়ে যায়। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী, সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতা মহম্মদ সেলিম, ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন চট্টোপাধ্যায়, সিপিআই এর রাজ্য সম্পাদক স্বপন বন্দোপাধ্যায়, সিপিআইএমএল-এর বাসুদেব বসু, পিডিএফ-এর সমীর পুততুন্ড প্রমুখ মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। আরএসপি নেতা মনোজ ভট্টাচার্য 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, গায়ে সামনে-পেছনে পোস্টার লাগিয়ে আমরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলাম। এতে লেখা ছিল করোনায় মৃতর সংখ্যা গোপন চলবেনা, কিটে পরীক্ষা বাড়াতে হবে, চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো চাই প্রভৃতি। আমরা শান্তিপূর্ণ করছিলাম। সভা শেষ হওয়ার মুখে ৩-৪টি ভ্যান নিয়ে পুলিশ আসে। আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। বিমানদার মতো বর্ষীয়ান নেতাকেও হেনস্থা করা হয়েছে। আমরা প্রতিবাদ করায় লাভ হয়নি। লালবাজারে এনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। লালবাজার লকআপ সংলগ্ন থেকেই মনোজবাবু বেলা পাঁচটা নাগাদ এই প্রতিবেদককে বলেন, "আমাদের সই করতে বলা হচ্ছে। আমরা বলেছি সই করব না।" উল্লেখ করা যেতে পারে, ক' দিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন বিরোধী দল মৃত্যুর সংখ্যা কমানোর অভিযোগ এনে তথ্য গোপন করার প্রতিবাদে সরব হয়েছে। তাদের বক্তব্য, এর জন্য ভবিষ্যতে নানা সমস্যা হবে।

শ্রমিক-সন্তানদের আর্তনাদ

তিনের পাতার পর

মানবিকতার হাত বাড়ায়নি। পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে প্রায় ২৮ জন মহিলা শ্রমিকও রয়েছেন। রয়েছে ২৫টি অবোজ সন্তান। ক্ষুধার্ত এই সব দুধের সন্তানদের আর্তনাদে তাঁদের বুক ফেটে যাচ্ছে, জানান মণ্ডল।

দাবি মুখ্যসচিবের

পাচের পাতার পর

রিপোর্ট আসবে এবং সে ক্ষেত্রে অনেক তাড়াতাড়ি চিকিৎসা ব্যবস্থা শুরু করা যাবে।

অন্যদিকে, এদ্দিন মুখ্য সচিব জানান, 'হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং কলকাতার বেশ কিছু জায়গা ধরে ধরে বিচ্ছিন্ন করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে। এই ধরনের কাজ আবাসন ভিত্তিক ও লেন ভিত্তিক করতে হচ্ছে'। এক্ষেত্রে মাইক্রো প্ল্যানিং খুব জরুরী বলে দাবি করেন মুখ্যসচিব। পাশাপাশি তিনি জানান, 'প্রাইভেট ক্লিনিক গুলোকে রাজ্য সরকার বন্ধ রাখতে বলেনি। যদি সবরকম নির্দেশ মেনে ও সামাজিক দূরত্ব অবলম্বন করে এই ক্লিনিকগুলো খোলা যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। এই ক্লিনিকগুলো খোলা থাকলে আরও বেশি করে রোগী ধরা পড়বে এবং সে ক্ষেত্রে খুব সহজ হবে করোনা সংক্রমিত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

"তিনবার ধ্যান করার সুযোগ পাচ্ছি' : অলকানন্দা রায়

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): লেক গার্ডেন্সের একটি দোতলা বাড়ির দ্বি'তলে প্রায় বন্দী। সঙ্গী কেবল স্বামী। লকডাউন ঘোষণার দিন থেকেই শ্রদ্ধেয় শিল্পী অলকানন্দা রায়ের সৃজনশীলতার যাবতীয় কাজ আর পরিকল্পনা ফোন বা অনলাইনে। না জানলে কারও বোঝার উপায় নেই 'মিস ইন্ডিয়া ফার্স রানার আপ' শিরোপা পেয়েছিলেন ৫১ বছর আগে। বয়সকে এভাবে পাশে পোষ্যর মত বসিয়ে তেজি ঘোড়ার মত দৌড়োনো যায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এই নৃত্যশিল্পী। নজরে পড়ে বাচনভঙ্গী, শিষ্টতা। এর রহস্যটা কী? 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে অলকানন্দার উত্তর, "ছেলেবেলাতেই বাবার সঙ্গে পন্ডিচেরিতে গিয়েছিলাম ঋষি অরবিন্দ এবং শ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিতে। তখন থেকেই আধ্যাত্মিকতা আমার জীবনসঙ্গী। নিয়মিত ধ্যান করি। গঠনমূলক কাজ নিয়ে থাকি। এই!'

সংযুক্তা পানিগ্রাহী সহ একাধিক যশস্বী শিল্পীর কাছে নৃত্যের নানা পাঠ নিয়েছেন। রাজ্য সংগীত একাডেমী, বঙ্গবিভূষণ, অনন্যা, ভারত নির্মাণ সহ নানা পুরস্কার ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। তবে, সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি শিল্প এবং অনুপ্রেরণার মাধ্যমে কারাবন্দীদের সমাজের মূল স্রোতে আনা যায়, তা হাতেকলমে দেখিয়ে দেওয়া। গত ১৩ বছর ধরে অলকানন্দা তৈরি করেছেন একটা নিজস্বতা, একটা স্টাইল, একটা আলাদা জগৎ। লকডাউনে কতটা বদল হল দিনলিপির? শিল্পী জানালেন, আগে রোজ সকালে ধ্যান করতাম। এখন ঘরবন্দী বলে দিনে আরও দু'বার করার অবকাশ পাচ্ছি। আমার কাজের লোকরা থাকে কাছেই। ওরা রোজ আসছে। তাই অনেকের মত এই অসুবিধেটা হচ্ছে না। তবে স্বাস্থ্যবিধির দিকে নজর রাখছি।" ছেলে মেফেয়ার রোডে, মেয়ে গর্চায়। ওদের খোঁজ নিয়েও কিছু সময় কাটে। ওরাও খোঁজ করছে আমাদের। ছেলে মাঝেমধ্যে এসে প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে যাচ্ছে। বললেন, "জানেন তো, আমার দুটো চিনা নাতি আছে! এখন বড় হয়ে গেছে! আমার মেয়ের স্বামী তো চিনা।'

করোনার প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে? জবাবে বললেন, "অত্যন্ত কঠিন সময় যাচ্ছে। দিনমজুর,গরিবদের অবশ্যই ত্রাণ দিতে হবে। আমি যতটুকু সম্ভব বরাবরই সহযোগিতার চেষ্টা করি। কিন্তু মধ্যবিত্তদের কথা কেউ বলেনা! তারা তো কারও কাছে চাইতে পারে না। অথচ, সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতির শিকার হতে হয়!'

মুজফফরনগরে বজ্রাঘাতে মৃত্যু দুই সন্তানের, গুরুতর জখম বাবা-মা

মুজফফরনগর, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মুজফফরনগরে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল দুই সন্তানের। বজ্রাঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন তাঁদের বাবা-মা। মুজফফরনগরের ভোপা এলাকার ঘটনা। শুক্রবার রাতে ভোপা এলাকার শুক্রাতাল গ্রামে, গঙ্গা নদীর ধারে অস্থায়ী আশ্রয়স্থলে ঘুমিয়েছিলেন একই পরিবারের ৪ জন সদস্য।

ঘুমের মধ্যেই আচমকা বাজ পড়ে, অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় ৪ জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ওই দম্পতির দুই সন্তানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসার। দুই সন্তানের বাবা-মা এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। মৃতদের নাম-নাজিম (১৩) এবং জিশান (১১)। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই সন্তানের বাবা-মা, শাহুন (৪৫) এবং স্ত্রী সাজদা (৪০)। পুলিশ সূত্রের খবর, ফসলের দেখভাল করার জন্যই রাতে অস্থায়ী আশ্রয়স্থলে ঘুমিয়েছিলেন ওই ৪ জন।

হাসপাতালে রোগী নিয়ে আসতে ইন্দোরে চালু ওলা অ্যাম্বুল্যান্স

ইন্দোর, ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে রোগী পৌঁছে দিতে বা জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনে হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে আসতে পাওয়া যাচ্ছে না অ্যাম্বুল্যান্স। তাই মধ্যপ্রদেশের জেলাশাসক বেসরকারি সংস্থা ওলা ক্যাবকে অ্যাম্বুল্যান্স হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

দেশজোড়া লকডাউনে অ্যাম্বুল্যান্সের অভাবে এর আগে সমস্যায় পড়েছেন বহু মানুষ। অনেক সময় করোনা সংক্রমণ জেনে হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুল্যান্স পাঠাতে অস্বীকার করতে দেখা গেছে। ফলে চিকিৎসার অভাবে ও হাসপাতালের গাফিলতিতে অকালে প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষ। যে করোনার সংক্রমণের ভয় মানুষের মানবিকতাকে কেড়ে নিয়েছে তার সঙ্গে মোকাবিলা করতেই নয়া পন্থা অবলম্বন করলেন মধ্যপ্রদেশে ইন্দোরের জেলাশাসক। অ্যাম্বুল্যান্সের অভাব মেটাতে তিনি ৫০টি ওলা ট্যাক্সিকে অ্যাম্বুল্যান্স হিসেবে ব্যাবহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রসঙ্গত, অনেক সময় অ্যাম্বুল্যান্সের অভাবে সামান্য করোনার উপসর্গ দেখা দিলেও চিকিৎসা পাননি অনেকে। তাই সংক্রমণের ভয়ের ছুৎমার্গ সরিয়ে করোনার সঙ্গে লড়াই করতে ওলা অ্যাম্বুল্যান্সকে ব্যবহার করা হবে। ফলে সামান্য জ্বর, সর্দি, কাশি হলেও যেন প্রতিটি মানুষ চিকিৎসা পান ও বিনা চিকিৎসায় যাতে কেউ প্রাণ না হারান তার চেষ্টাই করা হবে।

কাগজকলের কর্মচারী

তিনের পাতার পর

খাবার প্যাকেট বিলি করছেন শহরের আনাচে-কানাচে অবস্থানরত আর্তদের কাছে।

এদিকে লঙ্গাইঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতাইল ও উমাপতি গ্রামের দিনমজুর ও অন্য অসহায়দের হাতে চাল-ডাল-তেল-লবণ-সোয়াবিন-বিস্কুট সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেন শিক্ষক দম্পতি। ড় জয়শ্রী চক্রবর্তী ও তাঁর স্বামী অধ্যাপক মিথিলেশ চক্রবর্তীকে তাঁদের এই উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, মারণ ভাইরাস করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সমগ্র দেশে লকডাউন চলছে। ফলে সমাজের এক শ্রেণির মানুষ চরম রোজগার হারিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। এই চরম সংকটের সময়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো সমাজের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নৈতিক কর্তব্য। দেশের একজন নাগরিক হিসেবে অসহায় লোকদের সাহায্যের মাধ্যমে সরকারকে সমর্থন করা একান্ত আবশ্যক। করোনা মোকাবিলায় সরকারি বিধিনিষেধ মেনে ঘরে থাকারও পরামর্শ দেন এই দম্পতি।

করোনার করাল থাবা থেকে নিজেকে, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ও দেশবাসীকে রক্ষা করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে চলতে সকলের প্রতি আবেদন জানান পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড় জয়শ্রী চক্রবর্তী ও তাঁর স্বামী অধ্যাপক মিথিলেশ চক্রবর্তী। এই দুর্যোগের সময় পরিস্থিতির শিকার অসহায় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন উমাপতি ও বেতাইল এলাকার জনগণ।

অন্যদিকে নীরবে সকলের অলক্ষ্যে আর্তদের খাদ্য সম্ভার পৌঁছে দিচ্ছেন পাঁচগ্রামের বন্ধ কাগজকলের এক কর্মচারী অরিজিত রায় (পার্থ)। নীরবে তাঁর মানবদরদি এই উদ্যোগ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে হাসতে হাসতে পার্থ বলেন, এখানে মানবদরদি বলে কোনও বিশেষণের প্রশ্ন আসে কী করে? এটা-তো মানুষ হিসেবে, সমাজের এক ব্যক্তি হিসেবে মাত্র কর্তব্য করছি। আজ পর্যন্ত কতজনকে তিনি তৈরি খাবার সরবরাহ করেছেন জানতে চাইলে হাসতে হাসতে ঘুরে চলে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর পরিচিত একজন বললেন, গত প্রায় ছয়-সাতদিন ধরে না-হলেও পাঁচ-সাড়ে পাঁচশোজনের হাতে খাবারের প্যাকেট তুলে দিয়েছে পার্থ। প্রতিদিন দুপুর হলেই তাঁর গাড়িতে অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েলে প্যাক করা রান্না খাবার ও জলের বোতল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। প্রথম মেয়াদের পর দ্বিতীয় মেয়াদের লকডাউনেও একই রুটিন পালন করছে পার্থ, বলেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাঁর পরিচিতজন।

পাকিস্তানে করোনায় সংক্রমিত বেড়ে ৭,৪৯৭, মৃত্যু ১৪৩ জনের

ইসলামাবাদ, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): পাকিস্তানে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শনিবার দুপুর পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭,৪৯৭-তে পৌঁছেছে। আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক পঞ্জাব প্রদেশে, সেখানে সংক্রমিত ৩,৩৯১ জন, সিন্ধু প্রদেশে ২,২১৭ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ১০৭৭, বালোচিস্তানে ৩৫১, ইসলামাবাদে ১৬৩, গিলগিট-বালতিস্তানে ২৫০, আজাদ কাশ্মীরে ৪৮। সংক্রমণের পাশাপাশি পাকিস্তানে মৃত্যুও বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১৪৩ জনের। পাক প্রশাসন সূত্রের খবর, সিন্ধু প্রদেশে ৪৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে ৩৭, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৫০, বালোচিস্তানে ৫, ইসলামাবাদে ১, গিলগিট-বালতিস্তানে ৩ জন।

উদ্বেগ আরও বাড়ল! কোভিড-১৯-এ সংক্রমিত নৌবাহিনীর ২৫ জন নাবিক

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): উদ্বেগ আরও বাড়ল! এবার মারণ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর ২৫ জন নাবিক। প্রত্যেকেই ওয়েস্টার্ন নৌ কমান্ড-এর সদর মুম্বইয়ের আইএনএস আঙ্গরির নাবিক। শনিবার সকালে নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন নৌবাহিনীর ২৫ জন নাবিক, মুম্বইয়ের কোলাবায় নৌবাহিনীর হাসপাতাল আইএনএইচএস অশ্বিনীতে চিকিৎসাধীন।

প্রথমে ওই ২৫ জন নাবিকের শরীরে করোনাভাইরাসের লক্ষণ দেখা যায়নি। কিন্তু, তাঁদের কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছিল। কিছু দিন পরীক্ষা করা হয়, এরপর জানা যায় ২৫ জন নাবিক করোনায় সংক্রমিত। নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইএনএস আঙ্গরি সম্পূর্ণ লকডাউন করা হয়েছে।

জার্মানিতে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত, কোভিড-১৯-এ মৃত বেড়ে ৪,১১০

বার্লিন, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): জার্মানিতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে ফের বাড়ল মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। জার্মানিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারালেন আরও ২৪২ জন, নতুন করে ২৪২ জনের মৃত্যুর পর জার্মানিতে শনিবার মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,১১০।

এই সময়ে জার্মানিতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩,৬০৯ জন। ফলে জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৩৭,৪৩৯ জন। রবার্ট কোচ ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, জার্মানিতে ১৭ এপ্রিল সারা দিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ২৪২ জন এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৬০৯ জন।

শিলচর-সহ অসমের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন আরও ১১ জন করোনা-আক্রান্ত রোগী

গুয়াহাটি, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : অসমের কয়েকটি হাসপাতাল থেকে শনিবার আরও ১১ জন কোভিড-১৯ সংক্রমিত রোগীকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া করিমগঞ্জের ১৩ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আজ কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের সবাইকে আরও ১৪ দিন তাঁদের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। আজ আরও ১১ জনকে সংক্রমণ-মুক্ত বলে ঘোষণা করার পর কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৩-য় নেমেছে। এঁদের মধ্যে অবশ্য একজনের ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে। অসমে করোনার আক্রান্তের সংখ্যা ৩৪-এ পৌঁছেছিল।

আজ সকালে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ট্যুইট করে জানিয়েছেন, গুয়াহাটির মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মহম্মদ আরশাদ এবং মহম্মদ রিজুয়ান নামের দুই কোভিড-১৯ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন। এই দুজন সহ রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে মোট ১১ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীকে আজ ছুটি দেওয়া হয়েছে। সুস্থদের তালিকায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন রয়েছেন। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বোর্ডের সুপারিশে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাঁরা সকলেই অন্য সাধারণ মানুষের মতো এখন জীবনযাপন করতে পারবেন। তবে তাঁদের সকলকে করোনা বিধি অনুযায়ী আগামী ১৪ দিন তাঁদের বাড়িতে স্বাস্থ্য কর্মীদের তদারকির মধ্যে নিভৃতবাসে থাকতে হবে, জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

প্রসঙ্গত, গতকাল গোলাঘাট জেলার চার কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এর আগে ১৫ এপ্রিল গুয়াহাটির পার্শবর্তী সোনাপুর হাসপাতাল থেকে দুই, পরেরদিন ১৬ তারিখ গোয়ালপাড়ার তিন রোগীকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। সেই হিসাবে অসমে এ মুহূর্তে কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা ১৩। তবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হাইলাকান্দি জেলার আলগপুর বিধানসভা এলাকার বড়জুরাই গ্রামের বাসিন্দা ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁর গত ৯ এপ্রিল শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে করিমগঞ্জের গিরিশগঞ্জ মডেল হাসপাতালের কোয়ারেন্টাইন থেকে ১৩ জন সন্দেহভাজন সংক্রমিত ব্যক্তিকে আজ ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১০ জন অসমের প্রথম করোনা-আক্রান্ত রোগী জেলার বদরপুর বিধানসভা এলাকার হাসানপুর গ্রামের জামাল উদ্দিনের নিকট আত্মীয় এবং বাকিরা তাঁর সংস্পৃষ্ট বলে জানা গেছে। জামাল উদ্দিনের চিকিৎসা চলছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

জামাতের সঙ্গে সম্পর্কিত

আটের পাতার পর

অসম, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ। এই তালিকায় আন্দামান-নিকোবরের মতন দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে।তামিলনাড়ুতে ৮৩ শতাংশ, দিল্লিতে ৬৩ শতাংশ, তেলেঙ্গানা ৭৯ শতাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ৬১ শতাংশ, উত্তর প্রদেশ ৫৯ শতাংশ, অরুণাচল প্রদেশে ১০০ শতাংশ, অসমে ৯১ শতাংশ।

মৃত বেড়ে ১৫৩,৮৭১

আটের পাতার পর

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭০০,২৮২ জন, স্পেনে ১৯০,৮৩৯ জন, ইতালিতে ১৭২, ৪৩৪ জন, ফ্রান্সে ১৪৯,১৩০ জন এবং জার্মানিতে ১৪১,৩৯৬ জন।

মৃত বেড়ে ৪৮

আটের পাতার পর

পঞ্চমহলে একজন করে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে গুজরাটে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১২৭২। গুজরাটে ইতিমধ্যেই করোনাকে পরাজিত করেছেন ৮৮ জন।

কলকাতা-চেন্নাইয়ে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফেরাতে বিশেষ উদ্যোগ বিমান সংস্থা ইউএস বাংলার

ঢাকা, ১৮ এপ্রিল (হি. স.) : চিকিৎসা করাতে গিয়ে করোনার জেরে চেন্নাই ও কলকাতায় আটকে পড়া বাংলাদেশি নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হল বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস বাংলা। আগামী সপ্তাহেই চেন্নাই থেকে ছয়টি বিশেষ বিমান ও কলকাতা থেকে দুটি বিশেষ বিমান বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনবে বলে বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। কিন্তু মাত্র ১৬৪ আসন বিশিষ্ট বিমানের আটটি উড়ানে কলকাতা-চেন্নাইতে আটকে পড়া সব যাত্রীকে যে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, তা স্বীকার করেছে বিমান সংস্থাটি। ফলে বাকি যাত্রীরা কীভাবে ফিরবেন, তা নিয়ে বিদেশ মন্ত্রক কিংবা সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থার প্রতিক্রিয়া জানাতে চায়নি।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২১ ও ২৩ এপ্রিল সকাল সাড়ে ১১টায় কলকাতার দমদম বিমানবন্দর থেকে দুটি বিশেষ বিমান ঢাকার উদ্দেশে ছাড়বে। আগ্রহী যাত্রীরা চাইলে ওই বিশেষ বিমানে দেশে ফিরতে পারেন। চেন্নাই থেকে ঢাকার মধ্যে ২০ থেকে ২৫ এপ্রিল টানা ছয়দিন ৬টি বিশেষ বিমান চালানো হবে। প্রতিদিন দুপুর সোয়া বারোটায় চেন্নাই বিমানবন্দর থেকে ছাড়বে ওই বিশেষ বিমান। তবে ওই বিশেষ বিমানে শুধু বাংলাদেশি নাগরিকরাই চড়তে পারবেন বলে জানানো হয়েছে।

চেষ্টা

● **প্রথম পাতার পর**

হিসেবে তারাই তিন মাস ধরে মহিলার দেখাশুনা করছেন।

এদিকে, খবর পেয়ে পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানার পুলিশ হাসপাতালে ছুটে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলার সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তাই, আত্মহত্যার চেষ্টার কারণ জানা যায়নি। সাথে পুলিশ আরও জানিয়েছে, মহিলার স্বামী ও মেয়েকে খবর দেওয়া হয়েছে। ওই ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশী

● **প্রথম পাতার পর**

ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে তারা বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারবেন। তাঁর দাবি, প্রতিদিন ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশী নাগরিক নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছেন। কিন্তু, প্রচারের অভাবে অনেকেই এই বিষয়ে অবগত নন। তাই তারা ত্রিপুরায় আটকে রয়েছেন। তিনি ওই বাংলাদেশী নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে আপনারা দেশে ফিরে যেতে পারবেন। এক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে রাজ্য সরকারের সাথে যোগাযোগ করবেন।

শাসকের

● **প্রথম পাতার পর**

প্রত্যেককে রেশন সরবরাহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়েও খোঁজখবর নেন তিনি। শুধু রেশনসপ ডিলার নয় ভোক্তাদের কাছ থেকেও এসব বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন এসডিএম। কোথাও কোন ধরনের অভিযোগ থাকলে এসডিএম অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করতেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সদরের এসডিএম অসীম সাহা জানান, রেশনিং ব্যবস্থা নিয়ে কোথাও থেকে কোন ধরনের অভিযোগ নেই। প্রত্যেক ডিলার যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে রেশন সরবরাহ করে চলেছে। তাতে তিনি সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন।

পরিষেবা

● **প্রথম পাতার পর**

এই হাসপাতালে করোনা সংক্রমনের চিকিৎসা হয় না। তাই করোনা সংক্রমণের কোনও রোগীকে তারা এই হাসপাতালে চিকিৎসা করার বদলে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেবে। কারণ, সম্পূর্ণ হাসপাতালকে করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

মন্ত্রী রতনলাল বলেন, গতকাল এই হাসপাতালে ১৮ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েছিলেন। আজ এখন পর্যন্ত ৩৫ জন রোগী বহির্বিভাগে দেখিয়েছেন। তাঁর কথায়, সাধারণত এই হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন ১০০ জন রোগী বহির্বিভাগে দেখাতেন। বর্তমানে এই হাসপাতালে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন। বিশেষ করে হৃদরোগের জন্য এই মুহূর্তে বহির্রাজ্যে যাওয়া সম্ভব নয়। সেই জায়গায় এই হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারবেন ত্রিপুরাবাসী। তিনি বলেন, আইএলএস কর্তৃপক্ষ এন-৯৫ মাস্ক, গ্লাবস চেয়ে চিঠি দিয়েছে। ত্রিপুরা সরকার সব রকমের সহায়তা তাদের দেবে।

বাবা

● **প্রথম পাতার পর**

যন্ত্রণা শুরু হলে জিআরপি কর্মীরাই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছেন। তিনি বলেন, তিন দিন আগে আমার স্ত্রী পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। লকডাউনে ছেলের জন্ম হয়েছে। তাই ছেলের নাম লকডাউন রাখতে চাইছেন তিনি।

এ-বিষয়ে সঞ্জয়ের স্ত্রী মঞ্জু বাউরি বলেন, ত্রিপুরায় আমার সন্তানের জন্ম হয়েছে। প্রশাসনের কাছ থেকে ভীষণ সহায়তা মিলেছে। তিনি বলেন, খাবার থেকে শুরু করে ওষুধ সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করেছে জিআরপি। তাঁর কথায়, এখন বাড়ি ফিরে যেতে ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু, লকডাউনে তা সম্ভব নয় বুঝতে পারছি। তাই, প্রার্থনা করছি করোনা-র প্রকোপ কমে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। তবে, ছেলে ও স্বামী-কে নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন তিনি। ছেলের নামাকরণ নিয়ে এখনও কিছু ভাবেননি বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে ছেলে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকুক, চাইছেন মা মঞ্জু।

এসপি জিআরপি আধিকারিক পিনাকী সামন্ত বলেন, লকডাউনের কারণে আটকে পড়া ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাধাঘাট স্কুলে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। তারা ১৮ জন রয়েছেন সেখানে। তিনদিন আগে তাদের মধ্যে এক মহিলার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়। তখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি আমরা। তিনি বলেন, আজ আমরা তাদের বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী, ওষুধ, শিশুর আহার তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, হাসপাতালের দুই চিকিৎসক আজ মা ও ছেলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন। তারা দুজনই সুস্থ বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

আহত তিন

● **প্রথম পাতার পর**

করে তাদেরকে আটকে রাখা হয়। খবর পাঠানো হয় সিধাই থানায়। খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ঘটনাস্থল থেকে রক্তমাখা ছুড়ি এবং দুই অভিযুক্ত যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে আটক দুই যুবক তাদের আসল পরিচয় জানায়। তাদের দু'জনের বাড়ি ধর্মনগরে। তাদের একজনের নাম মহিম উদ্দিন ও অপরজনের নাম জাকির হোসেন। তারা মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও নিজেদেরকে হিন্দু পরিচয় দিয়ে এলাকার এক নাবালিকাকে বিয়ে করার ফাঁদ পেতেছিল। এটা অনেকটাই লাভ জেহাদের মতই ঘটনা।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোহনপুরের হরিণাখলা গ্রামে তীব্র ক্ষোভ উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। মোহনপুরের হরিণাখলা গ্রামে প্রেম নিবেদনে ব্যর্থ হয়ে পাল্টা ফ্যাঁসাদে পড়ে শালিশি সভায় রক্তারক্তি কাণ্ড সংগঠিত করে দুই যুবক বর্তমানে সিধাই থানার পুলিশের হেপাজতে রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে বলে জানা গেছে।

ক্রীড়াঙ্গন

ধোনির পক্ষে জাতীয় দলে আরও কঠিন, মনে করেন আজহার

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (হি. স.): বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির পক্ষে জাতীয় দলের হয়ে বাইশ গজে ফেরার বিষয়টিও আরও কঠিন হল। এমনটাই মনে করছেন জাতীয় দলে প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন।

অতিমারী করোনার জেরে আইপিএল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে বিশ্বজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির বাইশ গজে ফেরার বিষয়টিও স্থগিত আপাতত। প্রায় ৯ মাস কার্যত স্বেচ্ছায় ক্রিকেট থেকে দূরে থাকা ধোনির কাছে আইপিএল ছিল নিজেকে প্রমাণের মঞ্চ। সেখানে প্রমাণ করে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের স্কোয়াডে সুযোগ করে নেওয়ার যেটুকু অবকাশ ছিল, আইপিএল না হলে বিশ্বকাপের দলে সুযোগ করে নেওয়ার কোনও সম্ভাবনাই আর থাকবে না ধোনির। স্বাভাবিকভাবেই আজ্জুর মতে বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের পক্ষে জাতীয় দলের দরজা পুনরায় সহজ হবে না।

আজহারের কথায়, 'ধোনি নিজের ব্যাপারে আমার চেয়ে ভালো বলতে পারবে যে ও কী চায় এবং সেটা ওর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তবে এই মুহূর্তে পরিস্থিতি আশানরুপ নয় তাই আইপিএল আয়োজন করা যাচ্ছে না। সবকিছু স্বাভাবিক হতে নিশ্চিতভাবে কিছুটা সময় লাগবে।' আজহার অবশ্য ধোনির জাতীয় দলে ফেরার বিষয়টা নির্বাচকদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছেন। আজহার জানিয়েছেন, 'নির্বাচকরা জাতীয় দলে ডাকার আগে অবশ্যই আগের ধোনির পারফরম্যান্সের দিকে নজর দেবেন। সেদিক থেকে ধোনির পক্ষে ম্যাচ খেলা খুবই জরুরি। কারণ তুমি যত বড় ক্রিকেটারই হও ম্যাচ খেলা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে থাকার পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কামব্যাক করা সহজ নয়। মনে রাখত হবে প্র্যাকটিস আর ম্যাচ খেলার মধ্যে অনেক ফারাক।'

উল্লেখ্য, ২০১৯ বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল থেকে টিম ইন্ডিয়ার প্রস্থানের পর বাইশ গজে দেখা মেলেনি ধোনির। তবে আইপিএলের প্রাক-মরসুম প্রস্তুতিতে দারুণ ছন্দে ছিলেন চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়ক। মনে করা হচ্ছিল ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নিজেকে প্রমাণ করেই আসন্ন বিশ্বকাপের দলে সুযোগ করে নেবেন মাহি। কিন্তু করোনার জেরে সমস্তকিছুই এখন অনিশ্চয়তার কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছে।

ম্যাককালামের জীবন বদলে দিয়েছিল আইপিএলের ১৫৮

অর্থ, গ্ল্যামার আর ক্রিকেট, তিনটিকে এক বিন্দুতে মিলিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে আলোড়ন তুলে যাত্রা শুরু করেছিল আইপিএল। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনটি ব্যাটিং তাণ্ডবে মাতিয়েছিলেন ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। এক যুগ পর পেছন ফিরে তাকিয়ে সাবেক নিউ জিল্যান্ড অধিনায়ক বলছেন, ওই ইনিংস বদলে দিয়েছিল তার জীবন।

আইপিএলের পথচলা শুরু আর ম্যাককালামের সেই ইনিংসের ১২ বছর পূর্তি হলো শনিবার। ২০০৮ সালের ১৮ এপ্রিল বেঙ্গালুরুতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ম্যাককালাম খেলেছিলেন ৭৩ বলে অপরাজিত ১৫৮ রানের বিস্ফোরক ইনিংস। ১০ চারের সঙ্গে ইনিংসে ছিল ১৩ ছক্কা।

সেই ম্যাককালাম এখন কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচ। করোনাভাইরাসের কারণে এবারের আইপিএল পিছিয়ে গেছে। এই অবসরে তিনি ফিরে তাকালেন সেই সময়টায়। ফ্র্যাঞ্চাইজির ওয়েবসাইটে আলাপচারিতায় জানালেন, সেই ইনিংস নিয়ে এখনও তার মনে খেলা করে অনেক প্রশ্ন, অনেক বিস্ময় আর অনেক ভালো লাগা।

"ক্যারিয়ার বদলে যাওয়া, জীবনের মোড় ঘুরে যাওয়া মুহূর্তের কথা বলে লোকে। ওই রাতে, তিন ঘণ্টার মধ্যে, আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমার জীবন বদলে গিয়েছিল পুরোপুরি।"

সৌরভ গাঙ্গুলির সঙ্গে ওপেন করার সুযোগটি কেন আমিই পেয়েছিলাম? প্রথম ম্যাচে কীভাবে খেলার সুযোগ পেলাম, বিশ্ব ক্রিকেটের এত বড় এক টুর্নামেন্টের শুরুতেই কীভাবে আগে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলাম? কীভাবে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলাম? ভাগ্য কতটা পাশে ছিল আমার!

সত্যি বলতে, আমি একটি প্রশ্নেরও উত্তর জানি না। শুধু জানি, ইনিংসটি আমার জীবন বদলে দিয়েছিল পুরো।"

ম্যাককালাম জানালেন, অধিনায়ক সৌরভ তাকে তখনই আভাস দিয়েছিলেন জীবন বদলে যাওয়ার। "দাদা বলেছিলেন, 'তোমার জীবন সবসময়ের জন্য বদলে গেল।' আমি তখন তার কথার মানে বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন তার সঙ্গে আমি শতভাগ একমত। শাহরুখ খান (বলিউড অভিনেতা, ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম কর্ণধার) বলেছিলেন, 'তুমি সবসময়ই নাইট রাইডার্সের সঙ্গে থাকবে।"

আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান হিসেবে সবসময়ই পরিচিতি ছিল ম্যাককালামের। তবে ওই ইনিংস দিয়ে নিজেকে আরও নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান তিনি। বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টগুলোয় ক্রমে তার প্রবল চাহিদা দেখা যায়। ক্যারিয়ারে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ১৯টি দলে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই সংস্করণের অন্যতম সেরা হিসেবে। তার ৯ হাজার ৯২২ রান ও ৭ সেঞ্চুরি টি-টোয়েন্টির তৃতীয় সর্বোচ্চ।

আইপিএল ক্যারিয়ারের বেশির ভাগটায় ম্যাককালাম খেলেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সে। প্রথম তিন মৌসুম ছিলেন সেখানে। পরে কোচি, চেন্নাই, গুজরাট, বেঙ্গালুরু হয়ে আবার দুই মৌসুম খেলেন কলকাতায়। এখন সিপিএল ও আইপিএল, দুটিতেই নাইট রাইডার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির কোচ তিনি।

'মারাদোনা মাঠে প্রচুর কথা বলত, মেসি শান্ত'

খেলোয়াড়ী জীবনে দিয়েগো মারাদোনাকে পেয়েছিলেন মাঠে প্রতিপক্ষ হিসেবে। আর এখন লিওনেল মেসিকে দেখছেন প্রতিপক্ষ শিবিরের ডাগআউটে দাঁড়িয়ে। লেগানেসের কোচ হাভিয়ের আগিররের চোখে তারা দুজনই অসাধারণ ফুটবলার। পার্থক্য অবশ্য আছে এক জায়গায়, আচরণে।

ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দুই আর্জেন্টাইন গ্রেট ফুটবলারের ভূয়সী প্রশংসা করেন আগিররে। তুলে ধরেন পার্থক্যও। সেই সঙ্গে ছোট্ট মেসিকে প্রথম দেখার সময়ের স্মৃতিচারণ করেন।

"মারাদোনার বিপক্ষে আমি চারবার খেলেছি, সে দুর্দান্ত এক ফুটবলার ছিল। দুজনের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। মারাদোনা মাঠে রেফারি, সতীর্থদের সঙ্গে প্রচুর কথা বলত। মেসি তেমন নয়।"

"লিও খুবই শান্ত মানুষ। সাধারণ একজন, আপনি কেবল তাকে বলটা দিবেন কখনোই দেখবেন না কোচ, রেফারিকে লক্ষ্য করে মেসি চিৎকার করছে। এমনকি আপনি যদি তাকে লাথিও মারেন, তবুও না। মারাদোনা এদিক দিয়ে ছিল আলাদা। দুজনেই অসাধারণ। আপনি মাঠে তাদের দেখে আনন্দ পাবেন, এমনকি তারা যদি আপনার প্রতিপক্ষও হয়।"

২০০২ বিশ্বকাপে মেক্সিকোর কোচ ছিলেন আগিররে। বিশ্বকাপের পর ওই বছরই যোগ দেন ওসাসুনায়। তখনই ছোট্ট মেসির খেলা প্রথম নজরে আসে তার।

"২০০২ সালে সেভিয়ার মাঠে আমাদের খেলা ছিল। ম্যাচের আগে আমি অনুশীলন করাচ্ছিলাম। আমার ম্যানেজার আমাকে ডাকলেন, পাশের মাঠে যুব দলের একটা ম্যাচ চলছিল, সেভিয়া বনাম বার্সেলোনা। আমাকে বললেন, 'বার্সেলোনার ওই ছোট্ট ছেলেটাকে দেখ, লম্বা চুল৪ ফুট ১১ ইঞ্চি লম্বা।' ১০ মিনিটের মধ্যে ছেলেটা গোল করল, কেউ তাকে আটকাতে পারল না, কোনো সুযোগই ছিল না। পরের বছর ওসাসুনা খেলল বার্সেলোনার বিপক্ষে এবং সে (মেসি) ছিল বিস্ময়কর, চমৎকার।"

২০১০ বিশ্বকাপেও মেক্সিকোর কোচ ছিলেন আগিররে। এর আগে তিন বছর ছিলেন আতলেতিকো মাদ্রিদের কোচ। পরে যোগ দেন লা লিগার আরেক দল এস্পানিওলে। কিন্তু কখনোই মেসিকে আটকানোর সহজ কোনো উপায় পাননি।

জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে রাজ্যস্তরের টেনিস টুর্নামেন্টগুলি

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (হি. স.): ফের শুরু করতে চলেছে অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। জুলাই থেকে রাজ্যস্তরের টেনিস টুর্নামেন্টগুলি শুরু করতে চলেছে অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশন।

দেশের সঙ্গে সারা বিশ্বে বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। তবে এর মধ্যেই কিছুটা আশার আলো। জুলাই থেকে রাজ্যস্তরের টেনিস টুর্নামেন্টগুলি ফের শুরু করতে চলেছে অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। প্রথম ভারতীয় ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থা হিসেবে ফের খেলাধুলো চালুর উদ্যোগ নিল এআইটিএ।করোনা শঙ্কায় সবরকম ঘরোয়া টেনিস টুর্নামেন্ট সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছিল তারা। জুলাইয়ে রাজ্যস্তরের টুর্নামেন্টের পর সেপ্টেম্বর, অক্টোবরে আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরের টুর্নামেন্ট চালুর ভাবনাও রয়েছে। তবে, পুরোটাই করা হবে সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে।

টেস্ট দলের নেতৃত্ব পাচ্ছেন না ডি কক

ফাফ দু প্লেসি নেতৃত্ব ছাড়ার পর নতুন টেস্ট অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেনি ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ)। সম্ভাবনায় এগিয়ে ছিলেন সীমিত ওভার ক্রিকেটের অধিনায়ক কুইন্টন ডি কক। তবে সিএসএ'র ক্রিকেট পরিচালকের দায়িত্ব পাকাপাকিভাবে পাওয়ার পর গ্রায়েম স্মিথ জানালেন, কিপার-ব্যাটসম্যান ডি ককে টেস্টের নেতৃত্বের জন্য ভাবছেন না তিনি।গত জানুয়ারি থেকে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডি কক।খেলোয়াড়ি জীবনে দেশকে তিন সংস্করণে নেতৃত্ব দেওয়া স্মিথের আছে একশ টেস্টে (১০৯) নেতৃত্ব দেওয়ার অনন্য কীর্তি। সবচেয়ে বেশি টেস্ট জয়ে (৫৩) নেতৃত্ব দেওয়ার বিশ্ব রেকর্ডও তার। ওয়ানডেতে নেতৃত্ব দিয়েছেন ১৫০ ম্যাচে, যা দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো অধিনায়কের সর্বোচ্চ। টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়ক ছিলেন ২৭ ম্যাচে।দেশটির ক্রিকেট ইতিহাসের সফলতম অধিনায়ক স্মিথ জানেন, একই সঙ্গে তিন সংস্করণে নেতৃত্ব দেওয়া খুব কঠিন। তাই এমন চ্যালেঞ্জের মুখে ডি ককে ঠেলে দিতে নারাজ তিনি। "আমি একটা বিষয় নিশ্চিত করতে পারি যে, কুইন্টন (ডি কক) আমাদের সাদা-বলের অধিনায়ক থাকবে এবং সামনে সে টেস্ট অধিনায়ক হবে না।

বার্সেলোনার সেই স্বর্ণযুগ আর আসবে না: ইনিয়েস্তা

একমাত্র দল হিসেবে দুইবার ট্রেবল জয়ের রেকর্ড। অসাধারণ সব ফুটবলারদের সমন্বয়ে বার্সেলোনা হয়ে উঠেছিল সর্বজয়ী এক দল। এটিই কি ক্লাবটির সর্বকালের সেরা স্কোয়াড? দ্বিমত থাকতে পারে। তবে সেই দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আন্দ্রেস ইনিয়েস্তার মনে কোনো সংশয় নেই। সেই স্বর্ণযুগ আর কখনও ফিরে আসবে না বলেও মনে করেন এই স্প্যানিয়ার্ড।

বার্সেলোনার বিখ্যাত একাডেমি 'লা মাসিয়া' থেকে উঠে এসে বিশ্বের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইনিয়েস্তা। পেশাদার ক্যারিয়ারের শুরু থেকে প্রায় পুরোটাই কাটিয়েছেন কাম্প নউয়েই। এসময় পাশে পেয়েছেন লিওনেল মেসি, চাভি এরনান্দেস, কার্লোস পুয়োল, জেরার্দ পিকে ও সের্হিও বুসকেতসের মতো ফুটবলারদের। নিজ নিজ পজিশনে যারা সময়ের অন্যতম সেরা।

দুর্দান্ত সেই সব খেলোয়াড়দের নিয়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল বার্সেলোনা। দুই হাত ভরে আসে সাফল্য। ৯ বছরের মধ্যে চারবার জেতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। সাতটি লা লিগাসহ ঘরে তোলে অনেক শিরোপা।

লিগ শিরোপা ধরে রাখার দৌড়ে এবারও পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। যদিও করোনাভাইরাসের কারণে ফুটবল হয়ে আছে স্থগিত। তবে একাডেমি থেকে উঠে আসা ফুটবলাররা মেসি-ইনিয়েস্তা-চাভিদের মতো অবদান রাখতে পারছেন না।চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের পাশাপাশি ৯টি লিগ শিরোপার স্বাদ পাওয়া ইনিয়েস্তার ধারণা, তাদের মতো অ্যাকাডেমি থেকে একসঙ্গে এতগুলো মাস্টারক্লাস ফুটবলার উঠে আসা আর সম্ভব না। যদিও বার্সেলোনা এখনও অনেক শিরোপা জিততে পারে বলে মনে করেন তিনি। দা গার্ডিয়ানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পুরনো সেই স্মৃতি রোমন্থন করেন ২০১০ বিশ্বকাপজয়ী তারকা।

"ওই প্রজন্ম আর আসবে না। তবে ক্লাব যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে ফলাফল খুব খারাপ হওয়ার শঙ্কাও নেই।"

"পুয়োলকে যেতে দেখেছি, ভিক্তরকে (ভালদেস) যেতে দেখেছি, এরপর চাভি চলে গেলতবে বার্সেলোনার এখনও দুর্দান্ত একটা দল আছে, শীর্ষ মানের ফুটবলাররা আছে।"

২০০২ সালে বার্সেলোনার মূল দলে অভিষেকের পর থেকে ক্লাবটির হয়ে ১৬ মৌসুমে মোট ৬৭৪টি ম্যাচ খেলে ৩২টি শিরোপা জিতেন ইনিয়েস্তা। ২০১৮ সালে প্রিয় সেই ঠিকানা ছেড়ে যোগ দেন জাপানের দল ভিসেল কোবেতে।

যতদিন সম্ভব, খেলে যেতে চান ফুটবল। আর ভবিষ্যতে কোনো একদিন ভিন্ন কোনো ভূমিকায় কাম্প নউয়ে ফেরার ইচ্ছার কথাও জানালেন ইনিয়েস্তা।

"আমি সবসময় বলে এসেছি, যখন এটা (খেলোয়াড়ি জীবন) শেষ হবে, তখন আমি বার্সায় ফিরতে চাই। নির্ভর করবে কিভাবে? কোন ভূমিকায়? কোন পরিস্থিতিতে? ক্লাবে কে আছেন? এসব কিছুর ওপর। তবে সেখানে আমার যেমন অভিজ্ঞতা হয়েছে, মনে যে অনুভূতি আছে, এইসব কারণে আমি ফিরে যেতে চাই।"

আফ্রিদির কঠিনতম প্রতিপক্ষ লারা

২২ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে বল হাতে অনেক গ্রেট ব্যাটসম্যানের মুখোমুখি হয়েছেন শহীদ আফ্রিদি। অনেক ব্যাটসম্যানই তাকে উপহার দিয়েছেন কঠিন সময়। তবে ব্রায়ান লারাকে বোলিং করতে গিয়ে যে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন, সেই অভিজ্ঞতা অন্য কারও সামনে হয়নি তার। বোলার আফ্রিদি তাই কঠিনতম প্রতিপক্ষ হিসেবে বেছে নিয়েছেন লারাকেই।

সামথর্যের সর্বোচ্চ পরীক্ষা হয় যেখানে, সেই টেস্ট ক্রিকেটে দুজন মুখোমুখি হয়েছেন মাত্র দুইবার। ২০০৫ সালে, লারার ক্যারিয়ারে তখন গোধূলি বেলা। তার পরও নিজের জাত চিনিয়েছিলেন লারা। ১-১ সমতায় শেষ হওয়া সিরিজের দুই টেস্টেই করেছিলেন সেঞ্চুরি।

'উইজডেন ক্রিকেট মান্থলি'কে দেওয়া সাক্ষাতকারে আফ্রিদি জানালেন, বল হাতে লারার সামনে পড়লেই তিনি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলতেন।

" অবশ্যই ব্রায়ান লারা (কঠিনতম প্রতিপক্ষ)। আমি তাকে কয়েকবার আউট করেছি বটে, তবে যখনই তাকে বল করতে যেতাম, সবসময়ই মনে হতো, পরের বলেই সে চার মেরে দেবে। তার একটা প্রভাব আমার ওপরে পড়েছিল। কখনোই তাকে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বল করতে পারতাম না।"

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৭ বারের দেখায় লারাকে কেবল ২বার আউট করতে পেরেছিলেন আফ্রিদি, ১৯৯৭ সালে একটি ওয়ানডেতে ও আরেকবার ২০০৫ সালের ওই টেস্ট সিরিজে। শুধু আফ্রিদিই নয়, লারার সামনে বেহাল দশা হতো দুনিয়ার সেরা স্পিনারদেরও।

শেন ওয়ার্ন, স্টুয়ার্ট ম্যাকগিলদের স্পিন গুঁড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দারুণ সব ইনিংস খেলেছেন লারা। টেস্ট ইতিহাসের সফলতম বোলার কিংবদন্তি অফস্পিনার মুত্তিয়া মুরালিধরনকেও তিনি সামলেছেন অবলীলায়।

২০০২ সালের শ্রীলঙ্কা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের পারফরম্যান্স তো আলাদা জায়গা নিয়েই আছে ইতিহাসে। ৩ টেস্টে ২৪ উইকেট নিয়েছিলেন মুরালিধরন, হোয়াইটওয়াশড হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অথচ লারা ৩ টেস্টে রান করেছিলেন ৬৮৮!

স্পিনের বিপক্ষে লারার সেই অসাধারণ দক্ষতার কথা তুলে ধরলেন আফ্রিদিও।

"তিনি ছিলেন বিশ্বমানের ব্যাটসম্যান, যিনি সেরা স্পিনারদের খেলেছেন দাপটে, এমনকি শ্রীলঙ্কায় গিয়ে মুত্তিয়া মুরালিধরনের বিপক্ষেও। স্পিনে তার পায়ের কাজ ছিল অসাধারণ। এই ধরণের বোলারদের বিপক্ষে তিনি যেভাবে ব্যাটিং করেছেন, তা ছিল দর্শনীয়। তিনি ছিলেন সত্যিকারের জাত ব্যাটসম্যান।"

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 19 April, 2020, Sunday আগরতলা ১৯ এপ্রিল, ২০২০ ইং, ■৬ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার
■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বাজারে এসে গেল রসালো তরমুজ। ছবি- নিজস্ব।

এখনই প্রকৃত সময় জনসেবার, মানুষের জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দিন, পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। দেশ আজ ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন। তাই, জনসেবার এখনই প্রকৃত সময়। সকলের জন্য নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিন। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শনিবার টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের প্রায় ১২০০ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি।

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জননিরাপত্তায়, লকডাউন চলাকালীন এবং পরে, সামাজিক দূরত্বের নিয়মগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে তাঁদের সবাইকে উৎসাহিত করেন তিনি।

এছাড়া করোনা মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কেও তাদের অবগত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এলাকায় স্থানান্তরিত শ্রমিক সহ যাঁদের যা প্রয়োজন, তারা খাদ্য, টাকা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কেমন পাচ্ছেন, খোঁজ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সাথে সামাজিক পর্যবেক্ষণ বৃদ্ধি করার জন্য সীমান্ত এলাকার গ্রামপ্রধানদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ করে বলেন, বাংলাদেশ থেকে কেউ যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যেই শুধুমাত্র এডিসি এলাকায় ১৮০ কোটি টাকা নগদ আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে। এছাড়া গোটা রাজ্যে ২৩৫ কোটি টাকা বিভিন্ন প্রকল্পে মানুষকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। নানা প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সময়ের মধ্যে রাজ্যবাসীর কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা তা যেন পঞ্চায়েত পর্যন্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা নজর রাখেন এবং এ-ক্ষেত্রে তারা যেন নিজের সেরা পরিষেবা প্রদান করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এই কঠিন সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য যে সব প্রকল্প ঘোষণা করেছে তা সঠিক অর্থে মানুষের কাছে পৌঁছেছে কিনা এ বিষয়ে খোঁজখবর নিতে হবে। লকডাউনের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলার জন্য ১০০ দিনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, সবাই যদি নিজেদের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে গিয়ে কাজ করে তবে অবশ্যই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এমজিএনরেগার কাজ করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। অর্থের সংকুলানও রয়েছে। রেগা শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বকেয়া মজুরিও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, রেগায় বকেয়া মজুরি বাবদ এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে ৯৪ কোটি টাকা। এছাড়াও নতুন কাজের জন্য ৬৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই সময়ের মধ্যে মানুষের কাছে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া সহ বিনামূল্যে গণবন্টন ব্যবস্থার প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য এসেছে। প্রায় ৯৪ শতাংশ মানুষ এর সুবিধা গ্রহণ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ভাতা দেওয়া হয়েছে দুই মাসের। ৭৫ কোটি টাকা এই বাবদ রাজ্য সরকার মঞ্জুর করে দিয়েছে।

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। নির্দিষ্ট সুবিধাভোগীরা তা পাচ্ছেন কিনা এ বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী। ইটভাটার শ্রমিক, জুমিয়া, জবকার্ড হোল্ডার, নিউজপেপার হকার, স্ট্রিট ভেন্ডার, ফুল চাষি, তাদের যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে, যোগ্যরা পাচ্ছেন কিনা, সে বিষয়ে নজরদারি রাখার জন্য বলেন তিনি।

এছাড়া প্রকৃত সুবিধাভোগীরা উজ্জ্বলা যোজনায় সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের সমস্যা না হয় তার জন্য ডিলারদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যেও ডিলারদের দিকে নজর রাখার জন্য আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, যদি কেউ সুবিধা না পেয়ে থাকে তবে পরবর্তী সময়ে এর জবাব দিতে হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিদের। এদিকে, যারা বহিঃরাজ্যে রয়েছেন, তাদের জন্য রাজ্য সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট মানুষ সাহায্য পাচ্ছে কিনা, তা এলাকাভিত্তিক নজর রাখার জন্য বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন ফের বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় কোনও বিদেশি প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে। সার্বিক ভাবে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবাইকে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

অদৃশ্য শত্রুর হানায় চিনে মৃতের সংখ্যা আমেরিকার থেকেও বেশি ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): গণনায় ভুল স্বীকার করেছে চিন। করোনাভাইরাসের উৎপত্তিস্থল চিনের হুবেই প্রদেশের উহানে শহরে করোনায় মৃতের সংখ্যা আচমকাই বাড়ল ৫০ শতাংশ। অর্থাৎ কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণে চিনের উহানে যত জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, আদত সংখ্যাটা তার চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি। গণনায় ভুল স্বীকার নিয়েই চিনের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের মতে, চিনে করোনায় মৃতের সংখ্যা আমেরিকার তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি।

ভারতীয় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ''চিন সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, অদৃশ্য শত্রুর হানায় তাঁদের মৃতের সংখ্যা দ্বিগুণ। আসলে মৃতের সংখ্যা আমেরিকার তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি, এমনকি আমেরিকার কাছাকাছিও নয়!'' উল্লেখ্য, সোশ্যাল মিডিয়ায় শুক্রবার একটি পোস্টে উহান প্রশাসনের তরফে গণনায় ভুল স্বীকার করে ওই শহরে মৃতের আসল সংখ্যা জানানো হয়েছে।

করোনার বাড়বাড়ন্তের জন্য তবলীগী জামাতকে দায়ী করলেন রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (হি. স.): দেশে বেড়ে চলা করোনা সংক্রমণের জন্য তবলীগী মরকজের জামাতিদের দায়ী করেছে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। তার কথায় জামাতিদের আসল রূপ দিনকে দিন প্রকাশিত হয়ে সামনে চলে আসছে। প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ, লেখক ও চিন্তাবিদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা শনিবার নিজের ভিডিও বার্তায় দেওয়া এক বিবৃতিতে জানান যে আধুনিক শিক্ষার না পাওয়ার কারণে তবলীগী জামাতের লোকেরা কট্টরপন্থী হয়ে উঠেছে। এরা এখনও মাদ্রাসাগুলিতে ধার্মিক শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজ করে চলেছে।

ইডির তদন্তে জানা গিয়েছে ভারতে করোনার সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য বিদেশ থেকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছিল জামাতিদের। বিষয়টি খুবই উদ্বেগের। রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা আরও বলেন, বিহারে বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নিজের জেলা নালন্দায় করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করেছে জামাতিরা। চক্রান্ত করেই এই কাজ করা হয়েছে।

রাজ্যে বিজেপি- জেডিইউ জোট সরকারকে কালিমালিপ্ত করার জন্যই এটা করা হয়েছে। বিহারের যেভাবে চিকিৎসক এবং নার্সদের ওপর জামাতিরা হামলা চালাচ্ছে তার যথেষ্ট উদ্বেগের। সুপরিকল্পিত ভাবে এই হামলা চালানো হচ্ছে। রাজ্য সরকারের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই হামলার উপর রাশ টানতে ব্যর্থ হওয়ার জেরে রাজ্য সরকারের নিন্দা হচ্ছে।

বর্ষীয়ান এই চিন্তাবিদের মতে তবলীগী জামাতিদের সুপরিকল্পিত হামলার ঘটনার জেরে রাজ্য সরকারের অনেক ভালো কাজ আড়াল হয়ে পড়ছে। করোনা রোধ করার পাশাপাশি রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়টি বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া উচিত মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের।

এমনটা করলে বিভিন্ন মহলে যে রাজ্য সরকারের নিন্দা হচ্ছে তা বন্ধ হবে। ২০ এপ্রিল থেকে সরকারি কার্যালয় খোলার যে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী করেছে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করে রবীন্দ্র কিশোর সিনহা জানিয়েছেন, জল জীবন, সবুজায়ন সহ যে সাতটি কর্মপন্থা মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন, তা প্রশংসনীয়।এতে করে উপকৃত হবেন ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া বিহার প্রদেশের শ্রমিকেরা। বর্তমানে এই সকল শ্রমিকেরা বিহারে ফিরে এসেছে।এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় উপকৃত রাজ্যবাসী

খোয়াই, ১৮ এপ্রিল (হি.স)।। করোনার প্রকোপে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের গরিব মানুষজনের জন্য প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা চালু করেছে। তাতে, সমগ্র দেশের মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। সেই চিত্র ত্রিপুরার প্রত্যন্তেও ফুটে উঠেছে।

এই প্রকল্পে খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার কল্যাণপুর ব্লকের অধীন পশ্চিম ঘিলাতলি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিপিএল অন্ত্যোদয় ও অন্নপূর্ণা কার্ডধারীরা ওই সুবিধা ভোগ করে চলছেন। পশ্চিম ঘিলাতলি গ্রাম পঞ্চায়েতের নব্বই ভাগ ভোক্তা ওই সুবিধা পেয়ে উপকৃত, জানালেন পশ্চিম ঘিলাতলি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা জনৈক রিংকু দেববর্মা।

অন্যদিকে একই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮৫-উর্ধ বৃদ্ধ ক্ষেত্রমোহন দেববর্মার কথায়, তিনি বিনামূল্যে দুবার ২০ কেজি করে চাল পেয়েছেন। লকডাউনে সারা দেশ বন্ধ। ফলে এই চাল পাওয়ায় খুবই খুশি তিনি। একইভাবে খুশি ফুটে উঠেছে প্রদীপ বর্মার মুখে। তাঁর কথায়, আমরা বিনামূল্যে চাল পেয়েছি। তার জন্য আমাদের খুব উপকার হয়েছে। তিনি বলেন, করোনা মোকাবিলায় লকডাউন চলছে। তাই আমদের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ। কৃতজ্ঞতার সুরে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সাহায্যে আমরা ভীষণ খুশি, উপকৃত হয়েছি।

এই প্রকল্পের আরেক সুবিধাভোগী রিনা দেবনাথও প্রতিবেদকের সাথে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, করোনার প্রকোপে লকডাউন চলছে। ফলে আমরা কর্মহীন হয়ে পড়েছি। তাই সরকারের কাছ থেকে বিনামুল্যে চাল পাওয়ায় আমাদের ভীষণ উপকার হয়েছে। একই কথা বলেন রঞ্জিত দেববর্মাও। তাঁর দাবি, চাল বিনামূল্যে পেয়েছি দুবার। করোনার কারণে লকডাউনে ঘর থেকে বের হতে পারছি না। মোদী সরকার এই চাল দেওয়ায় আমাদের সহায়তা হয়েছে। ওই এলাকারই বাসিন্দা রাজেশ দেববর্মা বলেন, তিনি বিনামূল্যে ২০ কেজি করে ২ বার চাল পেয়েছেন। তিনিও লকডাউনের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় সহায়তায় চাল পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত তিনি। একই কথা বলেন দীপালি দেবও।

দেখা যাচ্ছে, আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বলদের এই লকডাউন চলাকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পে চাল গরিবদের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে সহায়তা করছে।

ঝড় তুফানে উত্তর জেলায় লন্ডভন্ড ১৫ টি গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৮ এপ্রিল।। কালবৈশাখী ঝড় তুফানে লন্ডভন্ড ১৪/১৫ টি গ্রাম। উত্তরের চুরাইবাড়ি ও কদমতলা থানা এলাকার ১৪/১৫ টি গ্রামে ঝড় তুফানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।বড় বড় গাছ ও গাছের ডাল ভেঙে বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার ছিঁড়ে গোটা এলাকা জুড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। তাছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত কদমতলা থানা ও কদমতলা হাসপাতাল ও কদমতলা মাঠে অবস্থান করা অস্থায়ী সবজি বাজারও। কদমতলা থানার মূল গৃহের চালের টিন উড়িয়ে নিয়ে যায় ভিলেন কালবৈশাখী। বর্তমানে চরম অসুবিধায় রয়েছে থানা কর্তৃপক্ষ। কদমতলা হাসপাতালে বিরাট বড় গাছ পড়ে হাসপাতালের কর্তব্যরত স্টাফের বাইকের কিছুটা ক্ষতিহয় এবং হাসপাতালের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। কদমতলা মাঠে অবস্থিত অস্থায়ী সবজি বাজারের প্রতিটি দোকান কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাজার ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। প্রকৃতির এই তান্ডব লীলায় উত্তর জেলার কদমতলা ও চুড়াইবাড়ি থানাধীন ১৪/১৫ টি গ্রামে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় সাধারণ জনগণের।

কারো বসতঘরে টিন উড়িয়ে নিয়ে যায় বা কারো রান্না ঘরের টিন।কারোর ঘরের উপর গাছ ও গাছের ডাল পরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলায় সাধারণ জনগণ নাজেহাল হয়ে পড়েন। স্থানীয়দের বক্তব্য এত বড় ঝড় তুফানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও সরকারি তরফ থেকে কোন আধিকারিক সাধারণ জনগণের খোঁজখবর নিতে আসেন নি।

করোনা মোকাবিলায় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বাসভবনে বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (হি. স.): করোনা পরিস্থিতিতে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক শনিবার করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তার বাসভবনে হওয়া এই বৈঠকে এ দিন উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রীর প্রকাশ জাভরেকর, রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। এছাড়া অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রমেশ পোখরিওয়াল, গিরিরাজ সিং, রামবিলাস পাসোয়ান, সন্তোষ গাংগুয়ার। বৈঠকে সাধারণ মানুষের দুর্দশা দূর করা। ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের ভূমিকা কি হবে সে বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে পরে টুইট করে জানান কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী। বৈঠকে আরবিআই যে দিশা নির্দেশ দিয়েছে, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। করোনা রোধে দেশজুড়ে লকডাউন জারি হওয়ার পর এই নিয়ে পঞ্চম বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করলেন। এর আগে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল শুক্রবার। সেই বৈঠকে হটস্পট এবং ক্লাস্টার জোনগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে টেস্টিং কিট সরবরাহ করা হয়েছে কিনা, তা নিয়ে আলোচনা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে গোটা দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১৪ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ৪৮০ জনের।

থামছেই না মৃত্যু-মিছিল, সমগ্র বিশ্বে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃত বেড়ে ১৫৩,৮৭১

ওয়াশিংটন, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): দিন দিন পরিস্থিতি ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে, হাতের নাগালের বাইরেও চলে যাচ্ছে। কোনও ভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না করোনাভাইরাস আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যায়। করোনা-গ্রাসে পৃথিবীজুড়ে হু হু করে বাড়ছে মৃত্যু। কোভিড-১৯, মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শনিবার পৃথিবীব্যাপী মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১৫৩,৮৭১-এ পৌঁছে গিয়েছে। সংক্রমিত কমপক্ষে ২,২৪০,৭০০ জন মানুষ।

১৮ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ২,২৪০,৭০০ জন। মৃতের সংখ্যা ১৫৩,৮৭১ জন। ছয়ের পাতায় দেখুন

লকডাউনকে উপেক্ষা করে চলছে শান্তিরবাজার মহকুমার লোকজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ এপ্রিল।। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বজুরে চলছে করুনা ভাইরাসের মহামারি। এই মহামারিথেকে সকলকে রক্ষারজন্য দেশজুরে চলছে লকডাউন পক্রিয়া। এই লকডাউন চলাকালিন অতিপ্রয়োজন ছারা বাড়ি ঘর থেকে বের না হবারজন্য বিশেষ আহব্বান জানানোর পরও এই লকডাউনকে উপেক্ষাকরে চলছে শান্তির বাজার মহকুমার বিভন্ন এলাকার লোকজনেরা। প্রতিনিয়ত সকাল বিকাল নিজ খুশি মতো সকলে ঘুরে বেরাচ্ছে। এরমধ্যে শান্তির বাজার পৌর পরিষদ এলাকায় ও বিভিন্ন গ্রাম এলাকায় সকাল বিকেল লোকজনেরা রাস্তার পাশে বসে বা দারিয়ে গল্পে মাতোয়ারা হয়েথাকে। অপরদিকে শান্তির বাজার মহকুমার লাউগাং বাজারে বিকেলবেলায় চায়ের দোকান খুলে সকলে বেশ আমেজের সহিত আড্ডা মারতে দেখাযায়। এই নিয়ে চা দোকানের মালিক ও লোকজনদের কাছে জানতেচাইলে কেউ সৎউত্তর দিতে পারেননি। এই বাজারে আরক্ষা প্রশাসনের লোকজন যাননা বলেই চলে। যারফলে লাউগাং বাজারে দোকানের পাশাপাশি লোকজনেরা ঠাকুরের মন্দিরে বসে তাস খেলায় মগ্নহয়েথাকে। এক কথায় বলাচলে এই এলাকার লোকজন লকডাউনকে উপেক্ষা করে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো চলছে। লকডাউন চলাকালিন বাজারের পাশাপাশি গ্রামিন এলাকাগুলিতেও পুলিশের নজরদারি বাড়াতেহবে বলে আশা ব্যক্ত করেন অভিজ্ঞমহল।

সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার সময় বিপত্তি, মহারাষ্ট্রে মৃত্যু ৩ জন শ্রমিকের

পালঘর, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার সময় বিপত্তি! মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার সময় বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন ৩ জন শ্রমিক। পালঘর জেলার ভিরার শহরের ঘটনা। শুক্রবার ভিরার শহরের আর্নালা থানা এলাকায়, হেমন্ত ঘরাত নামে একজন ব্যক্তির বাংলো বাড়িতে সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করছিলেন ৩ জন শ্রমিক। সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার সময় বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়েন ৩ জনই। হেমন্ত নিজেই শ্রমিকদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু ৩ জনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

শনিবার পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, এই ঘটনায় বাংলোর মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ এ এবং অন্যান্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। মৃত শ্রমিকদের নাম হল, নারায়ণ বোয়ে, জয়েন্দ্র মুকনে এবং তেজস ভাটে। প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন নীতেশ মুকনে নামে আরও একজন।

ভারতে করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ১৪,৩৭৮, মৃত্যু ৪৮০ জনের : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): লকডাউনের মধ্যেও ভারতে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। শনিবার সকাল আটটার মধ্যে ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪ হাজার ছাড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যেই ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৪৮০ জনের।

স্বস্তির বিষয় হল, করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১,৯৯২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৯১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪৩ জনের। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৪, ৩৭৮ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১১,৯০৬)।

এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৮০। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১,৯৯২ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৪৮০ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে দু''জনের, দিল্লিতে ৪২ জনের, গুজরাটে ৪১ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, হরিয়ানায় ৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে দু''জনের, কর্ণাটকে ১৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৬৯ জন, মহারাষ্ট্রে ২০১ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় একজনের, পঞ্জাবে ১৩ জন, রাজস্থানে ১১ জনের, তামিলনাড়ুতে ১৫ জন, তেলেঙ্গানায় ১৮ জন, উত্তর প্রদেশে ১৪ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

দেশের অন্যান্য রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও, মহারাষ্ট্র ও দিল্লিতে হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩২৩, তামিলনাড়ুতে ১৩২৩, দিল্লিতে ১৭০৭, কেরলে ৩৯৬, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৩৫৯ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে ৫৭২ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১২ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৩৫ জন, বিহারে ৮৩ জন, চণ্ডীগড়ে ২১ জন, ছত্তিশগড়ে ৩৬ জন, গোয়ায় ৭ জন, গুজরাটে ১০৯৯ জন, হরিয়ানায় ২২৫ জন, হিমাচল প্রদেশে ৩৬ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩২৮ জন, ঝাড়খণ্ডে ৩৩ জন, লাদাখে ১৮ জন, মধ্যপ্রদেশে ১৩১০ জন, মণিপুরে দু''জন, মেঘালয় ৯ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৬০ জন, পুদুচেরিতে ৭ জন, পঞ্জাবে ২০২ জন, রাজস্থানে ১২২৯ জন, তেলেঙ্গানায় ৭৬৬ জন, ত্রিপুরায় দু''জন, উত্তরাখণ্ডে ৪০ জন, উত্তর প্রদেশে ৮৪৯ এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৮৭ জন।

গড়িয়া পূজা উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল ।। ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী গড়িয়া পূজা উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল রমেশ বৈস। তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি বলেন, রাজ্যের চিরাচরিত এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গড়িয়া পূজা আগামী ২০ এপ্রিল রাজ্যের জনগণের সুখ ও সকল ধরনের সমৃদ্ধি কামনায় পালিত হতে যাচ্ছে। এই বছর দেশব্যাপী অতিমারি করোনা ভাইরাসের কারণে ত্রিপুরাবাসীকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই উৎসব পালন করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি সর্বশক্তিমানের কাছে রাজ্যবাসীর সুস্বাস্থ্য ও সুখী জীবন কামনা করেছেন।

ভারতে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে ২৯.৮১ শতাংশ তবলীগী জামাতের সঙ্গে সম্পর্কিত

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল (হি. স.): ভারতে করোনায় মোট আক্রান্তদের মধ্যে ২৯.৮১ শতাংশের সঙ্গে তবলীগী জামাতের সম্পর্ক রয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ১৪৩৭৮ জন আক্রান্তদের মধ্যে ৪২৯১ জন তবলীগী জামাতের সদস্য।অন্যদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে যে তবলীগী জামাতের নামে কুৎসা রটানোর জন্য এই চক্রান্ত করা হয়েছে।

তবে বাস্তবটা হচ্ছে এই যে তবলীগী জামাতের জন্যই দেশের ২৩ টি রাজ্যে করোনা তার মারণ থাবা বসাতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে শতাংশের নিরিখে কয়েকটি রাজ্যে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে ৬০ থেকে ৯১ তবলীগী জামাতের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সকল রাজ্যগুলি হল দিল্লি, তেলেঙ্গানা, ছয়ের পাতায় দেখুন

লকডাউনের মধ্যেই নির্লজ্জতা, ভোপালে ধর্ষিতা দৃষ্টিশক্তিহীন মহিলা

ভোপাল, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): আচমকা কোভিড-১৯ লকডাউন লাগু হওয়ায় রাজস্থানে আটকে পড়েছিলেন স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালের শাহপুরা এলাকায় বাড়িতে একাই ছিলেন পেশায় ব্যাঙ্ক অফিসার, দৃষ্টিশক্তিহীন বছর ৫৩-র একজন মহিলা। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে ধর্ষণের শিকার হলেন ব্যাঙ্ক অফিসার, দৃষ্টিশক্তিহীন মহিলা। ওই মহিলার অভিযোগ, শুক্রবার বাড়িতে একাই ছিলেন তিনি, ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। সেই সময় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী তাঁর ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এসিপি সঞ্জয় সাহু জানিয়েছেন, ক্রাইম স্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। ওই মহিলাকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ এবং ৩৭৭ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

গুজরাটে করোনায় মৃত্যু আরও ৭ জনের, মৃত বেড়ে ৪৮

আহমেদাবাদ, ১৮ এপ্রিল (হি.স.): পরিস্থিতি ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গুজরাটে প্রাণ হারালেন আরও ৭ জন, শুক্রবার সন্ধ্যা ছ''টা থেকে শনিবার সকালের মধ্যেই ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে ৭ জনের মৃত্যুর পর গুজরাটে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪৮। গুজরাট স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যা ছ''টা থেকে শনিবার সকালের মধ্যেই ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে গুজরাটে। এছাড়াও এই সময়ের মধ্যে গুজরাটে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৬ জন। ১৭৬ জনের মধ্যে ১৪৩ জন আহমেদাবাদে আক্রান্ত হয়েছেন, সুরাটে ১৩ জন, ভদোদরায় ১৩ জন, রাজকোট এবং ভাবনগরে দু''জন করে, এছাড়াও আনন্দ, ভারুচ ও ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।